মুমিন কিভাবে দিন-রাত অতিবাহিত করবে

ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশক
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া, রাজশাহী-৬২০৩
হাফাবা প্রকাশনা-৭৫
ফোন ও ফ্যাক্স : ০২৪৭-৮৬০৮৬১
মোবাইল-০১৮৩৫-৪২৩৪১০, ০১৭৭০৮০০৯০০।

كيف يقضى المؤمن الأيام والليالي

تأليف : د. محمد كبير الإسلام

الناشر : حديث فاؤنديشن بنغلاديش

(مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة والنشر)

প্রকাশ কাল
জুমাদাল আখিরাহ ১৪৩৯ হিঃ
ফাল্গুন ১৪২৪ বাং
ফেব্রুয়ারী ২০১৮ খ্রিঃ

॥ সর্বস্বত্ব প্রকাশকের ॥

কম্পোজ
হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স

মুদ্রণ
হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস
নওদাপাড়া (আম চত্বর)
সপুরা, রাজশাহী

নির্ধারিত মূল্য
৩৫ (পঁয়ত্রিশ) টাকা মাত্র।

Mumin Din-Rat Kivabe Atibahito Korbe by **Dr. Muhammad Kabirul Islam**. Published by: **HADEETH FOUNDATION BANGLADESH**. Nawdapara, Rajshahi, Bangladesh. Ph. & Fax : 88-0247-860861. Mob. 01770-800900. E-mail : tahreek@ymail.com. Web : www. ahlehadeethbd.org. Fixed Price : Tk. 35/-

সূচীপত্র (المحتويات)

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
১.	ভূমিকা	৬
২.	**প্রথম পর্ব : দিবা ভাগের করণীয়**	৭
৩.	দিবসের উপকারিতা	৭
৪.	দিবসে মুমিনের করণীয়	৮
৫.	**ক. ইবাদত**	৮
৬.	১. ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর করণীয়	৮
৭.	২. আযান ও আযানের উত্তর দেওয়া	১০
৮.	৩. মসজিদে গমন	১৩
৯.	৪. ফজরের ছালাত আদায় করা	১৪
১০.	৫. কুরআন তেলাওয়াত করা	১৬
১১.	৬. ইশরাক্বের ছালাত আদায় করা	১৯
১২.	৭. যোহর ছালাত আদায় করা	২০
১৩.	৮. আছর ছালাত আদায় করা	২১
১৪.	৯. জুম‘আর ছালাত আদায় করা	২৩
১৫.	১০. ছিয়াম পালন করা	২৭
১৬.	১১. আল্লাহ্‌র যিকর করা	৩৩
১৭.	১২. তওবা ও ইস্তেগফার করা	৪৩
১৮.	১৩. ইলম অর্জন করা	৪৫
১৯.	১৪. দাওয়াতী কাজ করা	৪৭
২০.	**খ. মু‘আমালাত**	৪৯
২১.	১. পানাহার করা	৪৯
২২.	২. পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা অর্জন করা	৫২
২৩.	৩. বাড়ীতে প্রবেশ ও বের হওয়া	৫৮
২৪.	৪. পোষাক-পরিচ্ছদ পরিধান করা	৫৮

২৫.	৫. দুপুরে বিশ্রাম বা কায়লূলা করা	৬১
২৬.	৬. হালাল উপার্জন করা	৬১
২৭.	৭. হাট-বাজারে গমন ও কেনাকাটা	৬২
২৮.	৮. রাস্তা-ঘাটে চলাফেরা	৬৪
২৯.	৯. মানুষের সাথে উত্তম আচরণ করা	৬৬
৩০.	**দ্বিতীয় পর্ব : রাত্রিকালীন করণীয়**	৬৭
৩১.	রাত আল্লাহ্র সৃষ্টির নিদর্শন	৬৭
৩২.	রাত্রে সংঘটিত ইসলামের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়	৬৭
৩৩.	রাত্রিকালে পবিত্রতা	৬৮
৩৪.	১. ওযূ করে শয্যা গ্রহণ করা	৬৮
৩৫.	২. ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে হাত ও মুখমণ্ডল ধৌত করা	৬৮
৩৬.	৩. জুনুবী অবস্থায় ওযূ বা তায়াম্মুম করে ঘুমানো	৬৯
৩৭.	৪. রাত্রে নিদ্রা থেকে জাগ্রত হয়ে মেসওয়াক করা	৬৯
৩৮.	রাত্রিকালে আযান	৬৯
৩৯.	মাগরিব আযানের পর দু’রাক‘আত ছালাত	৭০
৪০.	রাতের ছালাত	৭৪
৪১.	মাগরিবের ছালাত	৭৪
৪২.	এশার ছালাত	৭৬
৪৩.	মুসাফিরের জন্য মাগরিব ও এশার ছালাত জমা করা	৭৭
৪৪.	মহিলারা রাতের আধারেও মসজিদে যেতে পারে	৭৭
৪৫.	শয়নের আদব বা শিষ্টাচার	৭৮
৪৬.	তারাবীহ বা তাহাজ্জুদ	৮১
৪৭.	বিতর ছালাত	৮৩
৪৮.	রাত্রিকালীন যিকর-আযকার	৮৩
৪৯.	রাত্রিকালীন দো‘আ ও ইস্তেগফার	৮৫
৫০.	রাত্রিকালীন আমলের পরিসমাপ্তি	৮৫
৫১.	উপসংহার	৮৬

تَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لاَ يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلاَ كَبِيرَةً إِلاَّ أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلاَ يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا-

'আর সেদিন পেশ করা হবে আমলনামা। তখন তাতে যা আছে তার কারণে তুমি অপরাধীদের দেখবে আতংকগ্রস্ত। তারা বলবে, হায় আফসোস! এটা কেমন আমলনামা যে, ছোট-বড় কোন কিছুই লিখতে ছাড়েনি, সবকিছুই গণনা করেছে? আর তারা তাদের কৃতকর্ম সামনে উপস্থিত পাবে। বস্তুতঃ তোমার প্রতিপালক কারো প্রতি যুলুম করেন না' *(সূরা কাহফ ১৮/৪৯)*।

ভূমিকা

মুমিনের সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহ্‌র জন্য নিবেদিত হবে। তার প্রতিটি মুহূর্ত অতিবাহিত হবে আল্লাহ্‌র স্মরণে এবং তাঁর বিধান পালনের মাধ্যমে। তার সকল কর্ম সম্পাদিত হবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অনুসরণ-অনুকরণের মধ্য দিয়ে। যেমনভাবে মুমিনের দিন অতিবাহিত করার আদব শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, অনুরূপভাবে রাত্রি অতিবাহিত করার আদব বা শিষ্টাচার ইসলাম বিশেষভাবে শিক্ষা দিয়েছে। ঐসব আদব কুরআন ও হাদীছে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। যাতে মুমিন প্রতিটি দিন-রাত আল্লাহ্‌র রেযামন্দী ও সন্তোষে অতিবাহিত করে সফলকাম ও কামিয়াব হ'তে পারে। এখানে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে মুমিনের দিন-রাত অতিবাহিত করার আদব ও আহকাম তথা শিষ্টাচার ও বিধান সংক্ষিপ্তাকারে উপস্থাপন করা হয়েছে। যা পড়ে পাঠক অবহিত হ'তে পারবেন যে, দিন-রাত কিভাবে অতিক্রম করতে হয়।

আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা আল্লাহ কবুল করুন এবং একে আমাদের নাজাতের অসীলা হিসাবে মঞ্জুর করুন-আমীন!

-বিনীত লেখক

প্রথম পর্ব

দিবা ভাগের করণীয়

মানুষের জীবন কিছু দিন-রাতের সমষ্টি। ইহকালীন জীবনের আমলের বিনিময়ে পরকালীন জীবনে জান্নাত অথবা জাহান্নাম নির্ধারিত হবে। তাই মানুষের দুনিয়াবী জীবন এক গুরুত্বপূর্ণ সময়। এ সময় অবহেলায় কাটিয়ে দিলে পরকালে বিচার দিবসে হিসাব-নিকাশের বেলায় কেঁদে-কেটে কোন লাভ হবে না, কাঁদার ও কাজ করার প্রকৃত সময় পার্থিব জীবন। পরকালীন জীবন শুধু আল্লাহ্‌র অফুরন্ত নে'মত উপভোগের কিংবা শাস্তি আস্বাদনের জায়গা। সেখানে কোন আমল করার সুযোগ নেই। তাই ইহকালীন জীবনকে গুরুত্ব দিয়ে মুমিনের প্রতিটি মুহূর্ত আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির লক্ষ্যে ব্যয় করার চেষ্টা করা অতি যরূরী। এখানে মুমিন দিন কিভাবে অতিবাহিত করবে সে বিষয়ে উপস্থাপন করা হ'ল।

দিবসের উপকারিতা

আল্লাহ রাত-দিন সৃষ্টি করেছেন, যা তাঁর অসীম ক্ষমতার এক অনন্য নিদর্শন। মানুষের কল্যাণের জন্যই তিনি রাত-দিনের বিবর্তন করেছেন। দিনের রয়েছে নানা উপকারিতা। তন্মধ্যে কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল।-

ক. আল্লাহ দিনকে করেছেন আলোকময়। যাতে দিনের আলোতে মানুষ তার চারপাশের সবকিছু দেখতে পায় এবং বিভিন্ন ক্ষতিকর জিনিস হ'তে নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা করতে পারে। অনুরূপভাবে রাতের অন্ধকারে যেসব অনিষ্ট ও ক্ষতিতে পতিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে দিনের আলোতে তা থেকে নিজেকে হেফাযত করতে পারে। আল্লাহ বলেন, اللهُ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا– 'তিনিই আল্লাহ, যিনি তোমাদের জন্য রাত্রিকে সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা তাতে প্রশান্তি লাভ করতে পার, আর দিনকে করেছেন আলোকময়' *(মুমিন ৪০/৬১)*।

খ. দিনের বেলায় মানুষ জীবিকা অন্বেষণ ও পরকালীন জীবনের জন্য বিভিন্ন আমল করতে পারে। আল্লাহ বলেন, وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا– 'আর

দিবসকে করেছি জীবিকা অন্বেষণকাল' *(নাবা ৭৮/১১)*। তিনি আরো বলেন, وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُوْرًا– 'আর দিবসকে বেরিয়ে পড়ার সময়' *(ফুরক্বান ২৫/৪৭)*। অন্যত্র তিনি বলেন, وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ– 'তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে অন্যতম হ'ল রাত্রি ও দিবাভাগে তোমাদের নিদ্রা ও তার মধ্যে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ সন্ধান' *(রূম ৩০/২৩)*।

দিবসে মুমিনের করণীয়

মুমিন জীবনে দিনের বেলায় বহু কাজ রয়েছে। যা সঠিকভাবে সম্পাদনের মাধ্যমে মুমিনের ইহকালীন জীবন হয় সুখময় এবং পরকালীন জীবন হয় কল্যাণময়। মুমিনের দৈনন্দিন কার্যাবলীকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- ইবাদত ও মু'আমালাত।

ক. ইবাদত : মুমিন কি কি ইবাদতের মাধ্যমে সারাদিন অতিবাহিত করবে, সে বিষয়ে নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল।-

১. ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর করণীয় :

ক. দো'আ পাঠ : ঘুম থেকে উঠে নিম্নোক্ত দো'আ পাঠ করবে- اَلْحَمْدُ لِلهِ الَّذِيْ أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ، *'আলহামদুলিল্লা-হিল্লাযী আহইয়া-না বা'দা মা আমা-তানা ওয়া ইলাইহিন নুশূর'* (সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি আমাদেরকে মৃত্যু দানের পর জীবিত করলেন এবং ক্বিয়ামতের দিন তাঁর দিকেই হবে আমাদের পুনরুত্থান)।[১]

খ. পবিত্রতা অর্জন : ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর দু'হাত তিনবার ধৌত করা সুন্নাত। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلاَ يَغْمِسْ يَدَهُ فِى الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاَثًا فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِى أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ– 'তোমাদের কেউ ঘুম থেকে জাগ্রত হ'লে সে যেন তার হাত তিনবার না ধোয়া পর্যন্ত (পানির) পাত্রে না ঢোকায়। কেননা সে জানে না যে, তার হাত রাতে কোথায় অবস্থান করছিল'।[২] এ বিধান কেবল পাত্রস্থ পানিতে হাত প্রবেশ

---

১. বুখারী হা/৬৩১৫, ৬৩২৪; মিশকাত হা/২৩৮২, ২৩৮৪, 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়।
২. মুসলিম হা/২৭৮; আবুদাঊদ হা/১০৫; মিশকাত হা/৩৯১।

করানোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ট্যাপে, টিউবওয়েলে বা বড় কোন হাউজ ও পুকুরের ক্ষেত্রে নয়। অতঃপর উত্তমরূপে ওযূ করবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ– 'যে ব্যক্তি ওযূ করে এবং তা উত্তমরূপে করে, তার দেহ থেকে সমস্ত পাপ ঝরে যায়, এমনকি তার নখের ভিতর থেকেও (গুনাহ) বের হয়ে যায়'।[৩]

গ. তাহিয়াতুল ওযূ : ওযূ করার পর দু'রাক'আত ছালাত আদায় করা মুস্তাহাব।[৪] রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوْءَهُ ثُمَّ يَقُوْمُ فَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ إِلاَّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ– 'যে কোন মুসলিম যখনই সুন্দরভাবে ওযূ করে দাঁড়িয়ে একাগ্রতার সাথে দুই রাক'আত ছালাত আদায় করে, তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে যায়'।[৫]

এ ছালাতের ফযীলত অত্যধিক। যেমন রাসূল (ছাঃ) একদা ফজর ছালাতের পর বেলাল (রাঃ)-কে বললেন,

يَا بِلاَلُ، حَدِّثْنِيْ بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِيْ الإِسْلاَمِ، فَإِنِّيْ سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ، قَالَ : مَا عَمِلْتُ عَمَلاً أَرْجَى عِنْدِيْ مِنْ أَنِّيْ لَمْ أَتَطَهَّرْ طُهُوْرًا فِيْ سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ إِلاَّ صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطُّهُوْرِ مَا كُتِبَ لِيْ أَنْ أُصَلِّيَ–

'হে বেলাল! বল দেখি তুমি মুসলমান হওয়ার পর এমন কি আমল কর, যার নেকীর আশা তুমি অধিক পরিমাণে কর? কেননা আমি জান্নাতে তোমার জুতার শব্দ আমার সম্মুখে শুনতে পাচ্ছি। তখন বেলাল (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমি এছাড়া কোন আমল করি না যা আমার নিকট অধিক নেকীর কারণ হ'তে পারে। আমি রাতে বা দিনে যখনই ওযূ করি তখনই সে ওযূ দ্বারা (দু'রাক'আত) ছালাত আদায় করি, যা আদায় করার তাওফীক আল্লাহ আমাকে দিয়েছেন'।[৬]

---

৩. মুসলিম হা/২৪৫; মিশকাত হা/২৮৪।
৪. নববী, আল-মাজমূ' ৩/৫৪৫; ফাতাওয়াল কুবরা ৫/৩৪৫।
৫. মুসলিম হা/২৩৪; আবু দাঊদ হা/৯০৬; তিরমিযী হা/১০৫৯।
৬. বুখারী হা/১১৪৯; মুসলিম হা/২৪৫৮; মিশকাত হা/১৩২২।

অন্য বর্ণনায় এসেছে, বুরায়দা (রাঃ) বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ) সকালে উঠে বেলাল (রাঃ)-কে ডেকে বললেন,

يَا بِلَالُ بِمَ سَبَقْتَنِي إِلَى الْجَنَّةِ، مَا دَخَلْتُ الْجَنَّةَ قَطُّ إِلَّا سَمِعْتُ خَشْخَشَتَكَ أَمَامِيْ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا أَذَّنْتُ قَطُّ إِلَّا صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ وَمَا أَصَابَنِيْ حَدَثٌ قَطُّ إِلاَّ تَوَضَّأْتُ عِنْدَهَا وَرَأَيْتُ أَنَّ لِلَّهِ عَلَيَّ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِمَا-

'হে বেলাল! কি কাজের বিনিময়ে তুমি আমার পূর্বে জান্নাতে পৌঁছলে? আমি যখনই জান্নাতে প্রবেশ করি, তখনই আমার সম্মুখে তোমার জুতার শব্দ শুনতে পাই। বেলাল (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমি যখনই আযান দিয়েছি তখনই দু'রাক'আত ছালাত আদায় করেছি। আর যখনই আমার ওযূ ভেঙ্গেছে তখনই আমি ওযূ করেছি এবং মনে করেছি আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে আমাকে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বললেন, এই দুই কাজের দরুনই তুমি জান্নাতে আমার আগে আগে জুতা পায়ে দিয়ে চল'।[৭]

২. আযান ও আযানের উত্তর দেওয়া :

দিনের বেলায় তিন ওয়াক্ত ছালাত রয়েছে। ছুবহে ছাদিক হ'লে ফজর, দ্বিপ্রহরের পরে সূর্য ঢলে পড়লে যোহর এবং কোন বস্তুর ছায়া একগুণ হ'লে আছরের ওয়াক্ত শুরু হয়।[৮] এ সময় আযান দেওয়া অনেক ছওয়াবের কাজ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, الْمُؤَذِّنُوْنَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ 'ক্বিয়ামতের দিন মুওয়াযযিনগণ লোকেদের মাঝে সুদীর্ঘ ঘাড় বিশিষ্ট হবে'।[৯] অন্যত্র তিনি বলেন, الْمُؤَذِّنُوْنَ أُمَنَاءُ الْمُسْلِمِيْنَ عَلَى صَلَاتِهِمْ وَحَاجَتِهِمْ، 'মুওয়াযযিনগণ মুসলমানদের ছালাত ও তাদের প্রয়োজনের ক্ষেত্রে হেফাযতকারী'।[১০] অর্থাৎ ইফতার ও সাহারীর ক্ষেত্রে হেফাযতকারী'।[১১]

---

৭. তিরমিযী হা/৩৬৮৯; ছহীহ আত-তারগীব হা/২০১; মিশকাত হা/১৩২৬।
৮. আবুদাঊদ হা/৩৯৪; ইরওয়া ১/২৬৯।
৯. মুসলিম হা/৩৮৭; ইবনু মাজাহ হা/৭২৫; মিশকাত হা/৬৫৪।
১০. বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হা/২০৩১; ছহীহুল জামে' হা/৬৬৪৬।
১১. ত্বাবারাণী, আল-মু'জামুল কাবীর; ছহীহুল জামে' হা/৬৬৪৭।

ক. আযানের উত্তর দেওয়া ও দো‘আ পড়া : আযানের উত্তর দেওয়া অত্যন্ত ফযীলতপূর্ণ ইবাদত। আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! মুওয়াযযিন তো আমাদের উপর মর্যাদার অধিকারী হয়ে যাচ্ছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ، ‘যখন তোমরা আযান শুনতে পাবে, তখন মুওয়াযযিন যা বলে তোমরাও তাই বল’।[১২] তিনি আরো বলেন, قُلْ كَمَا يَقُوْلُوْنَ فَإِذَا انْتَهَيْتَ فَسَلْ تُعْطَهْ، ‘মুওয়াযযিনরা যেরূপ বলে থাকে তোমরাও সেরূপ বলবে। অতঃপর তুমি তা শেষ করে (আল্লাহ্র নিকট) দো‘আ করবে। তখন তোমাকে তা-ই দেয়া হবে’ (অর্থাৎ তোমার দে‘আ কবুল হবে)।[১৩]

খ. আযান ও ইক্বামতের মাঝে দো‘আ করা : আযান ও ইক্বামতের মধ্যে দো‘আ করলে তা কবুল হয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, الدُّعَاءُ لاَ يُرَدُّ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ– ‘আযান ও ইক্বামতের মাঝে দো‘আ প্রত্যাখ্যাত হয় না’।[১৪] তিনি আরো বলেন, الدُّعَاءُ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ مُسْتَجَابٌ فَادْعُوْا– ‘আযান ও ইক্বামতের মাঝে দো‘আ কবুল হয়, সুতরাং তোমরা দো‘আ কর’।[১৫] তিনি আরো বলেন,

إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ ثُمَّ صَلُّوْا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ثُمَّ سَلُوا اللهَ لِىَ الْوَسِيْلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِى الْجَنَّةِ لاَ تَنْبَغِى إِلاَّ لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ لِىَ الْوَسِيْلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ–

‘যখন তোমরা মুওয়াযযিনকে আযান দিতে শুনবে তখন সে যেরূপ বলে তোমরাও তদ্রূপ বলবে। অতঃপর তোমরা (আযান শেষে) আমার প্রতি দরূদ পাঠ করবে। কেননা যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করবে, মহান

১২. মুসলিম হা/৩৮৪; আবুদাউদ হা/৫২৩; মিশকাত হা/৬৫৭।
১৩. আবুদাউদ হা/৫২৪; মিশকাত হা/৬৭৩; ছহীহুল জামে‘ হা/৪৪০৩।
১৪. আবুদাউদ হা/৫৩৪; তিরমিযী হা/২১২; মিশকাত হা/৬৭১; ইরওয়া হা/২৪৪।
১৫. মুসনাদ আবূ ইয়া‘লা, ছহীহুল জামে‘ হা/৩৪০৫।

আল্লাহ তার উপর দশটি রহমত নাযিল করবেন। অতঃপর তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট আমার জন্য ওসীলা প্রার্থনা কর। আর ওসীলা হ'ল জান্নাতের একটি বিশেষ স্থান। আল্লাহ্‌র একজন বিশিষ্ট বান্দা ঐ স্থানের অধিকারী হবেন এবং আমি আশা করি আমিই সেই বান্দা। অতঃপর যে ব্যক্তি আমার জন্য ওসীলা চাইবে তাঁর জন্য শাফা'আত করা আমার উপর ওয়াজিব হবে'।[১৬]

অন্যত্র তিনি বলেন, مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلاَةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًانِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُوْدًانِ الَّذِىْ وَعَدْتَهُ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ- 'যে ব্যক্তি আযান শুনে দো'আ করে যে, হে আল্লাহ! (তাওহীদের) এই পরিপূর্ণ আহ্বান ও প্রতিষ্ঠিত ছালাতের তুমি প্রভু। মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে তুমি দান কর 'ওসীলা' (নামক জান্নাতের সর্বোচ্চ সম্মানিত স্থান) ও মর্যাদা এবং পৌঁছে দাও তাঁকে (শাফা'আতের) প্রশংসিত স্থান 'মাক্বামে মাহমূদে' যার ওয়াদা তুমি তাঁকে করেছ'।[১৭]

তিনি আরো বলেন, 'যে ব্যক্তি মুওয়াযযিনকে বলতে শুনে বলে, أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ رَضِيْتُ بِاللهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلاً وَبِالإِسْلاَمِ دِيْنًا- 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন প্রকৃত মা'বূদ নেই এবং তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর বান্দা ও রাসূল। আমি স্বতঃস্ফূর্তভাবে আল্লাহকে রব, মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে রাসূল ও ইসলামকে দ্বীন মেনে নিয়েছি', তার সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে'।[১৮]

গ. আযান ও ইক্বামতের মাঝে ছালাত আদায় করা : আযান ও ইক্বামতের মাঝে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করা সুন্নাত। রাসূল (ছাঃ) বলেন, بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ، ثُمَّ قَالَ فِى الثَّالِثَةِ لِمَنْ شَاءَ، 'প্রত্যেক আযান ও ইক্বামতের মধ্যবর্তী সময়ে ছালাত রয়েছে। প্রত্যেক আযান ও

---

১৬. মুসলিম হা/৩৮৪; তিরমিযী হা/৩৬১৪; মিশকাত হা/৫৫৭।
১৭. বুখারী হা/৬১৪; আবুদাঊদ হা/৫২৯; মিশকাত হা/৬৫৯, 'ক্বিয়ামতের অবস্থা' অধ্যায়, 'হাউয ও শাফা'আত' অনুচ্ছেদ।
১৮. মুসলিম হা/৩৮৪; আবুদাঊদ হা/৫২৫; ইবনু মাজাহ হা/৫২১।

ইক্বামতের মধ্যবর্তী সময়ে ছালাত রয়েছে। তৃতীয়বারে বললেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে'।[১৯]

৩. মসজিদে গমন :

উত্তমরূপে ওযূ করে মসজিদ অভিমুখে গমন করা অত্যন্ত ফযীলতপূর্ণ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ تَطَهَّرَ فِىْ بَيْتِهِ ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْتٍ مِنْ بُيُوْتِ اللهِ لِيَقْضِىَ فَرِيْضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللهِ كَانَتْ خَطْوَتَاهُ إِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيئَةً وَالأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً. 'যে ব্যক্তি বাড়ী থেকে পাক-পবিত্র হয়ে (ওযূ করে) কোন ফরয ছালাত আদায় করার জন্য হেঁটে আল্লাহ্‌র কোন ঘরে (কোন মসজিদে) যায় তার প্রতিটি পদক্ষেপে একটি পাপ ঝরে পড়ে এবং একটি করে মর্যাদা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়'।[২০]

ক. মসজিদে গমনপথে দো'আ : রাসূল (ছাঃ) মসজিদে যাওয়ার পথে দো'আ পড়তেন। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন,

فَخَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ وَهُوَ يَقُوْلُ اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِىْ قَلْبِىْ نُوْرًا وَفِىْ لِسَانِىْ نُوْرًا وَاجْعَلْ فِىْ سَمْعِىْ نُوْرًا وَاجْعَلْ فِىْ بَصَرِىْ نُوْرًا وَاجْعَلْ مِنْ خَلْفِىْ نُوْرًا وَمِنْ أَمَامِى نُوْرًا وَاجْعَلْ مِنْ فَوْقِىْ نُوْرًا وَمِنْ تَحْتِى نُوْرًا، اللَّهُمَّ أَعْطِنِىْ نُوْرًا–

'অতঃপর তিনি ছালাতের জন্য বের হ'লেন। তখন তিনি এ দো'আ করছিলেন, 'হে আল্লাহ! আমার হৃদয়ে আলো (নূর) সৃষ্টি করে দাও, আমার যবানে আলো সৃষ্টি করে দাও, আমার দৃষ্টিশক্তিতে আলো সৃষ্টি করে দাও, আমার শ্রবণশক্তিতে আলো সৃষ্টি করে দাও, আমার পিছন দিকে আলো সৃষ্টি করে দাও, আমার সামনের দিকে আলো সৃষ্টি করে দাও, আমার উপর দিক থেকে আলো সৃষ্টি করে দাও এবং আমার নীচের দিক থেকেও আলো সৃষ্টি করে দাও। হে আল্লাহ! আমাকে নূর বা আলো দান করো'।[২১]

খ. মসজিদে প্রবেশ ও বের হওয়ার দো'আ : মসজিদে প্রবেশ কালে দো'আ পড়া সুন্নাত। মসজিদে প্রবেশের ক্ষেত্রে প্রথমে ডান পা রেখে বলবে, اَللَّهُمَّ

---

১৯. বুখারী হা/৬২৭; মুসলিম হা/৮৩৮; আবুদাউদ হা/১২৮৩; মিশকাত হা/৬৬২।
২০. মুসলিম হা/৬৬৬ [১৫৫৩]।
২১. মুসলিম হা/৭৬৩।

اِفْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ– *(আল্লা হুম্মাফ্তাহ্লী আবওয়া-বা রহ্মাতিকা)* 'হে আল্লাহ! তুমি আমার জন্য তোমার রহমতের দরজাসমূহ খুলে দাও'।[২২] অন্য বর্ণনায় শুরুতে দরূদ পাঠের কথা বলা হয়েছে। যেমন, اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّسَلِّمْ *(আল্লা-হুম্মা ছাল্লি 'আলা মুহাম্মাদিঁউ ওয়া সাল্লিম)* 'হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর অনুগ্রহ ও শান্তি বর্ষণ কর'।[২৩]

মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় প্রথমে বাম পা রেখে বলবে, اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ– *(আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস্আলুকা মিন ফাযলিকা)* 'হে আল্লাহ! আমি তোমার অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি'।[২৪] অন্য বর্ণনায় শুরুতে দরূদ পাঠের কথা বলা হয়েছে। যেমন, اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّسَلِّمْ *(আল্লা-হুম্মা ছাল্লি 'আলা মুহাম্মাদিঁউ ওয়া সাল্লিম)* 'হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ-এর উপর অনুগ্রহ ও শান্তি বর্ষণ কর'।[২৫]

খ. তাহিইয়াতুল মাসজিদ : মসজিদে প্রবেশ করে বসার পূর্বে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করা সুন্নাত, যাকে তাহিইয়াতুল মাসজিদ বলে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ. وفي رواية فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ. 'তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করার পূর্বে বসবে না। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, 'সে যেন বসার পূর্বে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে নেয়'।[২৬]

৪. ফজরের ছালাত আদায় করা :

ক. ফজরের সুন্নাত : ফজরের সুন্নাত ছালাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ফজরের ফরযের পূর্বে এ ছালাত আদায় করতে হয়। ফরযের পূর্বে সময় না পেলে ফরযের পরেও তা আদায় করা যাবে।[২৭] এ ছালাতের গুরুত্ব সম্পর্কে রাসূল

---

২২. মুসলিম হা/৭১৩; আবুদাঊদ হা/৪৬৫; মিশকাত হা/৭০৩, 'মসজিদ ও ছালাতের স্থান সমূহ' অনুচ্ছেদ।
২৩. আবুদাঊদ হা/৪৬৫; ইবনু মাজাহ হা/৭৭২-৭৩; ছহীহাহ হা/২৪৭৮।
২৪. মুসলিম হা/৭১৩; মিশকাত হা/৭০৩ 'মসজিদ ও ছালাতের স্থান সমূহ' অনুচ্ছেদ।
২৫. আবুদাঊদ হা/৪৬৫; ইবনু মাজাহ হা/৭৭৩; ছহীহাহ হা/২৪৭৮।
২৬. বুখারী হা/১১৬৩; মুসলিম হা/১৬৮৭।
২৭. মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/১০৪৩; আবুদাঊদ হা/১২৬৫-৬৭; মিশকাত হা/১০৪৪ 'ছালাতের নিষিদ্ধ সময় সমূহ' অনুচ্ছেদ।

(ছাঃ) বলেন, رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا– ‘ফজরের দু’রাক‘আত সুন্নাত ছালাত দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যকার সবকিছু থেকে উত্তম’।[২৮]

খ. ফরয ছালাত : ফজরের ফরয ছালাতের গুরুত্ব অত্যধিক। আল্লাহ বলেন, أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا– ‘সূর্য অপরাহ্নে ঢলে পড়ার পর থেকে রাত্রির অন্ধকার পর্যন্ত তুমি ছালাত কায়েম কর এবং ফজরের ছালাত আদায় কর। নিশ্চয়ই ফজরের ছালাত (রাত্রি ও দিবসের ফেরেশতাগণের মাধ্যমে) সাক্ষ্যপ্রাপ্ত হয়’ *(ইসরা ১৭/৭৮)*। তিনি আরো বলেন, وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا– ‘এবং তোমার পালনকর্তার প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা কর সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে’ *(ত্বহা ২০/১৩০)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِىْ ذِمَّةِ اللهِ فَلاَ يَطْلُبَنَّكُمُ اللهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَىْءٍ– ‘যে ব্যক্তি ফজরের ছালাত আদায় করল, সে আল্লাহ্র যিম্মাদারী লাভ করল। অতএব হে আদম সন্তান! লক্ষ্য রাখ, আল্লাহ যেন অবশ্যই তোমাদের কাছে তাঁর যিম্মাদারীর কিছু দাবী না করেন’।[২৯] তিনি আরো বলেন, مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ– ‘যে ব্যক্তি দুই ঠাণ্ডা ছালাত আদায় করল, সে জান্নাত প্রবেশ করবে’।[৩০] তিনি আরো বলেন, لَنْ يَّلِجَ النَّارَ أَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا– ‘ঐ ব্যক্তি কখনও জাহান্নামে যাবে না, যে সূর্যোদয়ের পূর্বের এবং সূর্যাস্তের পূর্বের ছালাত অর্থাৎ ফজর ও আছরের ছালাত আদায় করে’।[৩১]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘তোমাদের নিকট দিনেরাতে ফেরেশতাগণ পালাক্রমে যাতায়াত করতে থাকেন। আর ফজর ও আছরের ছালাতে তাঁরা একত্রিত হন। অতঃপর যারা তোমাদের কাছে রাত কাটিয়েছেন, তাঁরা

---

২৮. মুসলিম হা/৭২৫; তিরমিযী হা/৪১৬; মিশকাত হা/১১৬৪।
২৯. মুসলিম হা/৬৫৭; তিরমিযী হা/২২২; ইবনু মাজাহ হা/৩৯৪৫।
৩০. বুখারী হা/৫৭৪, মুসলিম হা/৬৩৫ ‘ফজর ও আছর ছালাতের ফযীলত’ অনুচ্ছেদ।
৩১. মুসলিম হা/৬৩৪; আবুদাঊদ হা/৪২৭; মিশকাত হা/৬২৪।

ঊর্ধ্বে (আকাশে) চলে যান। তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, অথচ তিনি তাদের সম্পর্কে ভালভাবে অবগত, তোমরা আমার বান্দাদেরকে কী অবস্থায় ছেড়ে এসেছ? তাঁরা বলেন, আমরা যখন তাদেরকে ছেড়ে এসেছি, তখন তারা ছালাতরত ছিল। আর যখন আমরা তাদের নিকট গিয়েছিলাম, তখনও তারা ছালাতরত ছিল'।[৩২]

অন্য বর্ণনায় আছে, 'ফজর ও আছরের ছালাতে রাত্রি ও দিনের ফেরেশতা একত্রিত হন। ফজরের সময় একত্রিত হয়ে রাতের ফেরেশতা উঠে যান এবং দিনের ফেরেশতা থেকে যান। অনুরূপ আছরের ছালাতে একত্রিত হয়ে দিনের ফেরেশতা উঠে যান এবং রাতের ফেরেশতা থেকে যান। তাদের প্রতিপালক তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, তোমরা আমার বান্দাদেরকে কী অবস্থায় ছেড়ে এলে? তাঁরা বলেন, আমরা তাদের কাছে গেলাম, তখন তারা ছালাত পড়ছিল এবং তাদের কাছ থেকে এলাম, তখনও তারা ছালাত পড়ছিল, সুতরাং ক্বিয়ামতের দিন তাদেরকে মাফ করে দিন'।[৩৩]

জারীর বিন আব্দুল্লাহ বাজালী (রাঃ) বলেন, আমরা নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট পূর্ণিমার রাতে বসেছিলাম। তিনি চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন, নিঃসন্দেহে তোমরা (পরকালে) তোমাদের প্রতিপালককে ঠিক এইভাবে দেখতে পাবে, যেভাবে তোমরা এই পূর্ণিমার চাঁদ দেখতে পাচ্ছ। তাঁকে দেখতে তোমাদের কোন অসুবিধা হবে না। সুতরাং যদি তোমরা সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের আগে (নিয়মিত) ছালাত আদায়ে পরাহত না হ'তে সক্ষম হও (অর্থাৎ এ ছালাত ছুটে না যায়), তাহ'লে অবশ্যই তা বাস্তবায়ন কর'।[৩৪]

৫. কুরআন তেলাওয়াত করা :

কুরআন তেলাওয়াত একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। আর এই কুরআন তেলাওয়াতকারীর জন্য সুফারিশ করবে। কুরআন তেলাওয়াতকারী ও যে তেলাওয়াত করে না তাদের সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন,

مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِىْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الأُتْرُجَّةِ، رِيْحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ، وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِىْ لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ لاَ رِيْحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلْوٌ،

৩২. বুখারী হা/৫৫৫; মুসলিম হা/১৪৬৪; নাসাঈ হা/৪৮৫।
৩৩. আহমাদ হা/৯১৪০; ইবনে খুযাইমা ১/১৬৫।
৩৪. বুখারী হা/৫৫৪; মুসলিম হা/১৪৬৬।

وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِىْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الرَّيْحَانَةِ، رِيْحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِىْ لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ، لَيْسَ لَهَا رِيْحٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ–

‘কুরআন তেলাওয়াতকারী মুমিনের দৃষ্টান্ত কমলার মত, যার ঘ্রাণও চমৎকার স্বাদও মজাদার। যে মুমিন কুরআন তেলাওয়াত করে না, তার দৃষ্টান্ত খেজুরের মত, যার কোন সুঘ্রাণ নেই তবে এর স্বাদ মিষ্টি। আর যে মুনাফিক কুরআন তেলাওয়াত করে তার উদাহরণ রায়হানার মত, যার সুঘ্রাণ আছে তবে স্বাদ তিক্ত। আর যে মুনাফিক কুরআন তেলাওয়াত করে না তার উদাহরণ হানযালা ফলের ন্যায়, যার সুঘ্রাণও নেই, স্বাদও তিক্ত’।[৩৫] তিনি আরো বলেন, يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ اقْرَأْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِى الدُّنْيَا فَإِنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَؤُهَا– ‘(ক্বিয়ামতের দিন) কুরআন অধ্যয়নকারীকে বলা হবে, কুরআন পাঠ করতে করতে উপরে উঠতে থাকো। তুমি দুনিয়াতে যেভাবে ধীরে-সুস্থে পাঠ করতে সেভাবে পাঠ করো। কেননা তোমার তিলাওয়াতের শেষ আয়াতেই (জান্নাতে) তোমার অবস্থানস্থল হবে’।[৩৬]

অন্যত্র তিনি বলেন, إِنَّ اللهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِيْنَ، ‘আল্লাহ তা‘আলা এ কিতাব দ্বারা অনেক জাতিকে মর্যাদায় উন্নীত করেন আর অন্যদের অবনত করেন’।[৩৭] অর্থাৎ যারা এ কিতাবের অনুসারী ও এর উপরে আমলকারী হবে তারা দুনিয়ায় মর্যাদাবান এবং আখেরাতে জান্নাত লাভ করবে। আর যারা একে অস্বীকার করবে তারা দুনিয়ায় লাঞ্ছিত এবং পরকালে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

কুরআন তেলাওয়াতের নেকী সম্পর্কে নবী করীম (ছাঃ) আরো বলেন, مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا لاَ أَقُوْلُ الم حَرْفٌ وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلاَمٌ حَرْفٌ وَمِيْمٌ حَرْفٌ– ‘যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র

---

৩৫. বুখারী হা/৫৪২৭, ৭৫৬০; মুসলিম হা/৭৯৭; আবুদাউদ হা/৪৮২৯; মিশকাত হা/২১১৪।
৩৬. আবুদাউদ হা/১৪৬৪; মিশকাত হা/২১৩৪, সনদ হাসান।
৩৭. মুসলিম হা/৭১৮; ইবনু মাজাহ হা/২১৮; মিশকাত হা/২১১৫।

কিতাবের একটি হরফ পাঠ করবে তার জন্য ছওয়াব রয়েছে। আর ছওয়াব হয় তার দশ গুণ। আমি বলি না যে, আলিফ-লাম-মীম একটি হরফ, বরং আলিফ একটি হরফ, লাম একটি হরফ এবং মীম একটি হরফ'।[৩৮]

তিনি অন্যত্র বলেন, يَجِيءُ الْقُرْآنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ حَلِّهِ فَيُلْبَسُ تَاجَ الْكَرَامَةِ ثُمَّ يَقُوْلُ يَا رَبِّ زِدْهُ فَيُلْبَسُ حُلَّةَ الْكَرَامَةِ ثُمَّ يَقُوْلُ يَا رَبِّ ارْضَ عَنْهُ فَيَرْضَى عَنْهُ فَيُقَالُ لَهُ اقْرَأْ وَارْقَ وَتُزَادُ بِكُلِّ آيَةٍ حَسَنَةً- 'কুরআন ক্বিয়ামত দিবসে হাযির হয়ে বলবে, হে আমার রব! একে (কুরআনের বাহককে) অলংকার পরিয়ে দিন। তারপর তাকে সম্মান ও মর্যাদার মুকুট পরানো হবে। সে আবার বলবে, হে আমার প্রতিপালক! তাকে আরো পোশাক দিন। সুতরাং তাকে মর্যাদার পোশাক পরানো হবে। সে আবার বলবে, হে আমার পালনকর্তা! তার প্রতি সন্তুষ্ট হৌন। কাজেই তিনি তার উপর সন্তুষ্ট হবেন। তারপর তাকে বলা হবে, তুমি এক এক আয়াত তেলাওয়াত করতে থাক এবং উপরের দিকে উঠতে থাক। এমনিভাবে প্রতি আয়াতের বিনিময়ে তার একটি করে ছওয়াব (মর্যাদা) বাড়ানো হবে'।[৩৯]

তিনি আরো বলেন, إِنَّ مِنْ إِجْلاَلِ اللهِ إِكْرَامَ ذِى الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْغَالِى فِيْهِ وَالْجَافِى عَنْهُ وَإِكْرَامَ ذِى السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ 'নিশ্চয়ই বৃদ্ধ মুসলিমকে সম্মান করা, কুরআনের ধারক-বাহক ও ন্যায়পরায়ণ শাসকের প্রতি সম্মান দেখানো মহান আল্লাহ্র প্রতি সম্মান প্রদর্শনের অন্তর্ভুক্ত'।[৪০]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ لِلَّهِ أَهْلِيْنَ مِنَ النَّاسِ. قَالُوا يَا رَسُوْلَ اللهِ مَنْ هُمْ قَالَ هُمْ أَهْلُ الْقُرْآنِ أَهْلُ اللهِ وَخَاصَّتُهُ 'কতক লোক আল্লাহ্র পরিজন। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! তারা কারা? তিনি বলেন, কুরআন তিলাওয়াতকারীরা আল্লাহ্র পরিজন ও তাঁর বিশেষ বান্দা'।[৪১]

---

৩৮. তিরমিযী হ/২৯১০; মিশকাত হা/২১৩৭; ছহীহাহ হা/৩৩২৭; ছহীহুল জামে' হা/৬৪৬৯।
৩৯. তিরমিযী হা/২৯১৫; ছহীহুল জামে' হা/৮০৩০; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৪২৫।
৪০. আবুদাউদ হা/৪৮৪৩; মিশকাত হা/৪৯৭২; ছহীহুল জামে' হা/২১৯৯; ছহীহ আত-তারগীব হা/৯৮।
৪১. ইবনু মাজাহ হা/২১৫; ছহীহুল জামে' হা/২১৬৫; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৪৩২।

৬. ইশরাক ছালাত আদায় করা :

ইশরাক, চাশত ও আওয়াবীন একই ছালাত, যা অত্যন্ত ফযীলতপূর্ণ। ‘ইশরাক্ব’ অর্থ চমকিত হওয়া। ‘যুহা’ অর্থ সূর্য গরম হওয়া। এই ছালাত সূর্যোদয়ের পরপরই পড়লে একে ‘ছালাতুল ইশরাক্ব’ বলা হয় এবং দ্বিপ্রহরের পূর্বে পড়লে তাকে ‘ছালাতুয যোহা’ বা চাশতের ছালাত বলা হয়।[৪২] আর দুপুরের পূর্বের এই ছালাতকেই ‘ছালাতুল আউওয়াবীন’ বলে।[৪৩]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِىْ جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ– ‘যে ব্যক্তি ফজরের ছালাত জামা‘আতে আদায় করে, অতঃপর সূর্য ওঠা পর্যন্ত আল্লাহ্র যিকরে বসে থাকে, তারপর দু’রাক‘আত ছালাত আদায় করে, তার জন্য পূর্ণ একটি হজ্জ ও ওমরাহ্র নেকী রয়েছে’।[৪৪]

অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন,

فِى الإِنْسَانِ ثَلاَثُمِائَةٍ وَسِتُّوْنَ مَفْصِلاً فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ مَفْصِلٍ مِنْهُ بِصَدَقَةٍ. قَالُوْا وَمَنْ يُطِيْقُ ذَلِكَ يَا نَبِىَّ اللهِ قَالَ النُّخَاعَةُ فِى الْمَسْجِدِ تَدْفِنُهَا وَالشَّىْءُ تُنَحِّيْهِ عَنِ الطَّرِيْقِ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَرَكْعَتَا الضُّحَى تُجْزِئُكَ–

‘মানুষের শরীরে তিনশত ষাটটি জোড়া আছে। প্রত্যেক লোকের উচিত প্রত্যেকটি জোড়ার জন্যে ছাদাক্বাহ করা। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! কার সাধ্য আছে এ কাজ করার? তিনি বললেন, মসজিদে পড়ে থাকা থুথু মুছে ফেলাও একটি ছাদাক্বাহ। পথ থেকে কোন কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেয়াও একটি ছাদাক্বাহ। তিনশত ষাট জোড়ার ছাদাক্বাহ দেবার মতো কোন জিনিস না পেলে যুহার দু’রাক‘আত ছালাত আদায় করে নেয়া তোমার জন্যে যথেষ্ট’।[৪৫]

---

৪২. মির‘আত শরহ মিশকাত ‘ছালাতুয যোহা’ অনুচ্ছেদ, ৪/৩৪৪-৫৮।
৪৩. মুসলিম, মিশকাত হা/১৩১২; মির‘আত ৪/৩৫১।
৪৪. তিরমিযী হা/৫৮৬, মিশকাত হা/৯৭১ ‘ছালাতের পরে যিকর’ অনুচ্ছেদ।
৪৫. আবুদাউদ, মুসলিম, মিশকাত হা/১৩১৫, ১৩১১ ‘ছালাতুয যোহা’ অনুচ্ছেদ।

৭. যোহর ছালাত আদায় করা :

সূর্য মাথার উপর থেকে পশ্চিম দিকে ঢলে পড়লেই যোহরের ওয়াক্ত শুরু হয় এবং বস্তুর নিজস্ব ছায়ার এক গুণ হ'লে শেষ হয়।[৪৬]

ক. ফরযের পূর্বের ও পরের সুন্নাত ছালাত আদায় করা : যোহরের ফরযের পূর্বে দু'রাক'আত[৪৭] বা চার রাক'আত সুন্নাত ছালাত আদায় করা যায়।[৪৮] রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ صَلَّى أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعًا بَعْدَهَا لَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ، 'যে ব্যক্তি যোহরের ফরয ছালাতের পূর্বে চার রাক'আত এবং ফরযের পরে চার রাক'আত ছালাত আদায় করবে, তাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না'।[৪৯]

অন্যত্র তিনি বলেন, مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرُمَ عَلَى النَّارِ، 'যে ব্যক্তি নিয়মিতভাবে যোহরের পূর্বে চার রাক'আত এবং পরে চার রাক'আত ছালাত আদায় করবে, তার জন্য জাহান্নাম হারাম করা হবে'।[৫০]

খ. যোহরের ফরয : যোহর ছালাত আদায়ের ব্যাপারে মহান আল্লাহ্র নির্দেশ, أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا– 'সূর্য অপরাহ্নে ঢলে পড়ার পর থেকে রাত্রির অন্ধকার পর্যন্ত তুমি ছালাত কায়েম কর এবং ফজরের ছালাত আদায় কর। নিশ্চয়ই ফজরের ছালাত (রাত্রি ও দিবসের ফেরেশতাগণের মাধ্যমে) সাক্ষ্যপ্রাপ্ত হয়' *(বানী ইসরাঈল ১৭/৭৮)*।

তিনি আরো বলেন, وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ– 'এবং অপরাহ্নে ও যোহরে। বস্তুতঃ তাঁরই জন্য সকল প্রশংসা নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে' *(রূম ৩০/১৮)*।

---

৪৬. বুখারী হা/৫৪১; মুসলিম হা/৬১২; মিশকাত হা/৫৮১, 'ছালাতের ওয়াক্তসমূহ' অনুচ্ছেদ; আবুদাঊদ হা/৩৯৮; তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৮৩।

৪৭. বুখারী হা/১১৬৫, ১১৮০; তিরমিযী হা/৪২৫, ৪৩৩; মিশকাত হা/১১৬০।

৪৮. তিরমিযী হা/৪১৪; ইবনু মাজাহ হা/১১৪০, সনদ ছহীহ।

৪৯. মুসনাদ আহমাদ হা/২৬৮০৭; নাসাঈ হা/১৮১৭, সনদ ছহীহ।

৫০. আবুদাঊদ হা/১২৬৯; ইবনু মাজাহ হা/৪২৮; নাসাঈ হা/১৮১৬; মিশকাত হা/১১৬৭।

৮. আছর ছালাত আদায় করা :

বস্তুর মূল ছায়ার এক গুণ হওয়ার পর হ'তে আছরের ওয়াক্ত শুরু হয় এবং দু'গুণ হ'লে শেষ হয়। তবে সূর্যাস্তের প্রাক্কালের রক্তিম সময় পর্যন্ত আছর পড়া জায়েয আছে।[৫১]

ক. ফরযের পূর্বে সুন্নাত ছালাত আদায় করা : আছরের পূর্বে দুই বা চার রাক'আত সুন্নাত ছালাত আদায় করা যায়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, يُصَلِّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، 'নবী করীম (ছাঃ) আছরের (ফরয ছালাতের) পূর্বে চার রাক'আত ছালাত আদায় করতেন'।[৫২] অন্য হাদীছে এসেছে, كَانَ يُصَلِّى قَبْلَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ- 'তিনি আছরের (ফরয ছালাতের) পূর্বে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতেন'।[৫৩]

খ. আছরের ফরয ছালাত : আছরের ছালাত আদায়ের ব্যাপারে মহান আল্লাহ বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُوْمُوْا لِلَّهِ قَانِتِيْنَ- 'তোমরা ছালাত সমূহ ও মধ্যবর্তী ছালাতের ব্যাপারে যত্নবান হও এবং আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে বিনীতভাবে দণ্ডায়মান হও' *(বাক্বারাহ ২/২৩৮)*। মধ্যবর্তী ছালাত বলতে আছর ছালাতকে বুঝানো হয়েছে।[৫৪]

আছর ছালাত ছেড়ে দেওয়া অত্যন্ত গোনাহের কাজ, যার ফলে আমল বিনষ্ট হয়ে যায়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ تَرَكَ صَلاَةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ- 'যে ব্যক্তি আছরের ছালাত ছেড়ে দেয়, তার আমল বিনষ্ট হয়ে যায়'।[৫৫] অন্য বর্ণনায় আছে, 'যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আছর ছালাত পরিত্যাগ করে তার আমল বিনষ্ট হয়ে যায়'।[৫৬] অন্যত্র তিনি বলেন, مَنْ فَاتَتْهُ صَلاَةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا

---

৫১. আবুদাঊদ হা/৩৯৩; তিরমিযী হা/১৪৯; মিশকাত হা/৫৮৩; ছহীহ ইবনে খুযায়মাহ হা/৩২৫ 'পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়' অনুচ্ছেদ; ছহীহুল জামে' হা/১৪০২।

৫২. তিরমিযী হা/৪২৯, ১১৬১; মিশকাত হা/১১৭১-৭২, সনদ হাসান।

৫৩. আবু দাঊদ হা/১২৭২; মিশকাত হা/১১৭২, সনদ হাসান।

৫৪. বুখারী হা/২৯৩১, ৪৫৩৩; মুসলিম হা/৬২৯; আবুদাঊদ হা/৪১০-১১; তিরমিযী হা/২৯৮২।

৫৫. বুখারী হা/৫৫৩, ৫৯৪; নাসাঈ হা/৪৭৪; মিশকাত হা/৫৯৫।

৫৬. ছহীহ আত-তারগীব হা/৪৭৯।

وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ 'যে ব্যক্তির আছরের ছালাত ছুটে গেল, তার পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ যেন ছিনতাই হয়ে গেল'।[৫৭]

যোহর-আছর জমা করা :

সফরে থাকা অবস্থায় যোহর-আছর ৪ রাক'আত ও মাগরিব-এশা ৫ রাক'আত পৃথক এক্বামতের মাধ্যমে সুন্নাত ও নফল ছাড়াই জমা ও ক্বছর করে তাক্বদীম ও তাখীর দু'ভাবে পড়ার নিয়ম রয়েছে।[৫৮] অর্থাৎ শেষের ওয়াক্তের ছালাত আগের ওয়াক্তের সাথে 'তাক্বদীম' করে অথবা আগের ওয়াক্তের ছালাত শেষের ওয়াক্তের সাথে 'তাখীর' করে একত্রে পড়বে।[৫৯]

ভীতি ও ঝড়-বৃষ্টি ছাড়াও অন্য কোন বিশেষ শারঈ ওযর বশতঃ মুক্বীম অবস্থায়ও দু'ওয়াক্তের ছালাত ক্বছর ও সুন্নাত ছাড়াই একত্রে জমা করে পড়া যায়। যেমন যোহর ও আছর পৃথক এক্বামতের মাধ্যমে ৮ এবং মাগরিব ও এশা অনুরূপভাবে ৭ রাক'আত। ইবনু আব্বাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল, এটা কেন? তিনি বললেন, যাতে উম্মতের কষ্ট না হয়'।[৬০]

ইস্তেহাযা বা প্রদর রোগগ্রস্ত মহিলা ও বহুমূত্রের রোগী বা অন্যান্য কঠিন রোগী, বাবুর্চী এবং কর্মব্যস্ত ভাই-বোনেরা মাঝে-মধ্যে বিশেষ ওযর বশতঃ সাময়িকভাবে এ সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন।[৬১]

হজ্জের সফরে আরাফাতের ময়দানে কোনরূপ সুন্নাত-নফল ছাড়াই যোহর ও আছর একত্রে যোহরের আউয়াল ওয়াক্তে পৃথক এক্বামতে ক্বছর ও 'জমা তাক্বদীম' করে এবং মুযদালিফায় মাগরিব ও এশা একত্রে এশার সময় পৃথক এক্বামতে 'জমা তাখীর' করে জামা'আতের সাথে অথবা একাকী পড়তে হয়।[৬২] সফরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সুন্নাত সমূহ পড়তেন না।[৬৩] অবশ্য বিতর, তাহাজ্জুদ ও ফজরের দু'রাক'আত সুন্নাত ছাড়তেন না।[৬৪]

---

৫৭. নাসাঈ হা/৪৭৮; ছহীহ আত-তারগীব হা/৪৮১।

৫৮. বুখারী, মিশকাত হা/১৩৩৯; আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/১৩৪৪।

৫৯. ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২১৫।

৬০. (أَرَادَ أَنْ لاَ يُحْرِجَ أُمَّتَهُ) বুখারী হা/১১৭৪ 'তাহাজ্জুদ' অধ্যায়-১৯, অনুচ্ছেদ-৩০; মুসলিম হা/১৬৩৩-৩৪; নায়লুল আওত্বার ৪/১৩৬; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২১৮।

৬১. নায়লুল আওত্বার ৪/১৩৬-৪০; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২১৭-১৮।

৬২. বুখারী, মিশকাত হা/২৬১৭, ২৬০৭ 'হজ্জ' অধ্যায়, 'আরাফা ও মুযদালিফা থেকে প্রত্যাবর্তন' অনুচ্ছেদ-৫; আহমাদ, মুসলিম, নাসাঈ, নায়ল ৪/১৪০।

৯. জুম‘আর ছালাত আদায় করা :

জুম‘আর ছালাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছালাত। এ ছালাত থেকে অলসতাকারীদের ঘর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জ্বালিয়ে দিতে চেয়েছিলেন।[৬৫] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوْبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُوْنُنَّ مِنَ الْغَافِلِيْنَ– ‘অবশ্যই মানুষ জুম‘আ পরিত্যাগকারী হওয়া থেকে বিরত হবে অথবা তাদের হৃদয়ে আল্লাহ মোহর মেরে দিবেন। অতঃপর তারা গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে’।[৬৬] তিনি আরও বলেন, مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَ جُمَعٍ مُتَوَالِيَاتٍ فَقَدْ نَبَذَ الْإِسْلَامَ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، ‘যে ব্যক্তি অবহেলা করে পরপর তিন জুম‘আ পরিত্যাগ করল, সে ব্যক্তি ইসলামকে পশ্চাতে নিক্ষেপ করল’।[৬৭] অন্যত্র তিনি বলেন, مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ، ‘যে ব্যক্তি বিনা ওযরে তিন জুম‘আ পরিত্যাগ করল, আল্লাহ তার অন্তরে মোহর মেরে দেন’।[৬৮] অন্য বর্ণনায় এসেছে,–مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمُعَاتٍ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ كُتِبَ مِنَ الْمُنَافِقِيْنَ– ‘যে ব্যক্তি বিনা ওযরে তিন জুম‘আ পরিত্যাগ করল, তাকে মুনাফিকদের তালিকাভুক্ত করা হবে।[৬৯] অন্যত্র বলা হয়েছে যে, ‘সে মুনাফিক’।[৭০]

জুম‘আর ছালাতের ফযীলত :

জুম‘আর দিন সপ্তাহের শ্রেষ্ঠ দিন। এদিন আল্লাহ্র কাছে অত্যন্ত মহিমান্বিত। এদিন নিকটবর্তী ফেরেশতাগণ, আসমান-যমীন, বায়ু, পাহাড়-পর্বত ও সমুদ্র সবই ক্বিয়ামত সংঘটিত হওয়ার ভয়ে ভীত থাকে’।[৭১] জুম‘আর রাতে বা দিনে কোন মুসলিম মারা গেলে আল্লাহ তাকে কবরের ফিৎনা হ’তে রক্ষা

---

৬৩. মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ, মিশকাত হা/১৩৩৮ ‘সফরের ছালাত’ অনুচ্ছেদ-৪১; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২১৬।
৬৪. ইবনুল ক্বাইয়িম, যা-দুল মা‘আদ ৩/৪৫৭ পৃঃ।
৬৫. বুখারী হা/৬৫৭; মুসলিম হা/৬৫১-৫২; মিশকাত হা/১৩৭৮ ‘জুম‘আ ওয়াজিব হওয়া’ অনুচ্ছেদ।
৬৬. মুসলিম হা/৮৬৫; ইবনু মাজাহ হা/৭৯৪; নাসাঈ হা/১৩৭০; মিশকাত হা/১৩৭০।
৬৭. আবু ইয়া‘লা, ছহীহ আত-তারগীব হা/৭৩৩; ছহীহাহ হা/৩২০১।
৬৮. আবুদাউদ হা/১০৫২; নাসাঈ হা/১৩৮৯; ছহীহুল জামে‘ হা/৬১৪৩; মিশকাত হা/১৩৭১।
৬৯. ছহীহ আত-তারগীব হা/৭২৯; ছহীহুল জামে‘ হা/৬১৪৪।
৭০. ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/১৮৫৭, সনদ হাসান ছহীহ।
৭১. ইবনু মাজাহ হা/১০৮৪; মিশকাত হা/১৩৬৩ ‘জুম‘আ’ অনুচ্ছেদ, সনদ হাসান।

করেন'।[৭২] এ দিন আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করা হয়। এ দিনে তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয় এবং এ দিনে তাঁকে জান্নাত থেকে নামিয়ে দেওয়া হয়। এদিনে তাঁর তওবা কবুল হয় এবং এদিনেই তাঁর মৃত্যু হয়। এদিনেই শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে ও ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে। এদিনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রতি অধিক হারে দরূদ পাঠ করতে হয়।[৭৩]

এ দিনে ইমামের মিম্বরে আরোহন করা হ'তে জামা'আতে ছালাত শেষে সালাম ফিরানোর মধ্যবর্তী সময়ে এমন একটি সময় রয়েছে, যখন বান্দার যেকোন বৈধ দো'আ আল্লাহ কবুল করেন।[৭৪] দো'আ কবুলের এই সময়টির মর্যাদা লায়লাতুল ক্বদরের ন্যায় বলে হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, জুম'আর পূর্ণ দিনই ইবাদতের দিন। অন্য হাদীছ অনুযায়ী ঐদিন আছর ছালাতের পর হ'তে সূর্যাস্ত পর্যন্ত দো'আ কবুল হয়।[৭৫] অতএব জুম'আর সমস্ত দিন দো'আ-দরূদ, তাসবীহ-তাহলীল, যিকর-তেলাওয়াত ও ইবাদতের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করা উচিত।[৭৬] উক্ত সময়ে খত্বীব স্বীয় খুৎবায় এবং ইমাম ও মুক্তাদীগণ স্ব স্ব সিজদায় ও শেষ বৈঠকে তাশাহ্হুদ ও দরূদের পরে সালামের পূর্বে আল্লাহ্র নিকটে প্রাণ খুলে দো'আ করবেন। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এই সময়ে বেশী বেশী দো'আ করতেন।[৭৭]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ، أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ، فَلاَ يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّى مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الإِمَامُ، إِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى- 'যে ব্যক্তি জুম'আর দিন গোসল করে সাধ্যমত পবিত্র হয়ে তেল ও সুগন্ধি মেখে মসজিদে এল, দু'জনের মাঝে ফাঁকা করল না এবং সাধ্যমত নফল ছালাত আদায় করল। অতঃপর চুপচাপ ইমামের

৭২. আহমাদ হা/৬৫৮২; তিরমিযী হা/১০৭৪; মিশকাত হা/১৩৬৭ 'জুম'আ' অনুচ্ছেদ।
৭৩. আবুদাঊদ হা/১০৪৭; নাসাঈ হা/১৩৭৪; ইবনু মাজাহ হা/১০৮৫; মিশকাত হা/১৩৬১, ১৩৬৩; ছহীহুল জামে' হা/২২১২।
৭৪. মুসলিম হা/৮৫২; মিশকাত হা/১৩৫৭, 'জুম'আ' অনুচ্ছেদ।
৭৫. তিরমিযী হা/৪৮৯; মিশকাত হা/১৩৬০, 'জুম'আ' অনুচ্ছেদ।
৭৬. ইবনুল ক্বাইয়িম, যা-দুল মা'আদ ১/৩৮৬।
৭৭. মুসলিম হা/৪৮২; মিশকাত হা/৮৯৪ 'সিজদা ও তার ফযীলত' অনুচ্ছেদ।

খুৎবা শ্রবণ করল ও জামা‘আতে ছালাত আদায় করল, তার পরবর্তী জুম‘আ পর্যন্ত গোনাহ মাফ করা হয়’।[৭৮] অন্য বর্ণনায় এসেছে, ‘আরও তিনদিনের গোনাহ মাফ করা হয়’।[৭৯]

তিনি আরও বলেন, مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ وَدَنَا مِنَ الإِمَامِ فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا– ‘যে ব্যক্তি জুম‘আর দিন ভালভাবে গোসল করে। অতঃপর সকাল সকাল মসজিদে যায় পায়ে হেঁটে, গাড়ীতে নয় এবং ইমামের কাছাকাছি বসে ও মনোযোগ দিয়ে খুৎবা শ্রবণ করে এবং অনর্থক কিছু করে না, তার প্রতি পদক্ষেপে এক বছরের ছিয়াম ও ক্বিয়ামের অর্থাৎ দিনের ছিয়াম ও রাতের বেলায় নফল ছালাতের সমান নেকী হয়’।[৮০]

ক. আগেভাগে মসজিদে গমন : জুম‘আর দিনে আগেভাগে মসজিদে গমন করা অতি ফযীলতপূর্ণ কাজ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، وَقَفَتِ الْمَلاَئِكَةُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ يَكْتُبُوْنَ الأَوَّلَ فَالأَوَّلَ، وَمَثَلُ الْمُهَجِّرِ كَمَثَلِ الَّذِىْ يُهْدِى بَدَنَةً، ثُمَّ كَالَّذِى يُهْدِى بَقَرَةً، ثُمَّ كَبْشًا، ثُمَّ دَجَاجَةً، ثُمَّ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ طَوَوْا صُحُفَهُمْ، وَيَسْتَمِعُوْنَ الذِّكْرَ– ‘জুম‘আর দিন ফেরেশতাগণ মসজিদের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকেন ও মুছল্লীদের একের পর এক (নেকী) লিখতে থাকেন। এদিন সকাল সকাল যারা আসে, তারা উট কুরবানীর সমান নেকী পায়। তার পরবর্তীগণ গরু কুরবানীর, তার পরবর্তীগণ ছাগল কুরবানীর, তার পরবর্তীগণ মুরগী কুরবানীর (আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে দান করার) ও তার পরবর্তীগণ ডিম কুরবানীর (দানের) সমান নেকী পায়। অতঃপর খত্বীব দাঁড়িয়ে গেলে ফেরেশতাগণ দফতর গুটিয়ে নেন ও খুৎবা শুনতে থাকেন’।[৮১]

---

৭৮. বুখারী হা/৮৮৩, ৯১০; মুসলিম হা/৮৫০; মিশকাত হা/১৩৮১-৮২, ‘পরিচ্ছন্নতা অর্জন ও সকাল সকাল মসজিদে যাওয়া’ অনুচ্ছেদ।

৭৯. মুসলিম হা/৮৫৭; মিশকাত হা/১৩৮১-৮২, ‘পরিচ্ছন্নতা অর্জন ও সকাল সকাল মসজিদে যাওয়া’ অনুচ্ছেদ।

৮০. আবুদাঊদ হা/৩৪৫; নাসাঈ হা/১৩৮৪; ইবনু মাজাহ হা/১০৮৭; মিশকাত হা/১৩৮৮; ছহীহুল জামে‘ হা/৬৪০৫।

৮১. বুখারী হা/৯২৯, ৩২১১; মুসলিম হা/৮৫০; মিশকাত হা/১৩৮৪।

খ. খুৎবার পূর্বে সাধ্যমত সুন্নাত আদায় করা : মসজিদে প্রবেশের পর তাহিয়াতুল মসজিদ ছালাত আদায়ের পর ইমাম খুৎবার জন্য মিম্বরে ওঠার পূর্ব পর্যন্ত সাধ্যমত সুন্নাত ছালাত আদায় করা যায়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنِ اغْتَسَلَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ ثُمَّ يُصَلِّيَ مَعَهُ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى وَفَضْلَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ– 'যে ব্যক্তি গোসল করে জুম'আর ছালাতে আসল, অতঃপর সাধ্যমত (সুন্নাত) ছালাত আদায় করল, অতঃপর ইমামের খুৎবা শেষ হওয়া পর্যন্ত নীরব থাকল, তারপর ইমামের সাথে (জুম'আর) ছালাত আদায় করল, এতে তার দু'জুম'আর মধ্যকার দিনসমূহের এবং আরো তিন দিনের পাপ ক্ষমা করে দেয়া হয়'।[৮২]

গ. মনোযোগ সহকারে খুৎবা শ্রবণ করা : জুম'আর দিনে ওযূ করে মসজিদে এসে সুন্নাত ছালাত আদায়ের পর মনোযোগ সহকারে খুৎবা শ্রবণ করা যরূরী। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ– 'যে ব্যক্তি উত্তমরূপে ওযূ করে জুম'আয় আসে এবং মনোযোগ সহকারে খুৎবা শ্রবণ করে ও নীরব থাকে, তার ঐ জুম'আ থেকে (পরবর্তী) জুম'আ পর্যন্ত এবং অতিরিক্ত আরো তিন দিনের গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়'।[৮৩]

ঘ. অনর্থক কাজ না করা : জুম'আর দিনে খুৎবা চলাকালে কথা বলা, কাউকে চুপ করতে বলা বা কোন অনর্থক কাজ করা উচিত নয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ، 'জুম'আর দিন ইমামের খুৎবা চলাকালে তুমি তোমার সাথীকে যদি বল, চুপ কর, তবে তুমি অনর্থক কাজ করলে'।[৮৪]

---

৮২. মুসলিম হা/৮৫৭; 'খুৎবা শ্রবণ করা ও নীরব থাকার ফযীলত' অনুচ্ছেদ; মিশকাত হা/১৩৮২।

৮৩. মুসলিম হা/৮৫৭; 'খুৎবা শ্রবণ করা ও নীরব থাকার ফযীলত' অনুচ্ছেদ; আবুদাউদ হা/১০৫০; মিশকাত হা/১৩৮৩।

৮৪. মুসলিম হা/৮৫১; 'খুৎবা শ্রবণ করা ও নীরব থাকার ফযীলত' অনুচ্ছেদ; ইবনু মাজাহ হা/১১১০; নাসাঈ হা/১৪০২।

ঙ. ঘাড় মাড়িয়ে অতিক্রম না করা : জুম'আর দিনে মুছল্লীদের ঘাড় টপকিয়ে সামনে যাওয়া ঠিক নয়। আব্দুল্লাহ বিন বুসর (রাঃ) বললেন, একদা জুম'আর দিন এক ব্যক্তি লোকদের ঘাড় ডিঙ্গিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল। নবী করীম (ছাঃ) এ সময় খুৎবা দিচ্ছিলেন। তখন তিনি বললেন, اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ 'তুমি বসো, তুমি লোকদের কষ্ট দিয়েছো'।[৮৫]

১০. ছিয়াম পালন করা :

ছিয়াম দিনের বেলায় পালনীয় ইবাদত সমূহের মধ্যে অন্যতম ফযীলতপূর্ণ ইবাদত। ছিয়াম দু'ধরনের। যথা- ১. ফরয ও ২. নফল। নিম্নে উভয় প্রকার ছিয়াম সম্পর্কে আলোচনা করা হ'ল।

ক. ফরয ছিয়াম পালন করা : ছিয়াম ইসলামের তৃতীয় বা চতুর্থ রুকন[৮৬] এবং ফরয ইবাদতের মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ- 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের উপর ছিয়াম ফরয করা হ'ল, যেমন তা ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর। যাতে তোমরা আল্লাহভীরু হ'তে পার' *(বাক্বারাহ ২/১৮৩)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَتَاكُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ مُبَارَكٌ فَرَضَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، 'তোমাদের নিকটে বরকতময় রামাযান মাস এসেছে। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপরে এ মাসের ছিয়াম ফরয করেছেন'।[৮৭]

খ. নফল ছিয়াম : নফল ইবাদতের মধ্যে নফল ছিয়াম অতীব ফযীলতপূর্ণ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ صَامَ يَوْمًا فِى سَبِيلِ اللهِ بَعَّدَ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا- 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে একটি দিন ছিয়াম পালন করবে, আল্লাহ তার চেহারাকে জাহান্নামের আগুন হ'তে ৭০ বছরের পথ দূরে রাখবেন'।[৮৮] অন্য বর্ণনায় ১০০ বছরের পথ দূরে রাখবেন বলা হয়েছে।[৮৯]

---

৮৫. আবুদাউদ হা/১১১৮; নাসাঈ হা/১৩৯৯; ছহীহুল জামে' হা/৭১৪।
৮৬. বুখারী হা/৮, ৪৫১৪; মুসলিম হা/১৬; তিরমিযী হা/২৬০৯।
৮৭. নাসাঈ হা/২১১৮; মিশকাত হা/১৯৬২; ছহীহুল জামে' হা/৫৫।
৮৮. বুখারী হা/২৮৪০; মুসলিম হা/১১৫৩; মিশকাত হা/২০৫৩।
৮৯. নাসাঈ হা/২২৫৪; ছহীহাহ হা/২২৬৭, ২৫৬৫; ছহীহুল জামে' হা/৬৩৩০।

বছরের বিভিন্ন সময়ে নফল ছিয়াম রাখা যায়। বিভিন্ন সময়ের সাথে যুক্ত হওয়ায় এগুলির ফযীলতও ভিন্নতর। নিম্নে বিভিন্ন নফল ছিয়াম সমূহ উল্লেখ করা হ'ল।

❑ মাসিক ছিয়াম :

১. শা'বান মাসের ছিয়াম : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রামাযানের ফরয ছিয়ামের পর শা'বান মাসেই একটানা নফল ছিয়াম পালন করতেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন, فَمَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلاَّ رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِيْ شَعْبَانَ– 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে রামাযান মাস ব্যতীত অন্য কোন মাসে পুরো মাস ছিয়াম রাখতে দেখিনি। আর শা'বান মাসের চেয়ে অন্য কোন মাসে এত অধিক ছিয়াম রাখতে দেখিনি'।[৯০]

তিনি আরো বলেন, لَمْ يَكُنِ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَصُوْمُ شَهْرًا أَكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ فَإِنَّهُ كَانَ يَصُوْمُ شَعْبَانَ كُلَّهُ– 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) শা'বান মাসের চেয়ে অধিক ছিয়াম কোন মাসে পালন করতেন না। তিনি পুরো শা'বান মাসই ছিয়াম পালন করতেন'।[৯১] এখানে পূর্ণমাস ছিয়াম রাখার অর্থ হচ্ছে মাসের অধিকাংশ।[৯২]

উম্মু সালামা (রাঃ) বলেন, مَارَأَيْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يَصُوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ إِلاَّ شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ– 'নবী করীম (ছাঃ)-কে শা'বান ও রামাযান ব্যতীত একাধারে দুই মাস ছিয়াম পালন করতে দেখিনি'।[৯৩]

অনুরূপভাবে আয়েশা (রাঃ) বলেন, مَارَأَيْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فِىْ شَهْرٍ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِىْ شَعْبَانَ كَانَ يَصُوْمُهُ إِلاَّ قَلِيْلاً بَلْ كَانَ يَصُوْمُهُ كُلَّهُ– 'শা'বান মাসের মত আর কোন মাসে এত অধিক নফল ছিয়াম

---

৯০. বুখারী হা/১৯৬৯; মুসলিম হা/১১৫৬; নাসাঈ হা/২৩৫১; মিশকাত হা/২০৩৬।
৯১. বুখারী হা/১৯৭০; নাসাঈ হা/২১৭৯।
৯২. ফাৎহুলবারী ৪/২১৪; মির'আত ৬/৪৪৩ পৃঃ।
৯৩. তিরমিযী হা/৭৩৬ ইবনু মাজাহ হা/১৬৪৮; নাসাঈ হা/২১৭৫, ২৩৫২; মিশকাত হা/১৯৭৬, সনদ ছহীহ।

রাখতে আমি রাসূল (ছাঃ)-কে দেখিনি। এ মাসের কিছু ব্যতীত পুরো মাসই তিনি ছিয়াম রাখতেন'।[৯৪]

শা'বান মাসের কয়েক দিন ব্যতীত ছিয়াম পালন করা রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য খাছ ছিল। উম্মতের জন্য তিনি প্রথম অর্ধাংশ পসন্দ করেছেন। তিনি বলেন, إِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَلاَصَوْمَ حَتَّى يَجِئَ رَمَضَانُ– 'শা'বান মাসের অর্ধেক অতিবাহিত হওয়ার পর থেকে রামাযান না আসা পর্যন্ত আর কোন ছিয়াম নেই'।[৯৫] তবে কেউ ছিয়াম রাখতে অভ্যস্ত হ'লে সে রাখতে পারে।

২. শাওয়াল মাসের ছিয়াম : রামাযানের ছিয়াম পালনের পরে শাওয়াল মাসে ৬টি ছিয়াম রাখা অতি গুরুত্বপূর্ণ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ– 'যে ব্যক্তি রামাযানের ছিয়াম রেখেছে এবং পরে শাওয়ালের ছয়টি ছিয়াম রেখেছে, সে যেন সারা বছর ছিয়াম রাখল'।[৯৬] অন্য হাদীছে এসেছে, مَنْ صَامَ سِتَّةَ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ كَانَ تَمَامَ السَّنَةِ (مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا) 'যে ব্যক্তি ঈদুল ফিতরের পর ছয় দিন ছিয়াম রাখল, তা পূর্ণ বছর ছিয়াম রাখার সমতুল্য। কেউ কোন সৎকাজ করলে, সে তার দশ গুণ পাবে' *(আন'আম ৬/১৬০)*।[৯৭] তিনি আরো বলেন, جَعَلَ اللهُ الْحَسَنَةَ بِعَشْرَةٍ فَشَهْرٌ بِعَشْرَةِ أَشْهُرٍ وَسِتَّةُ أَيَّامٍ بَعْدِ الْفِطْرِ تَمَامُ السَّنَةِ– 'আল্লাহ নেকীকে দশগুণ করেন। সুতরাং রামাযান মাস দশ মাসের সমান এবং ঈদোত্তর ছয়দিনে পূর্ণ বছরের সমান হয়'।[৯৮] অন্যত্র তিনি আরো বলেন, صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ بِعَشَرَةِ أَشْهُرٍ وَصِيَامُ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ بِشَهْرَيْنِ فَذَلِكَ صِيَامُ سَنَةٍ 'রামাযান মাসের ছিয়াম দশ মাসের সমান এবং শাওয়ালের ছয়দিনের ছিয়াম দু'মাসের সমান, এ হ'ল পূর্ণ বছর ছিয়াম'।[৯৯]

---

৯৪. আবুদাউদ হা/২৪৩৫; তিরমিযী হা/৭৩৬; নাসাঈ হা/২১৭৮, সনদ ছহীহ।
৯৫. ইবনু মাজাহ হা/১৬৫১; তিরমিযী হা/৭৩৮; মিশকাত হা/১৯৭৬, সনদ ছহীহ।
৯৬. মুসলিম হা/১১৬৪; তিরমিযী হা/৭৫৯; ইবনু মাজাহ হা/১৭১৫; মিশকাত হা/১৯৪৯; ছহীহুল জামে' হা/৬৩২৭।
৯৭. ইবনু মাজাহ হা/১৭১৫; ছহীহুল জামে' হা/৬৩২৮; ছহীহ আত-তারগীব হা/১০০৭।
৯৮. আহামাদ হা/২২৪৬৫; ছহীহ আত-তারগীব হা/১০০৭; ইরওয়া ৪/১০৭, সনদ ছহীহ।
৯৯. নাসাঈ, সুনানুল কুবরা, হা/২৮৭৩; ছহীহুল জামে' হা/৩৮৫১; ছহীহ আত-তারগীব হা/১০০৭।

৩. যিলহজ্জ মাসের ছিয়াম : নফল ছিয়ামের মধ্যে যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশকের ছিয়ামের মর্যাদা অত্যধিক। যিলহজ্জের প্রথম দশকের ছিয়ামের ফযীলত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيْهَا أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ يَعْنِى الْعَشْرَ، قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللهِ وَلاَ الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ قالَ وَلاَ الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ إِلاَّ رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَالِكَ بِشَيْءٍ-

'আল্লাহ্র নিকট যিলহজ্জ মাসের দশ দিনের নেক আমলের চেয়ে অধিক পসন্দনীয় নেক আমল আর নেই। ছাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদও নয়? তিনি বললেন, না, আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদও নয়। তবে যে ব্যক্তি তার জান ও মাল নিয়ে বের হয়ে ফিরে আসেনি (তার শাহাদত হওয়া এর চেয়েও অধিক মর্যাদাপূর্ণ)'।[১০০]

নবী করীম (ছাঃ)-এর কোন এক স্ত্রী বলেন, كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَصُوْمُ تِسْعَ ذِى الْحِجَّةِ وَيَوْمَ عَاشُوْرَاءَ وَثَلاَثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَوَّلَ اثْنَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ وَالْخَمِيْسَ- 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যিলহজ্জ মাসের নয় তারিখ পর্যন্ত, আশূরার দিন, প্রত্যেক মাসে তিনদিন, মাসের প্রথম সোমবার ও বৃহস্পতিবার ছিয়াম রাখতেন'।

৪. প্রতি মাসে তিনদিন ছিয়াম : প্রতি মাসে তিনদিন ছিয়াম পালন করা রাসূল (ছাঃ)-এর নিয়মিত ও পসন্দনীয় আমল। তিনদিন ছিয়াম রাখার বিনিময়ে পুরো মাস ছিয়াম রাখার সমান নেকী পাওয়া যায়। আবূ যার (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ صَامَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَذَالِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ تَصْدِيْقَ ذَالِكَ فِىْ كِتَابِهِ: مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا اَلْيَوْمُ بِعَشْرَةِ أَيَّامٍ- 'যে ব্যক্তি প্রতি মাসে তিনদিন ছিয়াম রাখে তা যেন সারা বছর ছিয়াম রাখার সমান। এর সমর্থনে আল্লাহ তাঁর কিতাবে নাযিল করেন, 'যদি কেউ একটি ভাল কাজ করে তার

---

১০০. ইবনু মাজাহ হা/১৭২৭; তিরমিযী হা/৭৫৭, সনদ ছহীহ।

প্রতিদান হ'ল এর দশগুণ' *(আন'আম ৬/১৬০)*। সুতরাং এক দিন দশদিনের সমান'।[১০১]

চাঁদের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে এই ছিয়াম রাখা সুন্নাত। যেমন- রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আবূ যার (রাঃ)-কে বলেন, হে আবূ যার! তুমি প্রতি মাসে তিন দিন ছিয়াম রাখতে চাইলে তের, চৌদ্দ ও পনের তারিখে রাখ'।[১০২] তবে কোন কারণে ঐ তিনদিন ছিয়াম রাখতে না পারলে অন্য দিনেও রাখা যাবে।[১০৩]

❑ বিশেষ দিনের ছিয়াম :

৫. আরাফার দিনের ছিয়াম : আরাফার দিনের ছিয়াম সম্পর্কে নবী করীম (ছাঃ) বলেন, صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ إِنِّىْ اَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِىْ قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِىْ بَعْدَهُ. 'আরাফার দিনের ছিয়াম সম্পর্কে আমি আল্লাহ্‌র নিকট আশা করি যে, তিনি এর মাধ্যমে পূর্ববর্তী এক বছর ও পরবর্তী এক বছরের গুনাহ সমূহ ক্ষমা করে দিবেন'।[১০৪]

উল্লেখ্য যে,আরাফায় অবস্থানকারী হাজীগণ এ দিন ছিয়াম পালন করবেন না। এছাড়া পৃথিবীর অন্যত্র অবস্থানকারী সকল মুসলমান গুরুত্বপূর্ণ এই নফল ছিয়াম পালন করে অশেষ নেকী অর্জনে সচেষ্ট হবেন।

৬. আশূরার ছিয়াম : আশূরার ছিয়াম তথা মুহাররমের ১০ তারিখের ছিয়ামও অধিক ফযীলতপূর্ণ। ইহুদীরাও এ দিন ছিয়াম পালন করত। ফেরাউনের কবল থেকে মূসা (আঃ)-এর নাজাতের শুকরিয়া স্বরূপ এ ছিয়াম রাখা হয়। কারবালার প্রান্তরে হুসাইন (রাঃ)-এর শাহাদতকে কেন্দ্র করে এ ছিয়াম পালন করলে শুধু কষ্ট করাই সার হবে। কারণ তার অর্ধ শতাব্দী পূর্বেই ইসলাম পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় এসে ইহুদীদেরকে আশূরার ছিয়াম পালন করতে দেখে এর কারণ জানতে চাইলে তারা বলল, هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللهُ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ فَصَامَهُ مُوْسَى– 'এ দিন উত্তম দিন। এ

---

১০১. তিরমিযী হা/৭৬২; ইবনু মাজাহ হা/১৭০৮; ছহীহ আত-তারগীব হা/১০৩৫; ।
১০২. তিরমিযী হা/৭৬১, সনদ হাসান ছহীহ।
১০৩. মুসলিম হা/১১৬০; মিশকাত হা/২০৪৬।
১০৪. মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৪৬; তিরমিযী হা/৭৪৯; ইবনু মাজাহ হা/১৭৩০।

দিনে আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলকে তাদের শত্রুদের কবল থেকে মুক্তি দান করেছিলেন, ফলে মূসা (আঃ) এ দিনে ছিয়াম পালন করেছেন'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, -فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوْسَى مِنْكُمْ فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ 'আমি তোমাদের চেয়ে মূসা (আঃ)-এর (আদর্শের) অধিক হক্বদার। অতঃপর তিনি এ দিনে ছিয়াম পালন করেন ও ছিয়াম পালনের নির্দেশ দেন'।[১০৫]

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, مَارَأَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَّى صِيَامَ يَوْمٍ فَضَّلَهُ عَلَى غَيْرِهِ إِلاَّ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ وَهَذَا الشَّهْرَ يَعْنِى شَهْرَ رَمَضَانَ- 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে আশূরার ছিয়ামের ন্যায় অন্য কোন ছিয়ামকে এবং এই মাস অর্থাৎ রামাযান মাসের ন্যায় অন্য কোন মাসকে প্রাধান্য দিতে দেখিনি'।[১০৬]

২য় হিজরীতে রামাযান মাসের ছিয়াম ফরয হ'লে রাসূল (ছাঃ) এই নির্দেশ শিথিল করে দেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) প্রথমে আশূরার ছিয়াম পালনের নির্দেশ দেন। পরে যখন রামাযান মাসের ছিয়াম ফরয করা হয় তখন আশূরার ছিয়াম ছেড়ে দেয়া হ'ল। যার ইচ্ছা সে পালন করত, যার ইচ্ছা সে ছেড়ে দিত।[১০৭] আশূরার ছিয়াম মুহাররমের ৯, ১০ অথবা ১০, ১১ তারিখে রাখা যায়। তবে ৯, ১০ তারিখে রাখাই উত্তম।[১০৮]

এ ছিয়ামের ফযীলত প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُّكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِىْ قَبْلَهُ- 'আশূরার ছিয়াম সম্পর্কে আমি আল্লাহ্র নিকটে আশা রাখি যে, তা বিগত এক বছরের পাপ মোচন করে দিবে'।[১০৯]

৭. দাঊদ (আঃ)-এর ছিয়াম : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দাঊদ (আঃ)-এর ছিয়ামকে সর্বোত্তম বলেছেন। তিনি বলেন, لاَصَوْمَ فَوْقَ صَوْمِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ شَطْرَ

১০৫. বুখারী হা/২০০৪।
১০৬. বুখারী হা/২০০৬।
১০৭. বুখারী হা/১৮৯৩, ২০০১, ২০০২, ৩৮৩১, ৪৫০২, ৪৫০৪।
১০৮. আশূরায়ে মুহাররম ও আমাদের করণীয়, পৃঃ ৩, টীকা-৮ দ্রঃ।
১০৯. মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৪৬, ৪/২৫১।

الدَّهْرِ صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا– 'দাঊদ (আঃ)-এর ছিয়ামের উপরে উত্তম ছিয়াম নেই। তা হচ্ছে অর্ধেক বছর। (সুতরাং) একদিন ছিয়াম পালন কর ও একদিন ছেড়ে দাও'।[১১০]

❑ **সাপ্তাহিক ছিয়াম :** সপ্তাহের সোমবার ও বৃহস্পতিবারের ছিয়ামের অনেক গুরুত্ব রয়েছে। আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সোমবার ও বৃহস্পতিবার ছিয়াম রাখতেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হ'ল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আপনি সোমবার ও বৃহস্পতিবার ছিয়াম রাখেন। তিনি বলেন, تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِيْ وَأَنَا صَائِمٌ– 'প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবার আমলনামা সমূহ আল্লাহ্র নিকটে পেশ করা হয়। আমি পসন্দ করি যে, ছিয়াম অবস্থায় আমার আমলনামা আল্লাহ্র নিকটে পেশ করা হোক'।[১১১]

১১. আল্লাহ্র যিকর করা :

যিকর এক গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত, যার মাধ্যমে মুমিন হৃদয়ে প্রশান্তি অর্জিত হয়। মহান আল্লাহ বলেন, الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللهِ أَلاَ بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ– 'যারা আল্লাহ্র উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আল্লাহকে স্মরণ করলে যাদের অন্তরে প্রশান্তি আসে। মনে রেখ, আল্লাহ্র স্মরণেই কেবল হৃদয় প্রশান্ত হয়' *(রা'দ ১৩/২৮)*। সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র যিকর করা মুমিনের জন্য করণীয়। আল্লাহ বলেন, وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ– 'আর (সর্বাবস্থায়) আল্লাহ্র স্মরণই সবচেয়ে বড় বস্তু। আল্লাহ জানেন যা কিছু তোমরা করে থাক' *(আনকাবূত ২৯/৪৫)*।

আর মুমিনের বৈশিষ্ট্য হ'ল কোন কিছু তাকে আল্লাহ্র স্মরণ থেকে গাফেল রাখতে পারে না। আল্লাহ বলেন, رِجَالٌ لاَ تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَالْأَبْصَارُ– 'ঐ লোকগুলি হ'ল তারাই, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য বা ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহ্র

১১০. বুখারী হা/১৯৮০।
১১১. তিরমিযী হা/৭৪৭, সনদ ছহীহ।

স্মরণ থেকে এবং ছালাত কায়েম ও যাকাত প্রদান থেকে বিরত রাখে না। তারা ভয় করে সেই দিনকে, যেদিন তাদের হৃদয় ও চক্ষু বিপর্যস্ত হবে' *(নূর ২৪/৩৭)*। সুতরাং বেশী বেশী করে আল্লাহর যিকর করতে হবে। আল্লাহ বলেন, وَاذْكُرُوْا اللهَ كَثِيْرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ 'এবং আল্লাহকে অধিকহারে স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হ'তে পার' *(আনফাল ৮/৪৫)*।

যিকরের ফযীলত সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ তা'আলার এক দল ভ্রাম্যমান বর্ধিত ফেরেশতা রয়েছে। তারা যিকরের বৈঠকসমূহ সন্ধান করে বেড়ান। তারা যখন কোন যিকরের বৈঠক পান তখন সেখানে তাদের (যিকরকারীদের) সাথে বসে যান। আর পরস্পর একে অপরকে বাহু দ্বারা ঘিরে ফেলেন। এমনকি তারা তাদের মাঝে ও নিকটতম আকাশের ফাঁকা জায়গা পূরণ করে ফেলেন। আল্লাহ্র যিকরকারীগণ যখন পৃথক হয়ে যায় তখন তারা আকাশমণ্ডলীতে আরোহণ করেন। তিনি বলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কোত্থেকে আসছ? অথচ তিনি তাদের ব্যাপারে সর্বাধিক অবহিত। তখন তারা বলতে থাকেন, আমরা ভূমণ্ডলে অবস্থানকারী আপনার বান্দাদের নিকট হ'তে আসছি, যারা আপনার তাসবীহ পড়ে, তাকবীর পড়ে, তাহলীল বলে (লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ-এর) যিকর করে, আপনার প্রশংসা করে এবং আপনার নিকট তাদের প্রত্যাশিত বিষয় প্রার্থনা করে। তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দারা আমার নিকট কি প্রার্থনা করে? তারা বলেন, তারা আপনার নিকট আপনার জান্নাত প্রত্যাশা করে। তিনি বলেন, তারা কি আমার জান্নাত প্রত্যক্ষ করেছে? তারা বলেন, না; হে আমাদের রব! তিনি বলেন, তারা যদি আমার জান্নাত প্রত্যক্ষ করত তাহ'লে তারা কী করত? তারা বলেন, তারা আপনার নিকট আশ্রয় চায়। তিনি বলেন, কি বিষয় হ'তে তারা আমার নিকট আশ্রয় চায়? তারা বলেন, হে আমাদের রব! আপনার জাহান্নাম হ'তে (মুক্তির জন্য)। তিনি বলেন, তারা কি আমার জাহান্নাম প্রত্যক্ষ করেছে? তারা বলেন, না; তারা প্রত্যক্ষ করেনি। তিনি বলেন, তারা যদি আমার জাহান্নাম প্রত্যক্ষ করত তাহ'লে কী করত? তারা বলেন, তারা আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে। তিনি বলেন, তখন আল্লাহ বলবেন, আমি তাদের মার্জনা করে দিলাম এবং তারা যা প্রার্থনা করছিল আমি তা তাদের প্রদান করলাম। আর তারা যা হ'তে আশ্রয় চেয়েছিল আমি তা থেকে তাদের মুক্তি দিলাম।

অতঃপর তারা বলবে, হে আমাদের রব! তাদের মাঝে তো অমুক পাপী বান্দা ছিল, যে তাদের সাথে বৈঠকের নিকট দিয়ে যাওয়ার প্রাক্কালে বসেছিল। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তখন আল্লাহ বলবেন, আমি তাকেও মাফ করে দিলাম। তারা তো এমন একটি কওম যাদের সঙ্গীরা দুর্ভাগা হয় না'।[১১২]

নবী করীম (ছাঃ) আরো বলেন, أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ وَأَرْضَاهَا عِنْدَ مَلِيْكِكُمْ وَأَرْفَعِهَا فِىْ دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ إِعْطَاءِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ وَمِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوْا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوْا أَعْنَاقَكُمْ. قَالُوْا وَمَا ذَاكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ ذِكْرُ اللهِ– 'আমি কি তোমাদের আমলসমূহের সর্বোত্তমটি সম্পর্কে তোমাদেরকে অবহিত করবো না, যা তোমাদের প্রভুর নিকট সর্বাধিক প্রিয়, তোমাদের মর্যাদাকে অধিক উন্নীতকারী, তোমাদের সোনা-রূপা দান করার চেয়ে এবং যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে তোমাদের শত্রুদের হত্যা করা এবং তোমাদের নিহত হওয়ার চেয়ে উত্তম? ছাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সেটি কী? তিনি বলেন, আল্লাহ্র যিকির'।[১১৩]

হাদীছে কুদসীতে আল্লাহ বলেন, أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِىْ بِىْ، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِىْ، فَإِنْ ذَكَرَنِىْ فِىْ نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِىْ نَفْسِىْ، وَإِنْ ذَكَرَنِىْ فِىْ مَلأٍ ذَكَرْتُهُ فِىْ مَلأٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَىَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَىَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، وَإِنْ أَتَانِىْ يَمْشِىْ أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً– 'আমি সে রকমই, যে রকম বান্দা আমার প্রতি ধারণা রাখে। আমি বান্দার সঙ্গে থাকি যখন সে আমাকে স্মরণ করে। যদি সে মনে মনে আমাকে স্মরণ করে, আমিও স্বয়ং তাকে স্মরণ করি। আর যদি সে জন-সমাবেশে আমাকে স্মরণ করে, তবে আমিও তাদের চেয়ে উত্তম সমাবেশে তাকে স্মরণ করি। যদি সে আমার দিকে এক বিঘত এগিয়ে আসে, তবে আমি তার দিকে এক হাত এগিয়ে যাই, যদি সে আমার দিকে এক হাত অগ্রসর হয়; আমি তার দিকে দু'হাত এগিয়ে যাই। আর সে যদি আমার দিকে হেঁটে আসে, আমি তার দিকে দৌড়ে যাই'।[১১৪]

---

১১২. মুসলিম হা/২৬৮৯; মিশকাত হা/২২৬৭; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৫০২।
১১৩. তিরমিযী হা/৩৩৭৭; ইবনু মাজাহ হা/৩৭৯০; মিশকাত হা/২২৬৯।
১১৪. বুখারী হা/৭৪০৫; মিশকাত হা/২২৬৪; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৪৮৭।

এরপর রাসূল (ছাঃ) যিকরকারী ও যে ব্যক্তি যিকর করে না তার উদাহরণ দিয়ে বলেন, – مَثَلُ الَّذِىْ يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِىْ لاَ يَذْكُرُ مَثَلُ الْحَىِّ وَالْمَيِّتِ ‘যে তার প্রতিপালকের যিকর করে, আর যে যিকর করে না, তাদের উপমা হ’ল জীবিত ও মৃত ব্যক্তির ন্যায়’।[১১৫] অন্যত্র তিনি বলেন, مَثَلُ الْبَيْتِ الَّذِىْ يُذْكَرُ اللهُ فِيْهِ وَالْبَيْتِ الَّذِىْ لاَ يُذْكَرُ اللهُ فِيْهِ مَثَلُ الْحَىِّ وَالْمَيِّتِ– ‘যে ঘরে আল্লাহকে স্মরণ করা হয় এবং যে ঘরে আল্লাহকে স্মরণ করা হয় না এরূপ দু’টি ঘরের তুলনা করা যায় জীবিত ও মৃতের সঙ্গে’।[১১৬]

মানুষকে সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র যিকর করতে হবে। এমনকি ভুলে যাওয়ার সময়ও আল্লাহকে স্মরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا– ‘আর তুমি তোমার পালনকর্তাকে স্মরণ কর যখন তুমি ভুলে যাও এবং বল নিশ্চয়ই আমার প্রভু আমাকে এর চাইতে নিকটতম সত্যের দিকে পথপ্রদর্শন করবেন’ *(কাহফ ১৮/২৪)*। আর আল্লাহ্র স্মরণ থেকে বিস্মৃত হ’লে মানুষ ক্ষতির মধ্যে পতিত হয়। আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلاَ أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُوْنَ– ‘হে মুমিনগণ! তোমাদের ধন–সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন না করে। আর যারা এরূপ করে তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত’ *(মুনাফিকূন ৬৩/৯)*।

ক. সকাল-সন্ধ্যায় যিকর করা : সকাল-সন্ধ্যা সর্বদা আল্লাহ্র যিকর করা মুমিনের জন্য কর্তব্য। আল্লাহ বলেন, فَسُبْحَانَ اللهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ– ‘অতএব তোমরা আল্লাহ্র তাসবীহ বর্ণনা কর যখন সন্ধ্যায় উপনীত হবে এবং সকালে উঠবে’ *(রূম ৩০/১৭)*। তিনি আরো বলেন, وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيْرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ– ‘আর তোমার প্রভুকে বেশী বেশী স্মরণ

---

১১৫. বুখারী হা/৬৪০৭; মিশকাত হা/২২৬৩; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৫০২।
১১৬. মুসলিম হা/৭৭৯; ছহীহ আত-তারগীব হা/৪৩৮।

কর এবং সন্ধ্যায় ও সকালে তাঁর মহিমা বর্ণনা কর' *(আলে ইমরান ৩/৪১)*। অন্যত্র তিনি বলেন, –وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ 'আর সন্ধ্যায় ও সকালে তোমার রবের প্রশংসা ও মহিমা বর্ণনা কর' *(মুমিন ৪০/৫৫)*।

সকাল-সন্ধ্যায় নিম্নোক্ত যিকর ও তাসবীহ সমূহ পাঠ করা যায়। ১. আয়াতুল কুরসী তেলাওয়াত করা।[১১৭] ২. সূরা ইখলাছ, ফালাক্ব ও নাস তিনবার করে পাঠ করা।[১১৮] ৩. এই দো'আ পাঠ করা,

أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ اللَّهُمَّ إِنِّىْ أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرِ مَا فِيهَا وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا اللَّهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَسُوْءِ الْكِبَرِ وَفِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ–

'আমরা এবং সমগ্র জগৎ আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে সন্ধ্যায় প্রবেশ করলাম। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য। তিনি ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কোন মা'বূদ নেই। তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা মাত্রই তাঁর। তিনি সকল বিষয়ে ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট এ রাতের মঙ্গল চাই এবং এ রাতে যা আছে, তার মঙ্গল কামনা করি। আমি আশ্রয় চাই এ রাতের অমঙ্গল হ'তে এবং এ রাতে যে অমঙ্গল রয়েছে তা হ'তে। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই অলসতা, বার্ধক্য ও বার্ধক্যের অপকারিতা, দুনিয়ার ফিৎনা ও কবরের শাস্তি হ'তে'।[১১৯]

৪. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সকালে বলতেন, اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوْتُ وَإِلَيْكَ النُّشُوْرُ. 'হে আল্লাহ! তোমার সাহায্যে আমরা সকালে উঠি আবার তোমার সাহায্যেই সন্ধ্যায় উপনীত হই। তোমার নামে আমরা বেঁচে থাকি এবং তোমার নামেই মৃত্যুবরণ করি। তোমারই নিকট আমাদের প্রত্যাবর্তন'। সন্ধ্যায় বলতেন, اللَّهُمَّ بِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ

১১৭. সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩১৬২; ছহীহ আত-তারগীব হা/৬১০।
১১৮. আবুদাউদ হা/৫০৮২; তিরমিযী হা/৩৫৭৫; নাসাঈ হা/৫৪২৮, সনদ হাসান।
১১৯. মুসলিম হা/২৭২৩; মিশকাত হা/২৩৮১, 'সকাল-সন্ধ্যায় ও নিদ্রা যাওয়ার সময় কি বলবে' অনুচ্ছেদ।

نَمُــوْتُ وَإِلَيْــكَ النُّــشُوْرُ– 'হে আল্লাহ! তোমার সাহায্যে আমরা সন্ধ্যায় উপনীত হই আবার তোমার সাহায্যে সকালে উঠি। তোমার নামে আমরা বেঁচে থাকি, তোমার নামে মৃত্যুবরণ করি এবং তোমার নিকট রয়েছে আমাদের পুনরুত্থান'।[১২০]

৫. সাইয়েদুল ইস্তেগফার পাঠ করা : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি নিবিষ্ট মনে উক্ত দো'আ দিবসে পাঠ করবে এবং সন্ধ্যার পূর্বে মারা যাবে সে ব্যক্তি জান্নাতীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর যে ব্যক্তি ইয়াক্বীনের সাথে উক্ত দো'আ রাতে পাঠ করবে এবং সকাল হওয়ার আগে মারা যাবে, সেও জান্নাতীদের অন্তর্ভুক্ত হবে'।[১২১]

اَللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّى، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، خَلَقْتَنِى وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ وَأَبُوءُ بِذَنْبِى، فَاغْفِرْ لِى، فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ–

'হে আল্লাহ! তুমি আমার পালনকর্তা। তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ। আমি তোমার দাস। আমি আমার সাধ্যমত তোমার নিকটে দেওয়া অঙ্গীকারে ও প্রতিশ্রুতিতে দৃঢ় আছি। আমি আমার কৃতকর্মের অনিষ্ট হ'তে তোমার নিকটে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি আমার উপরে তোমার দেওয়া অনুগ্রহকে স্বীকার করছি এবং আমি আমার গোনাহের স্বীকৃতি দিচ্ছি। অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা কর। কেননা তুমি ব্যতীত পাপসমূহ ক্ষমা করার কেউ নেই'।

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ–

৬. *সুব্হা-নাল্লা-হি ওয়া বিহাম্দিহী, সুব্হা-নাল্লা-হিল 'আযীম।* **অথবা** সকালে ও সন্ধ্যায় ১০০ বার করে *'সুবহা-নাল্লা-হি ওয়া বিহামদিহী'* পড়বে। 'মহাপবিত্র আল্লাহ এবং সকল প্রশংসা তাঁর জন্য। মহাপবিত্র আল্লাহ, যিনি মহান'। এই দো'আ পাঠের ফলে তার সকল গোনাহ ঝরে যাবে। যদিও তা সাগরের ফেনা সমতুল্য হয়'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এই দো'আ সম্পর্কে বলেন

---

১২০. আবুদাউদ হা/৫০৬৮; তিরমিযী হা/৩৩৯১; ইবনু মাজাহ হা/৩৮৬৮; মিশকাত হা/২৩৮৯, সনদ ছহীহ।

১২১. বুখারী হা/৬৩০৬; আবুদাউদ হা/৫০৭০; মিশকাত হা/২৩৩৫, 'তওবা ও ইস্তিগফার' অনুচ্ছেদ।

যে, দু'টি কালেমা রয়েছে, যা রহমানের নিকটে খুবই প্রিয়, যবানে বলতে খুবই হালকা এবং মীযানের পাল্লায় খুবই ভারী। তাহ'ল *সুব্হা-নাল্লা-হি....*।[১২২]

সকাল-সন্ধ্যায় পাঠ করার আরো অনেক দো'আ, যিকর ও তাসবীহ-তাহলীল রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ এখানে কয়েকটি উল্লেখ করা হ'ল।

খ. সর্বাবস্থায় যিকর করা : সর্বদা সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র যিকর করা মুমিনের জন্য অবশ্য করণীয়। আল্লাহ বলেন, الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللهَ قِيَامًا وَقُعُوْدًا وَعَلَى جُنُوْبِهِمْ– 'যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে সর্বাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে' *(আলে ইমরান ৩/১৯১)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সর্বদা আল্লাহ্‌র যিকর করতেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন, كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ. 'নবী করীম (ছাঃ) সর্বক্ষণ (সর্বাবস্থায়) আল্লাহ্‌র যিকির করতেন'।[১২৩]

যিকর কিভাবে করবে : 'যিকর' হ'ল ইবাদত, যা অবশ্যই সুন্নাতী তরীকায় করতে হবে। এটা নীরবে চুপে চুপে করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً، 'তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ডাক বিনীতভাবে ও চুপে চুপে' *(আ'রাফ ৭/৫৫)*। তিনি আরো বলেন, وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِيْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيْفَةً وَدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِيْنَ– 'তোমার প্রতিপালককে স্মরণ কর মনে মনে কাকুতি-মিনতি ও ভীতি সহকারে অনুচ্চস্বরে সকালে ও সন্ধ্যায়। আর তুমি উদাসীনদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না' *(আ'রাফ ৭/২০৫)*।

কুরআন ও হাদীছে উল্লিখিত বাক্য দ্বারা যিকর করতে হবে। শুধু 'আল্লাহ' 'আল্লাহ' যিক্‌র করা বিদ'আত ও শরী'আত বিরোধী কাজ। আর সর্বোত্তম যিক্‌র হচ্ছে, لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু' বলা।[১২৪]

---

১২২. বুখারী হা/৭৫৬৩ 'তাওহীদ' অধ্যায়; মিশকাত হা/২২৯৬-৯৮, 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়, 'তাসবীহ, তাহমীদ, তাহলীল ও তাকবীর পাঠের ছওয়াব' অনুচ্ছেদ।

১২৩. মুসলিম হা/৩৭৩; আবুদাউদ হা/১৮; তিরমিযী হা/৩৩৮৪; ইবনু মাজাহ হা/৩০২; মিশকাত হা/৪৫৬।

১২৪. তিরমিযী, মিশকাত হা/২৩০৬।

উল্লেখ্য যে, বর্তমানে আমাদের দেশে প্রচলিত অধিকাংশ যিকরই নিজেদের রচিত। কুরআন হাদীছে যার কোন ভিত্তি নেই। অথচ এগুলির মাধ্যমেই মজলিসকে সরগরম রাখা হচ্ছে। ভক্তরা আবেগতাড়িত হয়ে এ সমস্ত যিকিরে বেশামাল হয়ে পড়ে। এসবই বিদ'আত। এগুলি পরিহার করা যরূরী। তাছাড়া উচ্চৈঃস্বরে সম্মিলিত যিকির জঘন্য বিদ'আত। আল্লাহ তা'আলা এ ধরনের যিকির থেকে নিষেধ করেছেন' *(আ'রাফ ৭/২০৫)*।

গ. দরূদ পাঠ করা : রাসূল (ছাঃ)-এর উপরে দরূদ পাঠ করা দো'আ কবুল হওয়া ও আল্লাহ্‌র রহমত লাভের মাধ্যম। নবীর উপরে দরূদ পাঠের জন্য স্বয়ং আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا- 'নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তার ফেরেশতাগণ নবীর প্রতি দরূদ প্রেরণ করেন। (অতএব) হে মুমিনগণ! তোমরা তার প্রতি দরূদ ও সালাম প্রেরণ কর' *(আহযাব ৩৩/৫৬)*। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেন, এখানে আল্লাহ্‌র দরূদ অর্থ রহমত বর্ষণ করা এবং ফেরেশতাদের দরূদ অর্থ মাগফিরাত কামনা করা।[১২৫] ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন, আল্লাহ্‌র দরূদ অর্থ ফেরেশতাগণের নিকটে তার প্রশংসা করা এবং ফেরেশতাদের দরূদ অর্থ তার জন্য দো'আ করা।[১২৬]

দরূদ পাঠের ফযীলত সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاَةً وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ وَحُطَّتْ عَنْهُ عَشْرُ خَطِيئَاتٍ وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ- 'যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করবে আল্লাহ তা'আলা তার উপর দশবার রহমত নাযিল করবেন, তার দশটি গুনাহ মিটিয়ে দেওয়া হবে এবং তার জন্য দশটি মর্যাদা উন্নীত করা হবে'।[১২৭]

উল্লেখ্য, দরূদ বলতে 'দরূদে ইবরাহীম' উদ্দেশ্য, যা ছালাতের শেষ বৈঠকে পড়া হয়। বর্তমানে দরূদের নামে নিজেদের বানানো দরূদ যেমন 'আল্লাহুম্মা ছাল্লি 'আলা সাইয়িদিনা মুহাম্মাদ..., 'ইয়া নবী সালা-মু

---

১২৫. তিরমিযী হা/৪৮৫-এর আলোচনা দ্রঃ।

১২৬. বুখারী তরজমাতুল বাব-১০; ফতহুল বারী ৮/৫৩৩; ইবনে কাছীর ৬/৪৫৭, সূরা আহযাব ৫৬ আয়াতের তাফসীর দ্রঃ।

১২৭. নাসাঈ হা/১২৯৭; মিশকাত হা/৯২২; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৬৫৭-৫৮।

আলাইকা'... ইত্যাদি পাঠ করা হয়, যা বিদ'আত ও শরী'আত বিরোধী কাজ। এগুলি সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য।

ঘ. ছালাত পরবর্তী দো'আ ও যিকর সমূহ : ছালাতের সালাম ফিরানোর পরে তাসবীহ-তাহলীল ও দো'আ করা অত্যন্ত ফযীলতপূর্ণ। নিম্নে কিছু দো'আ ও যিকর উল্লেখ করা হ'ল।-

১. اَللهُ أَكْبَرُ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ، اَسْتَغْفِرُ اللهَ، اَسْتَغْفِرُ اللهَ-

'আল্লাহ সবার চেয়ে বড়। আমি আল্লাহ্র নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।[১২৮]

২. اَللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالْإِكْرَامِ.

'হে আল্লাহ! আপনিই শান্তি, আপনার থেকেই আসে শান্তি। বরকতময় আপনি, হে মর্যাদা ও সম্মানের মালিক'।[১২৯]

৩. لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، لاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ- اَللَّهُمَّ أَعِنِّيْ عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ، اَللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ-

'নেই কোন উপাস্য আল্লাহ ব্যতীত, যিনি একক ও শরীকবিহীন। তাঁরই জন্য সকল রাজত্ব ও তাঁরই জন্য যাবতীয় প্রশংসা। তিনি সকল কিছুর উপরে ক্ষমতাশালী। নেই কোন ক্ষমতা, নেই কোন শক্তি, আল্লাহ ব্যতীত'।[১৩০] 'হে আল্লাহ! আপনাকে স্মরণ করার জন্য, আপনার শুকরিয়া আদায় করার জন্য এবং আপনার সুন্দর ইবাদত করার জন্য আমাকে সাহায্য করুন'।[১৩১] 'হে আল্লাহ! আপনি যা দিতে চান, তা রোধ করার কেউ নেই এবং আপনি যা রোধ করেন, তা দেওয়ার কেউ নেই। কোন সম্পদশালী ব্যক্তির সম্পদ কোন উপকার করতে পারে না আপনার রহমত ব্যতীত'।[১৩২]

---

১২৮. মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৯৫৯, ৯৬১ 'ছালাত পরবর্তী যিকর' অনুচ্ছেদ।
১২৯. মুসলিম, মিশকাত হা/৯৬০।
১৩০. মুসলিম, মিশকাত হা/৯৬৩, 'ছালাত' অধ্যায়, 'ছালাতের পর যিকর' অনুচ্ছেদ।
১৩১. আহমাদ, আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৯৪৯।
১৩২. মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৯৬২।

৪. সুবহা-নাল্লা-হ ‘পবিত্রতাময় আল্লাহ’ (৩৩ বার)। আলহাম্দুলিল্লা-হ ‘যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য’ (৩৩ বার)। আল্লাহু আকবার ‘আল্লাহ সবার চেয়ে বড়’ (৩৩ বার) এবং একবার- لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ– ‘নেই কোন উপাস্য একক আল্লাহ ব্যতীত; তাঁর কোন শরীক নেই। তাঁরই জন্য সমস্ত রাজত্ব ও তাঁরই জন্য যাবতীয় প্রশংসা। তিনি সকল কিছুর উপরে ক্ষমতাশালী। অথবা আল্লা-হু আকবার (৩৪ বার)।[১৩৩] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয ছালাতের পর উক্ত দো‘আ পাঠ করবে, তার সকল গোনাহ মাফ করা হবে। যদিও তা সাগরের ফেনা সমতুল্য হয়’।[১৩৪]

৫. আয়াতুল কুরসী পাঠ করা : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, প্রত্যেক ফরয ছালাত শেষে আয়াতুল কুরসী পাঠকারীর জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য আর কোন বাধা থাকে না মৃত্যু ব্যতীত’।[১৩৫] শয়নকালে পাঠ করলে সকাল পর্যন্ত তার হেফাযতের জন্য একজন ফেরেশতা পাহারায় নিযুক্ত থাকে। যাতে শয়তান তার নিকটবর্তী হ’তে না পারে’।[১৩৬]

٦. سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ–

‘মহাপবিত্র আল্লাহ এবং সকল প্রশংসা তাঁর জন্য। তাঁর সৃষ্টিকুলের সংখ্যার সমপরিমাণ, তাঁর সত্তার সন্তুষ্টির সমপরিমাণ এবং তাঁর আরশের ওযন ও মহিমাময় বাক্য সমূহের ব্যাপ্তি সমপরিমাণ’।[১৩৭]

٧. اَللَّهُمَّ أَدْخِلْنِىْ الْجَنَّةَ وَأَجِرْنِىْ مِنَ النَّارِ–

‘হে আল্লাহ! তুমি আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি দাও’![১৩৮]

---

১৩৩. মুসলিম, মিশকাত হা/৯৬৬-৬৭, ‘ছালাত’ অধ্যায়, ‘ছালাত পরবর্তী যিকর’ অনুচ্ছেদ।

১৩৪. মুসলিম, মিশকাত হা/৯৬৭।

১৩৫. সিলসিলা ছহীহাহ হা/৯৭২।

১৩৬. বুখারী হা/২৩১১, ৩২৭৫, ৫০১০; মিশকাত হা/৯৭৪, ‘ছালাত’ অধ্যায়; মিশকাত হা/২১২২-২৩ ‘কুরআনের ফাযায়েল’ অধ্যায়।

১৩৭. মুসলিম, মিশকাত হা/২৩০১ ‘দো‘আ সমূহ’ অধ্যায়, ‘তাসবীহ ও হামদ পাঠের ছওয়াব’ অনুচ্ছেদ; আবুদাঊদ হা/১৫০৩।

٨. اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى–

‘হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকটে সুপথের নির্দেশনা, পরহেযগারিতা, পবিত্রতা ও সচ্ছলতা প্রার্থনা করছি’।[১৩৯]

٩. اَللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلاَلِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِيْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ–

‘হে আল্লাহ! আপনি আমাকে হারাম ছাড়া হালাল দ্বারা যথেষ্ট করুন এবং আপনার অনুগ্রহ দ্বারা আমাকে অন্যদের থেকে মুখাপেক্ষীহীন করুন! রাসূল (ছাঃ) বলেন, এই দো‘আর ফলে পাহাড় পরিমাণ ঋণ থাকলেও আল্লাহ তার ঋণ মুক্তির ব্যবস্থা করে দেন’।[১৪০]

١٠. أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِىْ لآ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ–

‘আমি আল্লাহ্র নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। যিনি চিরঞ্জীব ও বিশ্বচরাচরের ধারক। আমি অনুতপ্ত হৃদয়ে তাঁর দিকে ফিরে যাচ্ছি বা তওবা করছি’। এই দো‘আ পড়লে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন, যদিও সে জিহাদের ময়দান থেকে পলাতক হয়’।[১৪১] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দৈনিক ১০০ বার করে তওবা করতেন’।[১৪২]

১১. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রত্যেক ছালাতের শেষে সূরা ‘ফালাক্ব’ ও ‘নাস’ পড়ার নির্দেশ দিতেন।[১৪৩] তিনি প্রতি রাতে ঘুমাতে যাওয়ার সময় সূরা ইখলাছ, ফালাক্ব ও নাস পড়ে দু’হাতে ফুঁক দিয়ে মাথা ও চেহারাসহ সাধ্যপক্ষে সমস্ত শরীরে হাত বুলাতেন। তিনি এটি তিনবার করতেন।[১৪৪]

১২. তওবা ও ইস্তেগফার করা :

মানুষ জেনে, না জেনে, বুঝে না বুঝে অনেক সময় পাপ কাজ করে ফেলে। তাই এই পাপ থেকে পরিত্রাণ লাভের উপায় হচ্ছে তওবা করা এবং আল্লাহ্র

---

১৩৮. তিরমিযী, মিশকাত হা/২৪৭৮ ‘দো‘আ সমূহ’ অধ্যায়, ‘আশ্রয় প্রার্থনা’ অনুচ্ছেদ।
১৩৯. মুসলিম, মিশকাত হা/২৪৮৪ অধ্যায়-ঐ, ‘সারগর্ভ দো‘আ’ অনুচ্ছেদ।
১৪০. তিরমিযী, মিশকাত হা/২৪৪৯, ‘দো‘আ সমূহ’ অধ্যায়, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দো‘আ’ অনুচ্ছেদ; ছহীহাহ হা/২৬৬।
১৪১. তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/২৩৫৩ ‘দো‘আসমূহ’ অধ্যায়, ‘ক্ষমা প্রার্থনা ও তওবা করা’ অনুচ্ছেদ; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৭২৭।
১৪২. মুসলিম, মিশকাত হা/২৩২৫ ‘ক্ষমা প্রার্থনা ও তওবা করা’ অনুচ্ছেদ।
১৪৩. আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৯৬৯, ‘ছালাত’ অধ্যায়, ‘ছালাত পরবর্তী যিকর’ অনুচ্ছেদ।
১৪৪. মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ, মিশকাত হা/২১৩২ ‘কুরআনের ফাযায়েল’ অধ্যায়।

কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা। আল্লাহ বলেন, وَاسْتَغْفِرُوا اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ– 'এবং আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(বাক্বারাহ ২/১৯৯; মুয্যাম্মিল ৭৩/২০)*। তিনি আরো বলেন, وَأَنِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْا إِلَيْهِ– 'এবং এ মর্মে যে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর ও তাঁর দিকে ফিরে যাও' *(হূদ ১১/২)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَاللهِ إِنِّىْ لَأَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ فِى الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً– 'আল্লাহ্র কসম! আমি প্রতিদিন ৭০ বারেরও অধিক তওবা করি এবং আল্লাহ্র নিকট গুনাহের জন্য ক্ষমা চাই'।[১৪৫] অন্য হাদীছে ১০০ বারের কথা এসেছে।[১৪৬] এখানে ৭০ বা ১০০ বার দ্বারা সংখ্যা উদ্দেশ্য নয়; বরং উদ্দেশ্য হ'ল বেশী বেশী তওবা করা।

পাপ করার পর আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চাইলে তিনি ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, أَلَمْ يَعْلَمُوْا أَنَّ اللهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ– 'এরা কি জানে না যে, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের তওবা কবুল করেন এবং ছাদাক্বা গ্রহণ করে থাকেন। আর আল্লাহই একমাত্র সেই মহান সত্তা যিনি তওবা কবুলকারী, পরম দয়াবান' *(তওবা ৯/১০৪)*। অন্যত্র তিনি বলেন, وَهُوَ الَّذِيْ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُوْ عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ– 'তিনিই সেই মহান সত্তা, যিনি তাঁর বান্দাদের তওবা কবুল করেন এবং অপরাধ ক্ষমা করে দেন। তোমরা যা কিছুই করো সবই তিনি অবহিত' *(শূরা ৪২/২৫)*।

পাপ করার পর তওবা না করলে তাকে যালেম বলে আল্লাহ অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন, وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ 'যারা তওবা করবে না তারা যালিমদের অন্তর্ভুক্ত' *(হুজুরাত ৪৯/১১)*। পক্ষান্তরে আল্লাহ বান্দার তওবায় অত্যন্ত খুশী হন। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

---

১৪৫. বুখারী, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১৩; মিশকাত হা/২৩২৩।
১৪৬. মুসলিম; রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১৪।

لَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ مِنْ رَجُلٍ فِى أَرْضٍ دَوِيَّةٍ مَهْلَكَةٍ مَعَهُ رَاحِلَتُهُ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَنَامَ فَاسْتَيْقَظَ وَقَدْ ذَهَبَتْ فَطَلَبَهَا حَتَّى أَدْرَكَهُ الْعَطَشُ ثُمَّ قَالَ أَرْجِعُ إِلَى مَكَانِى الَّذِى كُنْتُ فِيْهِ فَأَنَامُ حَتَّى أَمُوْتَ. فَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى سَاعِدِهِ لِيَمُوْتَ فَاسْتَيْقَظَ وَعِنْدَهُ رَاحِلَتُهُ وَعَلَيْهَا زَادُهُ وَطَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَاللهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ مِنْ هَذَا بِرَاحِلَتِهِ وَزَادِهِ-

'আল্লাহ তা'আলা তাঁর মুমিন বান্দার তওবার কারণে ঐ ব্যক্তির চেয়েও অধিক আনন্দিত হন, যে লোক ছায়া-পানিহীন আশঙ্কাপূর্ণ বিজন মাঠে ঘুমিয়ে পড়ে এবং তার সাথে থাকে খাদ্য-পানীয় সহ একটি সওয়ারী। এরপর ঘুম হ'তে জেগে দেখে যে, সওয়ারী কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে। তারপর সে সেটি খুঁজতে খুঁজতে তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়ে এবং বলে, আমি আমার পূর্বের জায়গায় গিয়ে চিরনিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে মারা যাব। (এ কথা বলে) সে মৃত্যুর জন্য বাহুতে মাথা রাখল। কিছুক্ষণ পর জাগ্রত হয়ে সে দেখল, পানাহার সামগ্রী বহনকারী সওয়ারীটি তার কাছে। (সওয়ারী এবং পানাহার সামগ্রী পেয়ে) লোকটি যে পরিমাণ আনন্দিত হয়, মুমিন বান্দার তওবার কারণে আল্লাহ তার চেয়েও বেশী আনন্দিত হন'।[১৪৭] সুতরাং প্রত্যেক মুমিনের উচিত প্রতিদিন বেশী বেশী তওবা ও ইস্তেগফার করা, যাতে আল্লাহ খুশী হয়ে তাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেন।

১৩. ইলম অর্জন করা :

নেক আমল করার জন্য ইলমের কোন বিকল্প নেই। কোন কাজ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান না থাকলে যেমন তা সুচারুরূপে করা যায় না তেমনি ইবাদত সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান না থাকলে সে ইবাদত যথার্থরূপে আদায় করা যায় না। সেজন্য আল্লাহ্র নির্দেশ- فَاعْلَمْ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ 'অতএব জেনে রাখ, নিঃসন্দেহে আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য ইলাহ নেই' *(মুহাম্মাদ ৪৭/১৯)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ 'প্রত্যেক মুসলিমের উপরে জ্ঞান অন্বেষণ করা ফরয'।[১৪৮]

---

১৪৭. মুসলিম হা/২৭৪৪; মিশকাত হা/২৩৫৮; ছহীহুল জামে' হা/৫০৩৩।
১৪৮. ইবনু মাজাহ হা/২২৪; মিশকাত হা/২১৮, সনদ হাসান।

ইলমের গুরুত্ব সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ– 'বল, যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি সমান?' *(যুমার ৩৯/৯)*। তিনি অন্যত্র বলেন, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيْرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّوْرُ– 'বল, অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান হ'তে পারে? আলো ও অন্ধকার কি এক হ'তে পারে?' *(রা'দ ১৩/১৬)*।

ইলম না থাকলে জাহান্নামে পতিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যেমন আল্লাহ পবিত্র কুরআনে জাহান্নামীদের উক্তি উল্লেখ করেছেন এভাবে- وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِيْ أَصْحَابِ السَّعِيْرِ– 'তারা আরও বলবে, যদি আমরা সেদিন (নবীদের কথা) শুনতাম এবং তা অনুধাবন করতাম, তাহ'লে আজ জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত হ'তাম না' *(মুলক ৬৭/১০)*। সুতরাং আমল সম্পর্কে জানা ও তা না করার পরিণতি অবহিত হওয়ার জন্য ইলম অর্জন করা যরূরী। জ্ঞানার্জনের গুরুত্বের উপরে ভিত্তি করে ইমাম বুখারী (রহঃ) অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন- باب الْعِلْمُ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ 'কথা ও কর্মের পূর্বে জ্ঞানার্জন করা' অনুচ্ছেদ।[১৪৯]

জ্ঞানার্জনের ফযীলত অত্যধিক। জ্ঞানের কারণেই আল্লাহ মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। আল্লাহ বলেন, يَرْفَعِ اللهُ الَّذِيْنَ آمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ أُوْتُوْا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ– 'তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং আল্লাহ যাদেরকে জ্ঞান দান করেছেন তাদেরকে উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করবেন। তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে পূর্ণ অবহিত' *(মুজাদালাহ ৫৮/১১)*।

ইলম অর্জনের মর্যাদা সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَهُ طَرِيْقًا إِلَى الْجَنَّةِ. 'যে ব্যক্তি ইলম হাছিল করার উদ্দেশ্যে পথ চলবে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সুগম করে দিবেন'।[১৫০] অন্যত্র তিনি বলেন, مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَطْلُبُ فِيْهِ عِلْمًا سَلَكَ اللهُ

---

১৪৯. বুখারী তরজমাতুল বাব নং-১০।
১৫০. তিরমিযী হা/২৬৪৬; ইবনু মাজাহ হা/২২৩; ছহীহুল জামে' হা/৬২৯৮।

بِهِ طَرِيْقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِى السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِى الأَرْضِ وَالْحِيْتَانُ فِىْ جَوْفِ الْمَاءِ– 'যে ব্যক্তি ইলম অর্জন করার উদ্দেশ্যে কোন পথ অবলম্বন করে আল্লাহ তা'আলা তা দ্বারা তাকে জান্নাতের কোন একটি পথে পৌঁছে দেন এবং ফেরেশতাগণ ইলম অন্বেষণকারীর উপর খুশি হয়ে নিজেদের ডানা বিছিয়ে দেন। এছাড়া আলেমদের জন্য আসমান ও যমীনের সকল অধিবাসী আল্লাহ্র নিকট দো'আ ও প্রার্থনা করে। এমনকি পানির মধ্যে বসবাসকারী মাছও (তাদের জন্য দো'আ করে)'।[১৫১]

অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, يَقُوْلُ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَوْحَى إِلَيَّ أَنَّهُ مَنْ سَلَكَ مَسْلَكًا فِيْ طَلَبِ الْعِلْمِ سَهَّلْتُ لَهُ طَرِيْقَ الْجَنَّةِ وَمَنْ سَلَبْتُ كَرِيْمَتَيْهِ أَثَبْتُهُ عَلَيْهِمَا الْجَنَّةَ وَقَصْدٌ فِيْ عِلْمٍ خَيْرٌ مِنْ فَضْلٍ فِيْ عِبَادَةٍ. 'আল্লাহ তা'আলা আমার নিকট অহী প্রেরণ করেছেন এই মর্মে, যে ব্যক্তি ইলম হাছিলের লক্ষ্যে কোন পথ গ্রহণ করবে, তার জন্য আমি জান্নাতের পথ সহজ করে দেব এবং যার দু'টি সম্মানিত বস্তু (দু'চক্ষু) আমি ছিনিয়ে নিয়েছি (অন্ধ করেছি) তার বদলে তাকে আমি জান্নাত দান করব। আর ইবাদত অধিক করার তুলনায় অধিক ইলম অর্জন করা উত্তম'।[১৫২]

অতএব প্রতিদিন অন্ততঃ ২-৫টি হাদীছ ও কুরআনের আয়াত অর্থসহ অধ্যয়ন করা এবং অন্যান্য ইসলামী বই অন্ততঃ ১০ পৃষ্ঠা পাঠ করার মাধ্যমে ইসলামী জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করা প্রত্যেকের জন্য যরূরী।

১৪. দাওয়াতী কাজ করা :

ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ সংশোধনের অনন্য মাধ্যম হচ্ছে দাওয়াত। মানুষকে হকের পথে দাওয়াত দেওয়া ইসলামের নির্দেশ। আল্লাহ বলেন, وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ– 'আর তোমাদের মধ্যে একটা দল থাকা চাই,

১৫১. আবুদাঊদ হা/৩৬৪১; মিশকাত হা/২১২; ছহীহুল জামে' হা/৬২৯৭।
১৫২. বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান; মিশকাত হা/২৫৫; ছহীহুল জামে' হা/১৭২৭।

যারা মানুষকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে ও অন্যায় থেকে নিষেধ করবে। বস্তুতঃ তারাই হ'ল সফলকাম' *(আলে ইমরান ৩/১০৪)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, قُلْ هَـــذِهِ سَبِيْلِيْ أَدْعُوْ إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيْرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِيْ وَسُبْحَانَ اللهِ وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ، 'বল, এটাই আমার পথ। আমি ও আমার অনুসারীগণ ডাকি আল্লাহ্র দিকে জাগ্রত জ্ঞান সহকারে। আল্লাহ পবিত্র। আর আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই' *(ইউসুফ ১২/১০৮)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, بَلِّغُوْا عَنِّىْ وَلَوْ آيَةً 'একটি আয়াত জানা থাকলেও তা আমার পক্ষ থেকে তোমরা পৌঁছে দাও'।[১৫৩] তিনি আরো বলেন, مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجرْ مِثْلَ أُجُوْرِ مَنْ تَبِعَهُ لاَيَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلاَلَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلَ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لاَيَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا. 'যে ব্যক্তি মানুষকে হেদায়াত বা কল্যাণের দিকে আহ্বান করে, সে ব্যক্তি হেদায়াতের অনুসারী ব্যক্তির সমান নেকী পাবে। তবে হেদায়াতপ্রাপ্ত লোকদের নেকীতে কোন কম করা হবে না। আর যে ব্যক্তি লোকদেরকে গোনাহ বা গুমরাহীর দিকে আহ্বান করবে সেই ব্যক্তিকেও গুমরাহীর অনুগামীদের সমান গুনাহ দেওয়া হবে। এতে এ লোকদের গোনাহে কোন কম করা হবে না'।[১৫৪]

অন্যত্র তিনি বলেন, مَنْ دَلَّ عَلَي خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ، 'কল্যাণের পথ প্রদর্শনকারী ব্যক্তি কল্যাণকারীর ন্যায় নেকীর অধিকারী হবে'।[১৫৫] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আলী (রাঃ)-কে লক্ষ্য করে বলেন, فَوَاللهِ لَأَنْ يَّهْدِىَ اللهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِدًا خَيْرٌ لَّكَ مِنْ حُمُرُ النَّعْمِ. 'আল্লাহ্র কসম! তোমার মাধ্যমে মহান আল্লাহ কোন একজন লোককে হেদায়াত দিলে সেটা তোমার জন্য (মূল্যবান) লাল উটের চেয়েও উত্তম হবে'।[১৫৬]

---

১৫৩. বুখারী হা/৩৪৬১; মিশকাত হা/১৮৭, 'ইলম' অধ্যায়।
১৫৪. মুসলিম হা/২৬৭৪; মিশকাত হা/১৫৮।
১৫৫. মুসলিম হা/১৮৯৩; মিশকাত হা/২০৯।
১৫৬. বুখারী হা/৩০০৯, ৩৭০১, ৪২১০; মুসলিম হা/২৪০৬; রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১৭৫।

তাই প্রত্যেক মুসলমানের জন্য করণীয় হ'ল যে যেখানে থাকে সেখানে দাওয়াতী কাজ করা। এতে নিজে উপকৃত হবে এবং ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ সংশোধিত হবে।

খ. মু'আমালাত : মানুষ ইবাদতের পরে জীবন ধারণের প্রয়োজনে যে কাজগুলি করে থাকে তাকে মু'আমালাত হিসাবে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে উল্লেখযোগ্য কিছু বিষয় পেশ করা হ'ল।-

১. পানাহার করা :

পানাহারের কিছু গুরুত্বপূর্ণ আদব বা শিষ্টাচার রয়েছে। নিম্নে সেগুলো উল্লেখ করা হ'ল।-

ক. হালাল ও পবিত্র রূযী খাওয়া *(বাক্বারাহ ২/১৬৮)*। **খ.** খাবার পূর্বে হাত ভালোভাবে ধোয়া।[১৫৭] **গ.** 'বিসমিল্লাহ' বলে খাওয়া শুরু করা।[১৫৮] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন তোমাদের কেউ আহার করে, তখন সে যেন বলে, بِسْمِ اللهِ *(বিস্মিল্লাহ)* 'আল্লাহ্র নামে শুরু করছি'।[১৫৯] **ঘ.** ডান হাত দিয়ে খাওয়া ও পান করা।[১৬০] **ঙ.** পাত্রের মধ্যস্থল থেকে না খাওয়া বরং নিজের পার্শ্ব থেকে খাওয়া।[১৬১] **চ.** প্রথমে 'বিসমিল্লাহ' বলতে ভুলে গেলে স্মরণ হ'লে بِسْمِ اللهِ اَوَّلَهُ وَاَخِرَهُ *(বিসমিল্লাহি আউয়ালাহূ ওয়া আখেরাহূ)* বলা।[১৬২] অথবা এভাবে বলা, بِسْمِ اللهِ فِى أَوَّلِه وَأَخِرِه *(বিস্মিল্লা-হি ফী আওয়ালিহী ওয়া আ-খিরিহি)* 'খাওয়ার শুরু ও শেষ আল্লাহ্র নামে'।[১৬৩] **ছ.** প্লেট ও আঙ্গুল ভালভাবে চেটে খাওয়া।[১৬৪] **জ.** খাবার পড়ে গেলে তা উঠিয়ে পরিস্কার করে খেয়ে নেওয়া। কারণ সে জানে না কোন খাবারে বরকত আছে।[১৬৫] **ঝ.** একাকী না খেয়ে একত্রে খাওয়া। এতে বরকত রয়েছে।[১৬৬]

---

১৫৭. তুহফাতুল আহওয়াযী ৫/৪৮৫।
১৫৮. আবুদাউদ হা/৩৭৬৭; ইরওয়া হা/১৯৬৫।
১৫৯. আবুদাউদ হা/৩৭৬৭; ইবনু মাজাহ হা/৩২৬৪; তিরমিযী হা/১৮৫৮।
১৬০. মুসলিম হা/২০২০; মিশকাত হা/৪১৬২।
১৬১. বুখারী হা/৫৩৭৬, তিরমিযী হা/১৮০৫; মিশকাত হা/৪১৫৯, ৪২১১।
১৬২. আবুদাউদ হা/৩৭৬৭; মিশকাত হা/৪২০২ 'খাওয়া-দাওয়া' অধ্যায়; ছহীহাহ হা/৩৪৪; ছহীহুল জামে' হা/১৩২৩; ইরওয়া হা/১৯৬৫।
১৬৩. তিরমিযী হা/১৮৫৮; ইবনু মাজাহ হা/৩২৬৪; ছহীহাহ হা/১৯৮।
১৬৪. মুসলিম হা/২০৩৪; আবুদাউদ হা/৩৮৪৫।
১৬৫. মুসলিম হা/২০৩৪; তিরমিযী হা/১৮০৩।

ঞ. পান করার সময় পাত্রের বাইরে ৩ বার নিঃশ্বাস ফেলা।[১৬৭] **ট.** পানির পাত্রে বা খাবারে নিঃশ্বাস না ফেলা বা ফুঁক না দেওয়া।[১৬৮] **ঠ.** দাঁড়িয়ে পানাহার না করা।[১৬৯] দুধ পান করার পর বলতে হয়, اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَزِدْنَا مِنْهُ– *(আল্লাহুম্মা বা-রিক লানা ফীহি ওয়া যিদনা মিনহু)*। অর্থ : 'হে আল্লাহ! আমাদের জন্য এতে বরকত দান কর এবং তা বৃদ্ধি করে দাও'।[১৭০]

ড. পেটের একভাগ খাদ্য দিয়ে ও একভাগ পানি দিয়ে পূর্ণ করা এবং একভাগ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য খালি রাখা।[১৭১] **ণ.** কাত হয়ে বা ঠেস দিয়ে না খাওয়া।[১৭২] **ত.** খাওয়ার সময় পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে খাওয়া। অহেতুক গল্প-গুজব না করা। আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করা এবং শেষে 'আল-হামদুলিল্লাহ' বলা এবং অন্যান্য দো'আ পড়া। রাসূল (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তির উপর সন্তুষ্ট হন, যে খাওয়া ও পান করার মাঝে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ *(আলহাম্দু লিল্লা-হ)* বলে।[১৭৩]

খাবার শেষে আরো কয়েকটি দো'আ হচ্ছে-

১. اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَاَطْعِمْنَا خَيْرًا مِّنْهُ *(আল্লাহুম্মা বা-রিক লানা ফীহি ওয়া আত'ইমনা খইরাম মিনহু)*। অর্থ : 'হে আল্লাহ! তুমি আমাদের এই খাদ্যে বরকত দাও এবং এর চেয়ে উত্তম খাবার খাওয়ার ব্যবস্থা করে দাও'।[১৭৪]

২. اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنِىْ هَذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّىْ وَلاَ قُوَّةَ– *(আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী আত'আমানী হা-যা ওয়া রাযাক্বানীহি মিন গায়রি হাওলিম মিন্নী ওয়ালা কুউওয়াহ)*। অর্থ : 'সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্র

---

১৬৬. আবুদাউদ হা/৩৭৬৪; মিশকাত হা/৪২৫২।
১৬৭. বুখারী হা/৫৬৩১; ছহীহাহ হা/৩৮৭।
১৬৮. বুখারী হা/১৫৩; মিশকাত হা/৪২৭৭।
১৬৯. মুসলিম হা/২০২৬; মিশকাত হা/৪২৬৭।
১৭০. আবুদাউদ হা/৩৭৩০; ইবনু মাজাহ হা/৩৩২২; মিশকাত হা/৪২৮৩ 'পান করা' অধ্যায়; ছহীহাহ হা/২৩২০।
১৭১. তিরমিযী হা/২৩৮০।
১৭২. বুখারী হা/৫৩৯৮; মিশকাত হা/৪১৬৮।
১৭৩. মুসলিম হা/২৭৩৪; তিরমিযী হা/১৮১৬; মিশকাত হা/৪২০০।
১৭৪. আবুদাউদ হা/৩৭৩০; তিরমিযী হা/৩৪৫৫; ইবনু মাজাহ হা/৩৩২২।

জন্য, যিনি আমাকে এ পানাহার করালেন এবং এর সামর্থ্য প্রদান করলেন, যাতে ছিল না আমার কোন উপায়, ছিল না কোন শক্তি'।[১৭৫]

৩. اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَ وَسَقٰى وَسَوَّغَهُ وَجَعَلَ لَهُ مَخْرَجًا-

(আলহাম্‌দু লিল্লাহিল্লাযী আত'আমা ওয়া সাক্বা ওয়া সাউওয়াগাহূ ওয়া জা'আলা লাহূ মাখরাজা)। অর্থ : 'ঐ আল্লাহ্‌র প্রশংসা, যিনি খাওয়ালেন, পান করালেন এবং সহজভাবে প্রবেশ করালেন ও তা বের হওয়ার ব্যবস্থা করলেন'।[১৭৬] উল্লেখ্য, সমাজে প্রচলিত اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ মর্মে বর্ণিত হাদীছ যঈফ।[১৭৭]

থ. খাওয়া শেষে প্লেট বা দস্তরখান উঠানোর সময় বলবে, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ غَيْرَ مَكْفِىٍّ وَلاَ مُوَدَّعٍ وَلاَ مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا- *(আলহামদুলিল্লা-হি হামদান কাছীরান ত্বাইয়েবাম মুবা-রাকান ফীহি গায়রা মাকফিয়্যিন ওয়ালা মুওয়াদ্দায়িন ওয়ালা মুস্তাগনান আনহু রব্বানা)*। অর্থ : 'পাক পবিত্র, বরকতময় আল্লাহ্‌র জন্য সমস্ত প্রশংসা। তাঁর নে'মত হ'তে মুখ ফিরানো যায় না, তাঁর অন্বেষণ ত্যাগ করা যায় না এবং এর প্রয়োজন থেকেও মুক্ত থাকা যায় না'।[১৭৮]

দ. মেযবানের জন্য এ দো'আ করবে, اَللّٰهُمَّ اَطْعِمْ مَنْ اَطْعَمَنِىْ وَاسْقِ مَنْ سَقَانِىْ. *(আল্লাহুম্মা আত্ব'ইম মান আত্ব'আমানী ওয়াসক্বি মান সাক্বানী')*। অর্থ : 'হে আল্লাহ! যে আমাকে আহার করাল তুমি তাকে আহার করাও, যে আমাকে পান করাল তুমি তাকে পান করাও'।[১৭৯] অথবা বলবে, اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْمَا رَزَقْتَهُمْ وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ- *(আল্লাহুম্মা বারিক লাহুম ফীমা রাযাকতাহুম ওয়াগফির লাহুম ওয়ারহামহুম)*।

---

১৭৫. আবুদাউদ হা/৪০২৩; তিরমিযী হা/৩৪৫৮; ইবনু মাজাহ হা/৩২৮৫; মিশকাত হা/৪৩৪৩, সনদ ছহীহ।
১৭৬. আবুদাউদ হা/৩৮৫১; মিশকাত হা/৪২০৭; ছহীহাহ হা/৭০৫।
১৭৭. আবুদাউদ, হা/৩৮৫০; তিরমিযী হা/৩৪৫৭; ইবনু মাজাহ হা/৩২৮৩; মিশকাত হা/৪২০৪; যঈফুল জামে' হা/৪৪৩৬।
১৭৮. বুখারী হা/৫৪৫৮; আবুদাউদ হা/৩৮৪৯; মিশকাত হা/৪১৯৯।
১৭৯. মুসলিম হা/২০৫৫; আহমাদ হা/২৩৮৬০।

অর্থ : ‘হে আল্লাহ! তুমি তাদেরকে যে রিযিক প্রদান করেছ, তাতে তাদের জন্য বরকত প্রদান কর। তাদের পাপসমূহ ক্ষমা কর এবং তাদের প্রতি রহমত নাযিল কর’।[১৮০]

২. পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা অর্জন করা :

পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা এবং অপবিত্রতা হ’তে দূরে থাকা আল্লাহ্র নির্দেশ। তিনি বলেন, وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ‘অপবিত্রতা হ’তে দূরে থাক’ *(মুদ্দাছ্ছির ৭৪/৫)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, طَهِّرُوْا أَفْنِيَتَكُمْ؛ فَإِنَّ الْيَهُوْدَ لاَ تُطَهِّرُ أَفْنِيَتَهَا ‘তোমরা তোমাদের বাড়ীর আঙ্গিনা ও সম্মুখভাগ পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখ। কেননা ইহুদীরা তা পরিস্কার রাখে না’।[১৮১]

পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা দু’প্রকার। যথা- ১. পোষাক-পরিচ্ছদের পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা ২. দৈহিক পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা। পোষাক-পরিচ্ছদের পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে আল্লাহ রাসূলকে বলেন, وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ‘তোমার পোষাক পবিত্র কর’ *(মুদ্দাছ্ছির ৭৪/৪)*। পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা অর্জনকারীদেরকে আল্লাহ ভালবাসেন। আল্লাহ বলেন, إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ، ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবাকারীদের ভালবাসেন ও পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালবাসেন’ *(বাক্বারাহ ২/২২২)*।

২. দৈহিক পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা। এক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়। যেমন-

ক. গোসল : গোসল বড় ধরনের অপত্রিতা থেকে পাক-পবিত্র হওয়ার মাধ্যম। যদি কোন কারণে মানুষের শরীর অপবিত্র হয়ে যায় এবং গোসল ব্যতীত পবিত্র না হয়, তখন গোসল ফরয হয়। আল্লাহ বলেন, وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا– ‘আর যদি তোমরা নাপাক হয়ে যাও, তাহ’লে গোসল কর’ *(মায়েদাহ ৫/৬)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَّغْتَسِلَ فِىْ كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا يَغْسِلُ فِيْهِ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ– ‘প্রত্যেক মুসলিমের উপর হক্ব

১৮০. মুসলিম হা/২০৪২; আবুদাঊদ হা/৩৭২৯; মিশকাত হা/২৪২৭।
১৮১. তাবারাণী, মু‘জামুল আওসাত্ব; ছহীহাহ হা/২৩৬; ছহীহুল জামে‘ হা/৩৯৩৫।

রয়েছে যে, প্রতি সাত দিনের এক দিন সে গোসল করবে, যাতে তার মাথা ও শরীর ধৌত করবে'।[১৮২]

খ. ওযূ : ছোট-খাট অপবিত্রতা যেমন বায়ু নির্গত হওয়া, পেশাব-পায়খানা করা ইত্যাদি কারণে ওযূ করতে হয়। বিশেষ করে ছালাত আদায় ও বায়তুল্লাহ্র তাওয়াফ ইত্যাদি ইবাদতের জন্য ওযূ করতে হয়। আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ– 'হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা ছালাতে দণ্ডায়মান হবে, তখন (তার পূর্বে ওযূবিহীন থাকলে ওযূ করার জন্য) তোমাদের মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় কনুই সমেত ধৌত কর এবং মাথা মাসাহ কর ও পদযুগল টাখনু সমেত ধৌত কর' *(মায়েদাহ ৫/৬)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ 'যে ব্যক্তির হাদাছ (বায়ু নির্গত) হয় তাঁর ছালাত কবুল হবে না, যতক্ষণ না সে ওযূ করে'।[১৮৩] তিনি আরো বলেন, –لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ بِغَيْرِ طُهُوْرٍ 'ওযূ ব্যতীত ছালাত কবুল হয় না'।[১৮৪]

উত্তমরূপে ওযূ করার ফযীলত অত্যধিক। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ تَوَضَّأَ لِلصَّلاَةِ فَأَسْبَغَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ فَصَلاَّهَا مَعَ النَّاسِ أَوْ مَعَ الْجَمَاعَةِ أَوْ فِى الْمَسْجِدِ غَفَرَ اللهُ لَهُ ذُنُوْبَهُ– 'যে ব্যক্তি ছালাতের জন্য ওযূ করে এবং পরিপূর্ণভাবে ওযূ করে, অতঃপর ফরয ছালাতের উদ্দেশ্যে হেঁটে গিয়ে লোকজনের সঙ্গে ছালাত আদায় করে, কিংবা তিনি বলেন, জামা'আতের সঙ্গে ছালাত আদায় করে, কিংবা তিনি বলেন, মসজিদে ছালাত আদায় করে, আল্লাহ সেই ব্যক্তির গোনাহ সমূহ ক্ষমা করে দিবেন'।[১৮৫]

গ. তায়াম্মুম : কেউ যদি পানি না পায় অথবা পানি ব্যবহার করতে না পারে তাহ'লে সে তায়াম্মুম করবে। আল্লাহ বলেন, وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ

---

১৮২. বুখারী হা/৮৯৭; মিশকাত হা/৫৩৯।
১৮৩. বুখারী হা/১৩৫।
১৮৪. মুসলিম হা/২২৪; মিশকাত হা/৩০১; ছহীহুল জামে' হা/৭৩৮৪।
১৮৫. মুসলিম হা/২৩২; নাসাঈ হা/৮৫৬; ছহীহুল জামে হা/৬১৭৩।

جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيْكُمْ مِنْهُ– 'আর যদি তোমরা পীড়িত হও অথবা সফরে থাক অথবা টয়লেট থেকে আস কিংবা স্ত্রী স্পর্শ করে থাক, অতঃপর পানি না পাও, তাহ'লে তোমরা পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর এবং এজন্য তোমাদের মুখমণ্ডল ও দু'হাত উক্ত মাটি দ্বারা মাসাহ কর' *(মায়েদাহ ৫/৬; নিসা ৪/৪৩)*।

তায়াম্মুম সম্পর্কে হাদীছে এসেছে, আম্মার (রাঃ) বলেন,

بَعَثَنِى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِى حَاجَةٍ فَأَجْنَبْتُ، فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ، فَتَمَرَّغْتُ فِى الصَّعِيْدِ كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَصْنَعَ هَكَذَا. فَضَرَبَ بِكَفِّهِ ضَرْبَةً عَلَى الأَرْضِ ثُمَّ نَفَضَهَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهَا ظَهْرَ كَفِّهِ بِشِمَالِهِ، أَوْ ظَهْرَ شِمَالِهِ بِكَفِّهِ، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ–

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে কোন এক প্রয়োজনে পাঠালেন। (পথিমধ্যে) আমি অপবিত্র হয়ে গেলাম এবং পানি পেলাম না। তখন আমি মাটিতে গড়াগড়ি দিলাম চতুষ্পদ জন্তু যেভাবে মাটিতে গড়াগড়ি দেয়। তারপর আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে এসে এ ঘটনা বললাম। তিনি বললেন, তোমার জন্য হাত দিয়ে এরূপ করাই যথেষ্ট ছিল, এই বলে তিনি স্বীয় দু'হাত একবার মাটিতে মারলেন। অতঃপর তা ঝেড়ে ফেললেন। তারপর বাম হাত দিয়ে ডান হাত মাসাহ করলেন এবং উভয় হাতের কব্জির উপরিভাগ ও মুখমণ্ডল মাসাহ করলেন'।[১৮৬]

ঠাণ্ডা লাগার ভয়ে তায়াম্মুম করা যায়। আমর ইবনুল আছ (রাঃ) বলেন, যাতুস সালাসিল যুদ্ধের সময় খুব শীতের রাতে আমার স্বপ্নদোষ হয়। আমার ভয় হ'ল, আমি গোসল করলে ক্ষতিগ্রস্ত হবো। তাই আমি তায়াম্মুম করে লোকদের ছালাত আদায় করালাম। পরে তারা বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জানালো। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হে আমর! তুমি নাকি জুনুবী অবস্থায় তোমার সাথীদের সঙ্গে ছালাত আদায় করেছ? তখন আমি

১৮৬. বুখারী হা/৩৭৪; মুসলিম হা/৩৬৮; আবুদাউদ হা/৩২১।

গোসল না করার কারণ সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করলাম এবং বললাম, আমি আল্লাহ্র এই বাণীও শুনেছি, 'তোমরা নিজেরা নিজেদের হত্যা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি বড়ই দয়াবান' *(নিসা ৪/২৯)*। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হেসে দিলেন এবং কিছুই বললেন না'।[১৮৭]

ঘ. প্রাকৃতিক প্রয়োজন মিটানো : মানুষ প্রাকৃতিক প্রয়োজনে পেশাব-পায়খানা করে। এক্ষেত্রে কিছু করণীয় রয়েছে। (১) পায়খানায় প্রবেশকালে বলবে, اَللَّهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ *(আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'ঊযুবিকা মিনাল খুব্ছে ওয়াল খাবা-ইছ)* 'হে আল্লাহ! আমি পুরুষ ও মহিলা জিন (-এর অনিষ্টকারিতা) হ'তে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি'।[১৮৮] অন্য বর্ণনায় শুরুতে بِسْمِ اللهِ *'বিসমিল্লা-হ'* বলার কথা এসেছে।[১৮৯] অতঃপর বের হওয়ার সময় বলবে, غُفْرَانَكَ *(গুফরা-নাকা)* 'হে আল্লাহ! আমি আপনার ক্ষমা প্রার্থনা করছি'।[১৯০]

উল্লেখ্য যে, পায়খানা থেকে বের হওয়ার সময় 'আলহামদুলিল্লা-হিল্লাযী আযহাবা 'আন্নিল আযা ওয়া 'আ-ফা-নী' বলার হাদীছটি যঈফ।[১৯১]

(২) উন্মুক্ত জায়গা হ'লে দূরে গিয়ে আড়ালে পেশাব-পায়খানা করবে।[১৯২] এ সময় ক্বিবলার দিকে মুখ করে বা পিঠ ফিরিয়ে পেশাব-পায়খানা করা নিষেধ।[১৯৩] তবে ক্বিবলার দিকে আড়াল থাকলে বা চারিদিকে ঘেরা স্থানে হ'লে জায়েয আছে।[১৯৪] (৩) সামনে আড়াল বা পর্দা রেখে বসে পেশাব করবে।[১৯৫] বাধ্যগত কারণ ব্যতীত দাঁড়িয়ে পেশাব করা যাবে না।[১৯৬] (৪) রাস্তায় বা কোন ছায়াদার বৃক্ষের নীচে (যেখানে মানুষ বিশ্রাম নেয়) পেশাব-

---

১৮৭. আহমাদ হা/১৭৮৪৫; আবুদাউদ হা/৩৩৪; ইরওয়া হা/১৫৪, সনদ ছহীহ।
১৮৮. বুখারী হা/১৪২; মুসলিম হা/৩৭৫; মিশকাত হা/৩৩৭।
১৮৯. ইবনু মাজাহ হা/২৯৭; ছহীহুল জামে' হা/৪৭১৪।
১৯০. আবুদাউদ হা/৩০; তিরমিযী হা/৭; ইবনু মাজাহ হা/৩০০; মিশকাত হা/৩৫৯ 'পবিত্রতা' অধ্যায়, 'পেশাব-পায়খানার আদব' অনুচ্ছেদ।
১৯১. ইবনু মাজাহ হা/৩০১; মিশকাত হা/৩৭৪; যঈফুল জামে' হা/৪৩৭৮।
১৯২. তিরমিযী হা/২০; ইবনু মাজাহ হা/৩৩০১, সনদ ছহীহ।
১৯৩. মুসলিম হা/২৬৪; আবুদাউদ হা/৯; মিশকাত হা/৩৩৪।
১৯৪. বুখারী হা/১৪৮; মিশকাত হা/৩৩৫।
১৯৫. আবুদাউদ হা/২২; নাসাঈ হা/৩০; ইবনু মাজাহ হা/৩৪৬; মিশকাত হা/৩৭১, সনদ ছহীহ।
১৯৬. বুখারী হা/২২৪-২৬; মুসলিম হা/২৭৩; মিশকাত হা/৩৬৪।

পায়খানা করা যাবে না।[১৯৭] বদ্ধ পানি, যাতে গোসল বা ওযূ করা হয়, তাতে পেশাব করা যাবে না।[১৯৮]

(৫) নরম মাটিতে পেশাব করবে। যেন পেশাবের ছিটা কাপড়ে না লাগে। পেশাব হ'তে ভালভাবে পবিত্রতা হাছিল করা যরূরী। রাসূল (ছাঃ) বলেন, تَنَزَّهُوْا مِنَ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ، 'তোমরা পেশাব থেকে পবিত্রতা অর্জন কর। কেননা অধিকাংশ কবরের আযাব একারণেই হয়ে থাকে'।[১৯৯] (৬) পায়খানার পর পানি দিয়ে বাম হাতে ইস্তেঞ্জা বা সৌচকার্য সম্পন্ন করবে।[২০০] অতঃপর মাটিতে (অথবা সাবান দিয়ে) ভালভাবে ঘষে পানি দিয়ে হাত ধুয়ে ফেলবে।[২০১] (৭) পানি পেলে কুলূখ (মাটির ঢেলা) ব্যবহারের প্রয়োজন নেই।[২০২] পানি না পেলে কুলূখ ব্যবহার করবে। এজন্য তিনবার বা বেজোড় সংখ্যক ঢেলা ব্যবহার করবে।[২০৩] ডান হাত দিয়ে ইস্তেঞ্জা করা যাবে না এবং শুকনা গোবর, হাড় ও কয়লা একাজে ব্যবহার করা যাবে না।[২০৪] (৮) কুলূখ ব্যবহার করার পর পুনরায় পানির প্রয়োজন নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ يَسْتَطِيْبُ بِهِنَّ فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ- 'তোমাদের কেউ পায়খানায় গেলে যেন তিনটি পাথর সাথে নিয়ে যায় এবং ওগুলো দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করে। কারণ তার জন্য তাই যথেষ্ট'।[২০৫] কুলূখের পরে পানি ব্যবহার করার প্রচলিত বর্ণনা ভিত্তিহীন।[২০৬] (৯) পেশাবে সন্দেহ দূর করার জন্য কাপড়ের উপর থেকে বাম হাতে লজ্জাস্থান বরাবর সামান্য পানি ছিটিয়ে দিবে।[২০৭]

---

১৯৭. আবুদাঊদ হা/২৬; ইবনু মাজাহ হা/৩২৮; মিশকাত হা/৩৫৫, সনদ হাসান।
১৯৮. বুখারী হা/২৩৯; মুসলিম হা/২৮২; তিরমিযী হা/৬৮; নাসাঈ হা/৫৭-৫৮; মিশকাত হা/৩৫৩।
১৯৯. দারাকুৎনী হা/৪৬৯; ছহীহুল জামে' হা/৩০০২; ইরওয়া হা/২৮০।
২০০. আবুদাঊদ হা/৩৩; মিশকাত হা/৩৪৮, সনদ ছহীহ।
২০১. আবুদাঊদ হা/৪৫; মিশকাত হা/৩৬০, সনদ হাসান।
২০২. তিরমিযী হা/১৯; নাসাঈ হা/৪৬; ইরওয়া হা/৪২; ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/১৪৪৩।
২০৩. মুসলিম হা/২৬২; আবুদাঊদ হা/৭; তিরমিযী হা/১৬; মিশকাত হা/৩৩৬; ছহীহাহ হা/৩৩১৬।
২০৪. মুসলিম হা/২৬২; নাসাঈ হা/৪০; ইবনু মাজাহ হা/৩১৩; মিশকাত হা/৩৩৬, ৩৪৭, ৩৭৫।
২০৫. আবুদাঊদ হা/৪০; নাসাঈ হা/৪৪, 'পবিত্রতা' অধ্যায়; মিশকাত হা/৩৪৯; ছহীহুল জামে' হা/৫৪৭।
২০৬. ইরওয়াউল গালীল হা/৪২-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য।
২০৭. আবুদাঊদ হা/১৬৬-৬৮; নাসাঈ হা/১৩৪-৩৫; ইবনু মাজাহ হা/৪৬১; মিশকাত হা/৩৬১, 'পবিত্রতা' অধ্যায়, 'পেশাব-পায়খানার আদব' অনুচ্ছেদ।

উল্লেখ্য, ভালভাবে ইস্তেঞ্জা করার নামে ও সন্দেহ দূর করার জন্য কুলূখ ধরে ৪০ কদম হাঁটা ও বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি করে পেশাব বের করার চেষ্টা করা যেমন ভিত্তিহীন, তেমনি জঘণ্য বেহায়াপনার শামিল। এসব করা বাড়াবাড়ি ও বিদ'আতের পর্যায়ভুক্ত। যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। (১০) হাজতরত অবস্থায় (যরূরী প্রয়োজন ব্যতীত) কথা বলা যাবে না।[২০৮]

ঙ. মেসওয়াক করা : মেসওয়াক করা দশটি স্বভাবগত আচরণের অন্যতম।[২০৯] এর ফযীলত ও উপকারিতা অনেক। রাসূল (ছাঃ) বলেন, السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ– 'মেসওয়াক করা মুখ পবিত্র রাখার ও প্রভুর সন্তুষ্টি লাভের উপায়'।[২১০] অন্যত্র তিনি বলেন,

إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَسَوَّكَ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي قَامَ الْمَلَكُ خَلْفَهُ، فَتَسَمَّعَ لِقِرَاءَتِهِ فَيَدْنُو مِنْهُ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا حَتَّى يَضَعَ فَاهُ عَلَى فِيهِ فَمَا يَخْرُجُ مِنْ فِيْهِ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ، إِلاَّ صَارَ فِيْ جَوْفِ الْمَلَكِ، فَطَهِّرُوْا أَفْوَاهَكُمْ لِلْقُرْآنِ–

'বান্দা যখন ছালাতে দণ্ডায়মান হয় তখন ফেরেশতা তার পিছনে দণ্ডায়মান হয়ে তার ক্বিরাআত শুনতে থাকেন। ফেরেশতা তার নিকটবর্তী হন। পরিশেষে তিনি নিজ মুখ তার (বান্দার) মুখে মিলিয়ে দেন। ফলে তার মুখ হ'তে কুরআনের যেটুকু অংশ বের হয় সেটুকু অংশই ফেরেশতার পেটে ঢুকে যায়। সুতরাং কুরআনের জন্য তোমরা তোমাদের মুখকে পবিত্র কর'।[২১১]

তিনি বলেন, –طَيِّبُوْا أَفْوَاهَكُمْ بِالسِّوَاكِ؛ فَإِنَّهَا طُرُقُ الْقُرْآنِ 'মেসওয়াক করে তোমরা তোমাদের মুখকে পবিত্র কর। কারণ মুখ হ'ল কুরআনের পথ'।[২১২] তিনি আরো বলেন, –أُمِرْتُ بِالسِّوَاكِ حَتَّى خِفْتُ عَلَى أَسْنَانِيْ 'আমাকে (এত বেশী) মেসওয়াক করতে আদেশ করা হয়েছে যে, তাতে আমি আমার দাঁত ঝরে যাওয়ার আশঙ্কা করছি'।[২১৩]

---

২০৮. আবুদাঊদ হা/১৫; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৫৫; ছহীহাহ হা/৩১২০।

২০৯. মুসলিম হা/৬২৭।

২১০. আহমাদ হা/২৪২০৩; নাসাঈ হা/৫; ইরওয়া হা/৬৫; মিশকাত হা/৩৮১; ছহীহুল জামে' হা/৩৬৯৫; ছহীহ আত-তারগীব হা/২০২।

২১১. বাযহাক্বী হা/১৬১, বাযযার হা/৬০৩; ছহীহ তারগীব হা/২১৫।

২১২. বায়হাকী, শু'আবুল ঈমান হা/২১১৯, ছহীহুল জামে' হা/৩৯৩৯।

২১৩. মুসনাদ বাযযার হা/৬৯৫২; সিলসিলাহ ছহীহাহ হা/১৫৫৬।

রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, أُمِرْتُ بِالسِّوَاكِ حَتَّى خَشِيْتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيَّ، 'আমাকে মেসওয়াক করতে আদেশ করা হয়েছে, এতে আমার ভয় হয় যে, হয়তো মেসওয়াক করা আমার উপর ফরয করে দেওয়া হবে'।[২১৪]

৩. বাড়ীতে প্রবেশ ও বের হওয়া :

বাড়ীতে প্রবেশ ও বের হওয়ার সময় 'বিসমিল্লাহ' বলতে হয়। নবী করীম (ছাঃ) বলেন,

إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللهَ عِنْدَ دُخُوْلِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ لاَ مَبِيْتَ لَكُمْ وَلاَ عَشَاءَ. وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ دُخُوْلِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيْتَ. وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيْتَ وَالْعَشَاءَ-

'কোন ব্যক্তি তার ঘরে প্রবেশকালে এবং খাবার গ্রহণকালে আল্লাহ্র নাম স্মরণ করলে (বিসমিল্লাহ বললে) শয়তান (তার সংগীদেরকে) বলে, তোমাদের রাত্রিযাপন এবং রাতের আহারের কোন ব্যবস্থা হ'ল না। কিন্তু কোন ব্যক্তি তার ঘরে প্রবেশকালে আল্লাহকে স্মরণ না করলে (বিসমিল্লাহ না বললে) শয়তান বলে, তোমরা রাত্রিযাপনের জায়গা পেয়ে গেলে। সে আহারের সময় আল্লাহকে স্মরণ না করলে (বিসমিল্লাহ না বললে) শয়তান বলে, তোমাদের রাতের আহার ও শয্যা গ্রহণের ব্যবস্থা হয়ে গেল'।[২১৫] আর গৃহে প্রবেশকালে সালাম দেওয়া যরূরী।[২১৬] এমনকি গৃহে কেউ বসবাস না করলেও সালাম দিতে হবে।[২১৭]

৪. পোষাক-পরিচ্ছদ পরিধান করা :

পোষাক আল্লাহ প্রদত্ত নে'মতের অন্যতম *(আ'রাফ ৭/২৬)*, যা সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয় *(আ'রাফ ৭/৩১)*।[২১৮] পোষাকের ক্ষেত্রে হারাম ও

---

২১৪. আহমাদ হা/১৬০০৭; ছহীহুল জামে' হা/১৩৭৬।
২১৫. মুসলিম হা/২০১৮; আবুদাঊদ হা/৩৭৬৫; মিশকাত হা/৪১৬১।
২১৬. নূর ২৪/৬১; ছহীহ ইবুন হিব্বান, হা/৪৯৯; আবুদাঊদ হা/২৪৯৪; ছহীহ আত-তারগীব হা/৩২১, সনদ ছহীহ।
২১৭. মুওয়াত্ত্বা হা/৩৫৩৫; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/১০৫৫, সনদ হাসান।
২১৮. মুসলিম হা/৯১; আবুদাঊদ হা/৪০৯২; তিরমিযী হা/১৯৯৯; মিশকাত হা/৫১০৮।

হালাল পোষাক বেছে পরিধান করা মুমিনের জন্য অবশ্য করণীয়। ইসলামে কতিপয় পোষাক নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যেমন- ১. পুরুষের জন্য রেশমী ও স্বর্ণের কারুকার্য খচিত পোষাক।[২১৯] ২. পুরুষের জন্য মহিলাদের পোষাক[২২০] ৩. মহিলাদের জন্য পুরুষদের পোষাক[২২১] ৪. খ্যাতি ও অহংকার প্রকাশক পোষাক[২২২] ৫. অমুসলিমদের ধর্মীয় পোষাক[২২৩] ৬. আঁটসাঁট পোষাক[২২৪] প্রভৃতি।

পোষাক পরিধানের ক্ষেত্রে কিছু কর্তব্য রয়েছে। যা প্রত্যেক মুমিনের পালন করা উচিত। এতে সুন্নাত পালনও হবে এবং ছওয়াবও অর্জিত হবে। যেমন-

ক. ডান দিক থেকে পরিধান করা ও বাম দিক থেকে খোলা : আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا لَبِسَ قَمِيْصًا بَدَأَ بِمَيَامِنِهِ. 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জামা পরিধান কালে ডান দিক থেকে শুরু করতেন'।[২২৫] অপরদিকে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন, إِذَا لَبِسْتُمْ وَإِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَءُوْا بِأَيَامِنِكُمْ. 'তোমরা যখন পোশাক পরিধান করবে এবং যখন ওযূ করবে তখন ডান দিক থেকে শুরু করবে'।[২২৬]

কেবল পোষাকই নয় জুতা পরিধানের ক্ষেত্রেও ডান দিক থেকে শুরু করার ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِيْنِ وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ، لِتَكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ. 'তোমরা যখন জুতা পরিধান করবে তখন ডান দিক থেকে শুরু করবে এবং যখন খুলবে তখন বাম দিক থেকে শুরু করবে। যাতে ডান পা প্রথমে আবৃত ও শেষে অনাবৃত হয়'।[২২৭]

---

২১৯. বুখারী হা/৫৬৩৩, ৫৮৩১; আবুদাউদ হা/৩৭২৩; তিরমিযী হা/১৮৭৩।
২২০. আবুদাঊদ হা/৪০৯৮; মিশকাত হা/৪৪৬৯; ছহীহুল জামে' হা/৫০৯৫।
২২১. বুখারী হা/৫৮৮৫; মিশকাত হা/৪৪২৯।
২২২. ইবনু মাজাহ হা/৩৬০৬; মিশকাত হা/৪৩৪৬, সনদ হাসান।
২২৩. মুসলিম হা/২০৭৭; মিশকাত হা/৪৩২৭; ছহীহুল জামে' হা/২২৭৩।
২২৪. মুসনাদ আহমাদ হা/১৯৪৯৪; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩০১৮।
২২৫. তিরমিযী হা/১৭৬৬; ছহীহুল জামে' হা/৪৭৭৯; মিশকাত হা/৪৩৩০।
২২৬. আবুদাউদ হা/৪১৪১; মিশকাত হা/৪০১, সনদ ছহীহ।
২২৭. বুখারী হা/৫৮৫৫; তিরমিযী হা/১৭৭৯; মিশকাত হা/৪৪১০।

খ. পোষাক পরিধানকালে দো'আ : বিভিন্ন কাজের শুরুতে নির্দিষ্ট দো'আ করতে হয়। তেমনি পোষাক পরিধানকালেও দো'আ করতে হয়। যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় উম্মতকে শিক্ষা দিয়েছেন। আবূ সাঈদ (রাঃ) বলেন,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا اسْتَجَدَّ ثَوْبًا سَمَّاهُ بِاسْمِهِ إِمَّا قَمِيْصًا أَوْ عِمَامَةً ثُمَّ يَقُوْلُ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ وَخَيْرِ مَا صُنِعَ لَهُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ.

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নতুন পোষাক পরিধান করলে তার নাম উল্লেখ করতেন, জামা বা পাগড়ি যাই হোক। অতঃপর বলতেন, 'হে আল্লাহ! আপনারই সকল প্রশংসা, আপনিই আমাকে এই পোষাকটি পরিধান করিয়েছেন। আমি আপনার কাছে এর কল্যাণ ও মঙ্গল প্রার্থনা করছি এবং এর উৎপাদনের মধ্যে যত কল্যাণ ও মঙ্গল রয়েছে তা প্রার্থনা করছি। আর আমি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি এর অকল্যাণ থেকে এবং এর উৎপাদনের মধ্যে যা কিছু অকল্যাণকর রয়েছে তা থেকে'।[২২৮]

পোষাক পরিধানকালে নিম্নোক্ত দো'আও বর্ণিত হয়েছে, الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِيْ كَسَانِيْ هَذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّيْ وَلاَ قُوَّةٍ، 'সেই আল্লাহ্র সমস্ত প্রশংসা যিনি আমাকে বিনা শ্রমে ও শক্তি প্রয়োগ ব্যতীত এই পোষাক পরিধান করিয়েছেন এবং রূযী দান করেছেন'।[২২৯]

অন্যকে নতুন পোষাক পরিহিত দেখলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিম্নোক্ত দো'আ করতেন, الْبَسْ جَدِيْداً وَعِشْ حَمِيْداً وَمُتْ شَهِيْداً وَيَرْزُقُكَ اللهُ قُرَّةَ عَيْنٍ فِى الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، 'নতুন পোশাক পর, প্রশংসিতভাবে জীবন যাপন কর, শহীদ হয়ে মৃত্যুবরণ কর এবং আল্লাহ তোমাকে দুনিয়াতে ও আখিরাতে পরিপূর্ণ শান্তি ও আনন্দ দান করুন'।[২৩০]

---

২২৮. আবুদাউদ হা/৪০২০; তিরমিযী হা/১৭৬৭; মিশকাত হা/৪৩৪২, সনদ ছহীহ।
২২৯. আবুদাউদ হা/৪০২৩; মিশকাত হা/৪১৪৯।
২৩০. ইবনু মাজাহ হা/৩৫৫৮; ছহীহাহ হা/৩৫২।

৫. দুপুরে বিশ্রাম বা কায়লূলা[২৩১] করা :

দুপুরে বিশ্রাম করা উত্তম। এতে কর্মক্লান্তি দূর হয়। শরীর ও মনে সতেজতা ফিরে আসে। কায়লূলা করার ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশ হচ্ছে- قِيْلُوْا فَإِنَّ الشَّيَاطِيْنَ لاَ تَقِيْلُ 'তোমরা কায়লূলা কর, কেননা শয়তান কায়লূলা করে না'।[২৩২]

কায়লূলা করার সময় হচ্ছে দুপুরের পর। আনাস (রাঃ) বলেন, كُنَّا نُبَكِّرُ بِالْجُمُعَةِ، وَنَقِيْلُ بَعْدَ الْجُمُعَةِ– 'আমরা জুম'আর দিনে আগেভাগে মসজিদে গমন করতাম এবং জুম'আর পরে কায়লূলা করতাম'।[২৩৩] সাহল ইবনে সা'দ (রাঃ) বলেন, مَا كُنَّا نَقِيلُ وَلاَ نَتَغَدَّى إِلاَّ بَعْدَ الْجُمُعَةِ– 'আমরা জুম'আর পরে ব্যতীত দুপুরের খাবার গ্রহণ করতাম না এবং কায়লূলাও করতাম না'।[২৩৪]

৬. হালাল উপার্জন করা :

হালাল জীবিকা অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুমিনের জন্য আবশ্যক। আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِيْنٌ– 'হে মানব জাতি! তোমরা পৃথিবী থেকে হালাল ও পবিত্র বস্তু ভক্ষণ কর এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু' *(বাক্বারাহ ২/১৬৮)*।

তিনি আরো বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوْا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ– 'হে বিশ্বাসীগণ! আমরা তোমাদের যে রূযী দান করেছি, সেখান থেকে পবিত্র বস্তু সমূহ ভক্ষণ কর। আর আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, যদি তোমরা কেবল তাঁরই দাসত্ব করে থাক' *(বাক্বারাহ*

---

২৩১. দ্বিপ্রহরে ঘুমানোকে কায়লূলা বলে। দ্রঃ ফৎহুল বারী ১/৫৩৬; আদ-দীবাজ আলা ছহীহ মুসলিম ৪/১২০।

২৩২. ছহীহুল জামে' হা/৪৪৩১; ছহীহাহ হা/১৬৪৭।

২৩৩. বুখারী হা/৯০৫; মুসলিম হা/৮৫৯; মিশকাত হা/১৪০২।

২৩৪. বুখারী হা/৯৩৯; মুসলিম হা/৮৫৯; মিশকাত হা/১৪০২।

২/১৭২)। অন্যত্র তিনি বলেন, فَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ حَلاَلاً طَيِّبًا وَاشْكُرُوْا نِعْمَتَ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ- ‘অতএব আল্লাহ তোমাদেরকে যে রিযিক দিয়েছেন তার মধ্যে বৈধ ও পবিত্র খাদ্য তোমরা ভক্ষণ কর এবং আল্লাহ্র নে‘মতের শুকরিয়া আদায় কর, যদি তোমরা কেবল তাঁরই ইবাদতকারী হয়ে থাক’ *(নাহল ১৬/১১৪)*।

আর হালাল জীবিকা উপার্জনের জন্য মুমিন সাধারণত দিনের বেলায় চেষ্টা করবে। আল্লাহ বলেন, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللهِ وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيْراً لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ- ‘অতঃপর যখন ছালাত শেষ হবে, তখন তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়, আল্লাহ্র অনুগ্রহ (জীবিকা) তালাশ কর এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হ’তে পার’ *(জুম‘আ ৬২/১০)*।

হালাল উপায়ে জীবিকা উপার্জনের জন্য হাদীছে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَنْ تَمُوْتَ نَفْسٌ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ رِزْقَهَا، فَاتَّقُوا اللهَ وَأَجْمِلُوْا فِي الطَّلَبِ، وَلاَ يَحْمِلَنَّكُمُ اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ أَنْ تَطْلُبُوهُ بِمَعَاصِي اللهِ، فَإِنَّهُ لاَ يُدْرَكُ مَا عِنْدَ اللهِ إِلاَّ بِطَاعَتِه- ‘নিশ্চয়ই কোন প্রাণী মরবে না যতক্ষণ না সে তার রূযী পূর্ণভাবে প্রাপ্ত হবে। অতএব সাবধান! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সম্পদ উপার্জনে উত্তম (অর্থাৎ বৈধ) পন্থা অবলম্বন কর। প্রাপ্য রিযিক পৌঁছতে দেরী হওয়া যেন তোমাদেরকে তা অন্বেষণে অন্যায় পথ অবলম্বনে প্ররোচিত না করে। কেননা আল্লাহ্র নিকটে যা রয়েছে, সেটা তাঁর আনুগত্য ব্যতীত লাভ করা যায় না’।[২৩৫]

৭. হাট-বাজারে গমন ও কেনাকাটা :

বিক্রেতা তার পণ্য বিক্রি করতে এবং ক্রেতা প্রয়োজনীয় দ্রব্য কিনতে বাজারে গমন করে। ফলে সেখানে সবাই থাকে ব্যতিব্যস্ত। তাছাড়া বাজার উদাসীনতা, দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণ, ঝগড়া-বিবাদ, প্রতারণা, মিথ্যাচার ও খেয়ানতের স্থান। কিন্তু মানুষকে প্রয়োজনে হাট-বাজারে যেতেই হয়। তবে

২৩৫. বায়হাক্বী শু‘আবুল ঈমান হা/১০৩৭৬; মিশকাত হা/৫৩০০; ছহীহুল জামে‘ হা/২০৮৫; ছহীহাহ হা/২৮৬৬।

সেটা খুব ভাল জায়গা নয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَحَبُّ الْبِلاَدِ إِلَى اللهِ مَسَاجِدُهَا وَأَبْغَضُ الْبِلاَدِ إِلَى اللهِ أَسْوَاقُهَا– 'আল্লাহ তা'আলার কাছে সর্বাধিক প্রিয় জায়গা হ'ল মসজিদ সমূহ এবং সবচেয়ে নিকৃষ্ট জায়গা হ'ল বাজার সমূহ'।[২৩৬] এজন্য সেখানে অনর্থক সময় ব্যয় করা এবং আড্ডা দেওয়ার জন্য অবস্থান করা সমীচীন নয়। সালমান (রাঃ) বলেন, لاَ تَكُوْنَنَّ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ السُّوْقَ وَلاَ آخِرَ مَنْ يَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّهَا مَعْرَكَةُ الشَّيْطَانِ وَبِهَا يَنْصِبُ رَايَتَهُ. 'তুমি যদি পার, তাহ'লে সর্বপ্রথম বাজারে প্রবেশকারী এবং সেখান থেকে সর্বশেষ প্রস্থানকারী হবে না। কারণ বাজার শয়তানের আড্ডাস্থল, সেখানে সে নিজের ঝাণ্ডা গাড়ে'।[২৩৭]

মায়ছাম নামক জনৈক ছাহাবী বলেন, بَلَغَنِيْ أَنَّ الْمَلَكَ يَغْدُو بِرَايَتِهِ مَعَ أَوَّلِ مَنْ يَغْدُو إِلَى الْمَسْجِدِ فَلاَ يَزَالُ بِهَا مَعَهُ حَتَّى يَرْجِعَ يَدْخُلُ بِهَا مَنْزِلَهُ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَغْدُو مَعَ أَوَّلِ مَنْ يَّغْدُو بِرَايَتِهِ إِلَى السُّوْقِ فَلاَ يَزَالُ بِهَا حَتَّى يَرْجِعَ فَيُدْخِلَهَا مَنْزِلَهُ– 'আমার কাছে সংবাদ পৌঁছেছে যে, যে ব্যক্তি সকালে প্রথমে মসজিদে গমন করে একজন ফেরেশতা তার ঝাণ্ডা নিয়ে ঐ ব্যক্তির সাথে থাকে, যতক্ষণ সে বাড়ীতে ফিরে না আসে। আর যে ব্যক্তি তার ঝাণ্ডা নিয়ে সকালে প্রথম বাজারে প্রবেশ করে শয়তান তার সাথে থাকে যতক্ষণ সে বাড়ী ফিরে না আসে'।[২৩৮] তাই বাজারে প্রবেশের ক্ষেত্রে কতিপয় আদব মেনে চলা যরূরী। যথা-

১. আল্লাহ্র যিকর করা। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি বাজারে প্রবেশ করে বলবে, لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِى وَيُمِيتُ وَهُوَ حَىٌّ لاَ يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ– (আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তিনি এক তাঁর কোন শরীক নেই, রাজত্ব তাঁরই, সকল প্রশংসা তাঁর। তিনি জীবিত করেন এবং মৃত্যু দেন। তিনি

---

২৩৬. মুসলিম হা/৬৭১; মিশকাত হা/৬৯৬; ছহীহুল জামে' হা/১৬৭।
২৩৭. মুসলিম হা/২৪৫১।
২৩৮. আবু নু'আইম, মা'রিফাতিছ ছাহাবাহ; ছহীহ আত-তারগীব হা/৪২২, মাওকূফ ছহীহ।

চিরঞ্জীব, তাঁর মৃত্যু নেই। তাঁর হাতেই সকল কল্যাণ। তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী)। আল্লাহ তার জন্য দশ লক্ষ নেকী লিখবেন, দশ লক্ষ গোনাহ মোচন করবেন এবং তার দশ লক্ষ মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন'।[২৩৯]

২. শোরগোল ও উচ্চবাচ্য পরিহার করা।[২৪০] ৩. বাজার পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করা। ৪. ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি সাক্ষী বা লেখার মাধ্যমে সুদৃঢ় করা *(বাক্বারাহ ২/২৮২)* এবং ওয়াদা পূর্ণ করা *(মায়েদাহ ৫/১)*। ৫. ক্রয়-বিক্রয়ে উদার ও নম্র হওয়া।[২৪১] ৬. সততা বজায় রাখা এবং পণ্যের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা।[২৪২] ৭. ক্রয়-বিক্রয়ে অধিক কসম খাওয়া পরিহার করা।[২৪৩] ৮. ধোঁকা-প্রবঞ্চনা, ভেজাল ও অত্যধিক মুনাফা লাভ করা থেকে বিরত থাকা।[২৪৪] ৯. ওযন ও পরিমাপে কম না দেওয়া *(মুতাফফিফীন ১-৩)*। ১০. সূদী কারবার থেকে বিরত থাকা।[২৪৫] ১১. বাজারকে হারাম পণ্য ক্রয়-বিক্রয় থেকে পবিত্র রাখার চেষ্টা করা। ১২. চড়া মূল্য চেয়ে ক্রেতাকে প্রতারিত না করা।[২৪৬] ১৩. আত্মসাৎকৃত ও চোরাই দ্রব্য ক্রয় থেকে দূরে থাকা *(নিসা ৪/২৯)*। ১৪. মহিলাদের থেকে চোখ নত রাখা, তাদের সাথে সংমিশ্রণ ও তাদের ভিড় এড়িয়ে চলা *(নূর ২৪/৩০-৩১)*। ১৫. বেচা-কেনায় লিপ্ত হয়ে আল্লাহ্র যিকর ও ছালাত থেকে দূরে না থাকা *(নূর ২৪/৩৭)*।

৮. রাস্তা-ঘাটে চলাফেরা :

মানুষ প্রয়োজনে বাড়ী থেকে বের হয় এবং রাস্তায় চলাচল করে। এক্ষেত্রে কিছু নিয়ম মেনে চলা মুমিনের জন্য কর্তব্য। ক. দৃষ্টি অবনমিত রাখা *(নূর ২৪/৩০-৩১)*। খ. এদিক সেদিক না তাকানো। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, كَانَ إِذَا مَشَى لَمْ يَلْتَفِتْ 'তিনি পথে চলার সময় এদিক সেদিক তাকাতেন না'।[২৪৭] গ. সতর্কতার সাথে পথ চলা, যাতে অন্যের বা নিজের কোন ক্ষতি না হয়।[২৪৮] ঘ. অহংকার পরিহার করে বিনয়ের সাথে পথ চলা *(ইসরা*

২৩৯. তিরমিযী হা/৩৪২৮-২৯; ইবনু মাজাহ হা/২২৩৫; মিশকাত হা/২৪৩১, সনদ ছহীহ।
২৪০. বুখারী হা/২১২৫; মিশকাত হা/৫৭৫২, ৫৭৭১।
২৪১. বুখারী হা/২০৭৬; ইবনু মাজাহ হা/২২০৩; ছহীহুল জামে' হা/৩৪৯৫।
২৪২. ইবনু মাজাহ হা/২২৪৬; ইরওয়া হা/১৩২১; ছহীহুল জামে' হা/৬৭০৫।
২৪৩. মুসলিম হা/১৬০৭; নাসাঈ হা/৪৪৬০; ইবনু মাজাহ হা/২২০৯; মিশকাত হা/২৮৬০।
২৪৪. মুসলিম হা/১০২; মিশকাত হা/২৮৬০।
২৪৫. আহমাদ হা/৩৭২৫; ছহীহাহ হা/২৩২৬; ছহীহুল জামে' হা/৫০৮৯-৯০।
২৪৬. বুখারী হা/৬৯৬৩; মুসলিম হা/১৫১৬; ইবনু মাজাহ হা/২১৭৩।
২৪৭. হাকেম হা/৭৭৯৪; ছহীহাহ হা/২০৮৬; ছহীহুল জামে' হা/৪৭৮৬।
২৪৮. ইবনু মাজাহ হা/২৩৪০; ছহীহাহ হা/২৫০।

১৪/৩৭; ফুরকান ২৫/৬৩)। ঙ. মধ্যম গতিতে পথ চলা *(লোক্বমান ৩১/১৯)*। চ. মহিলারা রাস্তার মধ্যস্থল দিয়ে না চলে একপার্শ্ব দিয়ে চলা।[২৪৯]

ছ. রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করা।[২৫০] রাসূল (ছাঃ) বলেন, بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِىْ بِطَرِيْقٍ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيقِ فَأَخَّرَهُ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ– 'এক ব্যক্তি রাস্তা দিয়ে চলার সময় রাস্তায় একটি কাঁটাযুক্ত ডাল দেখতে পেয়ে তা সরিয়ে ফেলল। আল্লাহ তা'আলা তার এ কাজ সাদরে কবুল করে তার গুনাহ মাফ করে দিলেন'।[২৫১] তিনি আরো বলেন, لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلاً يَتَقَلَّبُ فِى الْجَنَّةِ فِىْ شَجَرَةٍ قَطَعَهَا مِنْ ظَهْرِ الطَّرِيْقِ كَانَتْ تُؤْذِى النَّاسَ– 'আমি এক ব্যক্তিকে জান্নাতে ঘোরাফেরা করতে দেখলাম। যে (পৃথিবীতে) রাস্তার মধ্য হ'তে একটি গাছ কেটে সরিয়ে দিয়েছিল, যেটি মুসলিমদেরকে কষ্ট দিচ্ছিল'।[২৫২]

তিনি অন্যত্র বলেন, مَرَّ رَجُلٌ بِغُصْنِ شَجَرَةٍ عَلَى ظَهْرِ طَرِيْقٍ فَقَالَ وَاللهِ لأُنَحِّيَنَّ هَذَا عَنِ الْمُسْلِمِيْنَ لاَ يُؤْذِيْهِمْ. فَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ– 'এক ব্যক্তি রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলার সময় একটি কাঁটাযুক্ত বৃক্ষের শাখা দেখে বলে, আল্লাহ্র কসম! আমি অবশ্যই মুসলমানদের যাতায়াতের পথ থেকে এটা সরিয়ে ফেলব, যাতে তা তাদের কষ্ট না দেয়। ফলে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়'।[২৫৩]

আবূ বারযা (রাঃ) বলেন যে, আমি বললাম, يَا نَبِىَّ اللهِ عَلِّمْنِىْ شَيْئًا أَنْتَفِعُ بِهِ قَالَ اعْزِلِ الأَذَى عَنْ طَرِيْقِ الْمُسْلِمِيْنَ 'হে আল্লাহ্র নবী (ছাঃ)! আপনি আমাকে এমন একটি জিনিস শিক্ষা দিন, যার দ্বারা উপকৃত হ'তে পারি। তিনি বললেন, মুসলমানদের চলাচলের রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দিবে'।[২৫৪]

---

২৪৯. আবুদাঊদ হা/৫২৭২; ইবনু হিববান, ছহীহাহ হা/৮৫৬।
২৫০. মুসলিম হা/৩৫; আবুদাঊদ হা/৪৬৭৮; মিশকাত হা/৫।
২৫১. বুখারী হা/৬৫২, ২৪৭২; মুসলিম হা/১৯১৪।
২৫২. মুসলিম হা/১৯১৪; মিশকাত হা/১৯০৫; ছহীহুল জামে' হা/৫১৩৪।
২৫৩. মুসলিম হা/১৯১৪; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৯৭৬।
২৫৪. মুসলিম হা/২৬১৮; মিশকাত হা/১৯০৬; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৯৬৮।

জ. সালাম দেওয়া[২৫৫] ও সালামের উত্তর দেওয়া।[২৫৬] ঝ. পথহারাকে সঠিক পথ দেখিয়ে দেওয়া।[২৫৭]

৯. মানুষের সাথে উত্তম আচরণ করা :

মানুষের সাথে উত্তম আচরণ করা আল্লাহ্‌র নির্দেশ। আল্লাহ বলেন, وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ– 'তুমি তোমার অনুসারী মুমিনদের প্রতি সদয় হও' *(শু'আরা ২৬/২১৫)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَإِنَّ اللهَ أَوْحَى إِلَىَّ أَنْ تَوَاضَعُوْا حَتَّى لاَ يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ وَلاَ يَبْغِىْ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ– 'আল্লাহ তা'আলা আমার প্রতি অহী করেছেন যে, তোমরা পরস্পর বিনয় প্রদর্শন করবে, যাতে কেউ কারো উপর বাড়াবাড়ি ও গর্ব না করে'।[২৫৮]

আল্লাহ মানুষকে যেসব নে'মত দান করেছেন, তন্মধ্যে উত্তম চরিত্র অন্যতম। হাদীছে এসেছে, ছাহাবায়ে কেরাম বললেন, يَا رَسُولَ اللهِ مَا خَيْرُ مَا أُعْطِىَ الْعَبْدُ قَالَ خُلُقٌ حَسَنٌ، 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! মানুষকে প্রদত্ত সর্বোত্তম জিনিস কি? তিনি বলেন, উত্তম স্বভাব-চরিত্র'।[২৫৯]

ক্বিয়ামতের দিন মানুষের জন্য সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস হবে তার উত্তম চরিত্র। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَا شَىْءٌ أَثْقَلُ فِىْ مِيْزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ خُلُقٍ حَسَنٍ وَإِنَّ اللهَ لَيَبْغَضُ الْفَاحِشَ الْبَذِىءَ، 'ক্বিয়ামত দিবসে মুমিনের দাড়িপাল্লায় সচ্চরিত্র ও সদাচারের চেয়ে অধিক ভারী কোন জিনিস হবে না। কেননা আল্লাহ তা'আলা অশ্লীল ও কর্কশভাষীকে ঘৃণা করেন'।[২৬০]

---

২৫৫. বুখারী হা/৬২৩১-৩৪; মুসলিম হা/২১৬০; আবুদাঊদ হা/৫১৯৯; মিশকাত হা/৪৬৩২-৩৩।
২৫৬. মুসলিম হা/২১৬২; আবুদাঊদ হা/৫০৩০; ছহীহুল জামে' হা/৩২৪১।
২৫৭. বুখারী হা/২৮৯১; ছহীহাহ হা/১০২৫।
২৫৮. মুসলিম হা/২৮৬৫; আবুদাঊদ হা/৪৮৯৫; ছহীহুল জামে' হা/১৭২৫; ছহীহাহ হা/৫৭০।
২৫৯. হাকিম হা/৭৪৩০; ইবনু মাজাহ হা/৩৪৩৬; ছহীহাহ হা/৪৩৩; মিশকাত হা/৫০৭৮।
২৬০. তিরমিযী হা/২০০২; মিশকাত হা/৫০৮১; ছহীহাহ হা/৮৭৬; ছহীহুল জামে' হা/১৩৫।

দ্বিতীয় পর্ব

রাত্রিকালীন করণীয়

দিবসের ন্যায় রাতও মানুষের জন্য মহান আল্লাহ্র অপার অনুগ্রহের এক অনন্য নিদর্শন। দিবসের শত কর্মব্যবস্ততার মাঝে মানুষের জন্য একান্তে আল্লাহকে ডাকা ও তাঁর কাছে নিজের চাওয়া-পাওয়া ব্যক্ত করা হয়ে ওঠে না। অথচ গভীর রাতে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা ও তাঁর কাছে নিজের যাবতীয় চাওয়া-পাওয়া ব্যক্ত করা সহজ ও সুন্দর হয়। চারিদিকে যখন কোলাহল মুক্ত নীরব-নিথর পরিবেশ, সকল বনু আদম যখন নিদ্রার কোলে শায়িত, তখন একান্তে মহান আল্লাহকে ডাকার এক উপযুক্ত পরিবেশ। যখন স্বয়ং আল্লাহ মানুষকে ডেকে তাঁর কাছে চাইতে বলেন। এটা কেবল রাত্রেই হয়ে থাকে। তাই রাত এক গুরুত্বপূর্ণ সময়। এখানে আমরা রাতের করণীয় উল্লেখ করার চেষ্টা করব।

রাত আল্লাহ্র সৃষ্টির নিদর্শন

রাত আল্লাহ্র সৃষ্টির এক বড় নিদর্শন *(ইসরা ১৭/১২)*। একে আল্লাহ মানুষের আরাম-আয়েশ ও প্রশান্তির উপায় হিসাবে সৃষ্টি করেছেন *(আন'আম ৬/৯৬; নাহল ১৬/৮৬)*। আল্লাহ রাতকে মানুষের জন্য আবরণ বা আড়াল হিসাবে সৃষ্টি করেছেন *(ফুরক্বান ২৫/৫৭)*। মহান আল্লাহ রাতের কোন অংশবিশেষ প্রকাশ না করে সর্বদা দিন কায়েমে সক্ষম। আবার দিনের কোন আভা বা আলোকচ্ছটা প্রকাশিত না করে সর্বদা রাত কায়েমে পূর্ণ ক্ষমতাবান *(ক্বাছাছ ২৮/৭১-৭২)*। যেমন মেরু অঞ্চলে ৬ মাস রাত ও ৬ মাস দিন থাকে।

রাত্রে সংঘটিত ইসলামের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় :

১. মানবতার হেদায়াতের দিক-দিশারী ও হক-বাতিলের পার্থক্যকারী মহাগ্রন্থ আল-কুরআনুল কারীম রাত্রে অবতীর্ণ হয়েছে।[২৬১]

২. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ইসরা ও মি'রাজ রাত্রিকালে সংঘটিত হয়েছে *(ইসরা ১৭/১)*।

৩. রাত্রের শেষ তৃতীয়াংশে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন।[২৬২]

---

২৬১. দুখান ৪৪/৩; ক্বদর ৯৭/১; মুসনাদ আহমাদ ২/১১৩ পৃঃ।

তাই নীরবে-নিভৃতে মহান আল্লাহকে ডাকা ও তাঁর ইবাদত করার জন্য রাত অতি গুরুত্বপূর্ণ সময়।

রাত্রিকালে পবিত্রতা

রাত্রে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র হয়ে শয়ন করা সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এ আমলের গুরুত্ব ও ফযীলত বর্ণনা করেছেন। যেমন-

১. ওযূ করে শয্যা গ্রহণ করা :

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ بَاتَ طَاهِرًا بَاتَ فِيْ شِعَارِهِ مَلَكٌ، لاَ يَسْتَيْقِظُ سَاعَةً مِنْ لَيْلٍ إِلاَّ قَالَ الْمَلَكُ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِكَ فُلاَنٍ، فَإِنَّهُ بَاتَ طَاهِرًا– 'যে ব্যক্তি ওযূ করে শয্যা গ্রহণ করে, তার শরীরের সাথে থাকা বস্ত্রের মাঝে একজন ফেরেশতা রাত্রি যাপন করেন। যখনই সে ব্যক্তি জাগ্রত হয়, তখন ফেরেশতা বলেন, হে আল্লাহ! আপনি অমুক বান্দাকে ক্ষমা করে দিন। নিশ্চয়ই সে ওযূ করে শয়ন করেছে'।[২৬৩]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, মু'আয ইবনে জাবাল (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَبِيْتُ عَلَى ذِكْرٍ طَاهِرًا فَيَتَعَارُّ مِنَ اللَّيْلِ فَيَسْأَلُ اللهَ خَيْرًا مِّنَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ. 'যে কোন মুসলমান রাতে যিকর-আযকার (দো'আ পাঠ) করে এবং ওযূ করে শয়ন করে, সে যদি রাতে জাগ্রত হয়ে দুনিয়া ও আখিরাতের কোন কল্যাণ আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করে, তাহ'লে আল্লাহ তাকে তা দান করেন'।[২৬৪]

২. ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে হাত ও মুখমণ্ডল ধৌত করা :

নিদ্রা হ'তে জাগ্রত হওয়ার পর দু'হাত ও মুখমণ্ডল ধৌত করা সুন্নাত। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ نَامَ، 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)

---

২৬২. বুখারী হা/৭৪৯৪; মুসলিম হা/৭৫৮।
২৬৩. ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/১০৫১; ছহীহাহ হা/২৫৩৯।
২৬৪. আবুদাঊদ হা/৫০৪২; মিশকাত হা/১২১৫, হাদীছ ছহীহ।

রাতে ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে কাযায়ে হাজাত সেরে মুখমণ্ডল ও দু'হাত ধৌত করে পুনরায় ঘুমাতেন'।[২৬৫]

৩. জুনুবী অবস্থায় ওযূ বা তায়াম্মুম করে ঘুমানো :

জুনবী বা অপবিত্র ব্যক্তি প্রথমে লজ্জাস্থান ধৌত করবে এবং পরে ওযূ করে ঘুমাবে। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ أَنْ يَّنَامَ وَهْوَ جُنُبٌ، غَسَلَ فَرْجَهُ، وَتَوَضَّأَ لِلصَّلاَةِ، 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জানাবাতের হালাতে বা অপবিত্রাবস্থায় যখন শয্যা গ্রহণের ইচ্ছা পোষণ করতেন, তখন তিনি স্বীয় লজ্জাস্থান ধৌত করতেন এবং ছালাতের ন্যায় ওযূ করতেন'।[২৬৬] আবার কখনও তায়াম্মুম করতেন'।[২৬৭] অন্য বর্ণনায় এসেছে, ওমর (রাঃ) রাতে জুনবী হওয়ার কথা রাসূলের নিকটে উল্লেখ করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বললেন, تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ نَمْ. 'ওযূ কর ও লজ্জাস্থান ধৌত কর। অতঃপর ঘুমাও'।[২৬৮]

৪. রাত্রে নিদ্রা থেকে জাগ্রত হয়ে মেসওয়াক করা :

পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতার প্রতি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অতি সজাগ ও সচেতন ছিলেন। হুযায়ফা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوْصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ– 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন রাতে ঘুম থেকে জাগ্রত হ'তেন, তখন তিনি মেসওয়াক করে স্বীয় মুখ পরিস্কার করতেন'।[২৬৯]

রাত্রিকালে আযান

সূর্যাস্তের পর থেকে রাত শুরু হয় এবং ফজর উদিত হওয়ার সাথে সাথেই রাতের পরিসমাপ্তি ঘটে। আযান দেওয়াও ইবাদত। রাতে বিভিন্ন আযান প্রচারিত হয়। যেমন-

---

২৬৫. মুসলিম হা/৩০৪।
২৬৬. বুখারী হা/২৮৮; মুসলিম হা/৩০৫; আবুদাউদ হা/২২২।
২৬৭. বায়হাক্বী ১/২০০; মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ ১০/৪৮; আদাবুয যিফাফ, পৃঃ ৪৬, সনদ ছহীহ।
২৬৮. বুখারী হা/২৯০; মুসলিম হা/৩০৬।
২৬৯. বুখারী হা/২৪৫।

ক. মাগরিবের আযান :

সূর্যাস্তের পর মাগরিবের সময় হয়। সালামা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, كُنَّا نُصَلِّى مَعَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم الْمَغْرِبَ إِذَا تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ، 'আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সঙ্গে সূর্যাস্তের সাথে সাথে মাগরিবের ছালাত আদায় করতাম'।[২৭০] অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাফে' বিন খাদীজ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, كُنَّا نُصَلِّى الْمَغْرِبَ مَعَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا وَإِنَّهُ لَيُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ. 'আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে মাগরিবের ছালাত আদায় করে এমন সময় ফিরে আসতাম যে, আমাদের কেউ (তীর নিক্ষেপ করলে) নিক্ষিপ্ত তীর পতিত হবার স্থান দেখতে পেত'।[২৭১] বর্তমানে কেউ কেউ মাগরিবের আযান প্রচারে অত্যন্ত বিলম্ব করে থাকে, যা সুন্নাতের সম্পূর্ণ খেলাফ। বস্তুতঃ সূর্যাস্তের সাথে সাথেই মাগরিবের আযান দেওয়া অত্যাবশ্যক।

মাগরিব আযানের পর দু'রাক'আত ছালাত :

মাগরিবের আযানের পরে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করা মুস্তাহাব। রাসূল (ছাঃ) বলেন, صَلُّوْا قَبْلَ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ. قَالَ فِى الثَّالِثَةِ لِمَنْ شَاءَ، 'তোমরা মাগরিবের (ফরযের) আগে ছালাত আদায় করবে। তৃতীয়বারে তিনি বললেন, যে ইচ্ছা করে'।[২৭২] অন্যত্র তিনি বলেন, صَلُّوْا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ. ثُمَّ قَالَ صَلُّوْا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ لِمَنْ شَاءَ- 'তোমরা মাগরিবের (ফরযের) পূর্বে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করবে। অতঃপর তিনি বললেন, 'তোমরা মাগরিবের (ফরযের) পূর্বে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করবে, যে ইচ্ছা করে'।[২৭৩] অন্য হাদীছে এসেছে, আনাস (রাঃ) বলেন, كَانَ الْمُؤَذِّنُ إِذَا أَذَّنَ قَامَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم يَبْتَدِرُوْنَ

২৭০. বুখারী হা/৫৬১।
২৭১. বুখারী হা/৫৫৯।
২৭২. বুখারী হা/১১৮৩, ৭৩৬৮; মিশকাত হা/১১৬৫।
২৭৩. আবুদাউদ হা/১২৮১; ছহীহুল জামে' হা/৩৭৯১।

السَّوَارِىَ حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم وَهُمْ كَذَلِكَ يُصَلُّوْنَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ شَىْءٌ- 'মুওয়াযযিন যখন আযান দিত, তখন নবী করীম (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণের মধ্যে কয়েকজন নবী করীম (ছাঃ)-এর বের হওয়া পর্যন্ত (মসজিদের) খুঁটির নিকট গিয়ে দাঁড়াতেন এবং এ অবস্থায় মাগরিবের পূর্বে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতেন। অথচ মাগরিবের আযান ও ইক্বামাতের মধ্যে কিছু (সময়) থাকত না'।[২৭৪]

শায়খ বিন বায (রহঃ) বলেন,

والصلاة بعد أذان المغرب وقبل الإقامة سنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : صَلُّوْا قَبْلَ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ. قَالَ فِى الثَّالِثَةِ لِمَنْ شَاءَ، رواه البخاري، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن للمغرب بادروا بصلاة ركعتين قبل الإقامة، والنبي صلى الله عليه وسلم يشاهدهم ولا ينهاهم عن ذلك بل قد أمر بذلك كما في الحديث المذكور آنفا-

'মাগরিবের আযানের পরে ও ইক্বামতের পূর্বের ছালাত রাসূল (ছাঃ)-এর বাণী- 'তোমরা মাগরিবের (ফরযের) আগে ছালাত আদায় করবে। তৃতীয়বারে তিনি বললেন, যে ইচ্ছা করে' *(বুখারী হা/১১৮৩, ৭৩৬৮)*-এ কারণে সুন্নাত। আর ছাহাবীগণ মাগরিবের আযান হ'লে ইক্বামতের পূর্বে এ ছালাত আদায়ের জন্য প্রতিযোগিতা করতেন। এমতাবস্থায় যে নবী করীম (ছাঃ) উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি তাদেরকে এথেকে নিষেধ করেননি। বরং এ সম্পর্কে তিনি আদেশ দিয়েছেন যেরূপ ইতিপূর্বে উল্লিখিত হাদীছে রয়েছে'।[২৭৫]

শায়খ মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন (রহঃ) বলেন, صلاة ركعتين قبل صلاة المغرب أي بين الأذان والإقامة سنة، لكنها ليست راتبة، فلا ينبغي المحافظة عليها دائماً- 'মাগরিবের (ফরয) ছালাতের পূর্বে দু'রাক'আত

২৭৪. বুখারী হা/৬২৫; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/২৪৮৯।
২৭৫. মাজমূ' ফাতাওয়া ইবনে বায ৭/১৭১।

ছালাত তথা আযান ও ইক্বামতের মধ্যবর্তী ছালাত সুন্নাত। কিন্তু তা রাতেবা নয়। সুতরাং নিয়মিতভাবে তা আদায় করা সমীচীন নয়'।[২৭৬]

খ. এশার আযান :

পশ্চিম দিগন্তে শাফাক্ব বা লাল আভা মিলিয়ে যাওয়ার পর থেকেই এশার ওয়াক্ত শুরু হয়। শাফাক্ব বলতে সূর্যাস্তের পর পশ্চিম আকাশে যে লাল চিহ্ন বা রেখা পরিদৃষ্ট হয় তাকে বুঝায়। এই শাফাক্ব মিলিয়ে যাওয়া হচ্ছে এশার ছালাতের আওয়াল ওয়াক্ত।[২৭৭] আর এশার শেষ সময় হচ্ছে অর্ধরাত পর্যন্ত [২৭৮] অথবা রাতের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত।[২৭৯] প্রকাশ থাকে যে, শাফাক্ব অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পর এশার আযান দেওয়া যায়। তবে এশার ছালাত দেরী করেও আদায় করা যায়।[২৮০]

গ. সাহারীর আযান :

রামাযানে এবং অন্য মাসেও সাহারীর আযান দেওয়া সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُوْمٍ، 'বেলাল রাত্রে আযান দিলে তোমরা পানাহার কর, যতক্ষণ না আব্দুল্লাহ বিন উম্মে মাকতূম আযান দেয়'।[২৮১] অন্য বর্ণনায় এসেছে, আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, وَكَانَ رَجُلاً أَعْمَى لاَ يُنَادِى حَتَّى يُقَالَ لَهُ أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ، 'আব্দুল্লাহ বিন উম্মে মাকতূম (রাঃ) অন্ধ ছিলেন। তিনি ততক্ষণ পর্যন্ত আযান দিতেন না, যতক্ষণ তাকে বলা না হ'ত যে, তুমি সকাল করে ফেললে, সকাল করে ফেললে'।[২৮২] অপর একটি হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَذَلِكَ عِنْدَ السُّحُوْرِ يَا أَنَسُ إِنِّىْ أُرِيْدُ الصِّيَامَ أَطْعِمْنِى شَيْئًا. فَأَتَيْتُهُ بِتَمْرٍ وَإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ وَذَلِكَ بَعْدَ مَا

---

২৭৬. ফাতাওয়া ইবনে উছায়মীন, ১৪/২৭২।
২৭৭. মুসলিম হা/৬১৩।
২৭৮. বুখারী হা/৫৭২; মুসলিম হা/৬১২।
২৭৯. বুখারী হা/৫৬৯, ৮৬৪; মুসলিম হা/৬১২-৬১৩।
২৮০. বুখারী হা/৫৭১।
২৮১. বুখারী হা/৬২৩।
২৮২. বুখারী হা/৬১৭, ২৬৫৬।

أَذَّنَ بِلاَلٌ فَقَالَ يَا أَنَسُ انْظُرْ رَجُلاً يَأْكُلُ مَعِى. فَدَعَوْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَجَاءَ فَقَالَ إِنِّىْ قَدْ شَرِبْتُ شَرْبَةَ سَوِيْقٍ وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا أُرِيْدُ الصِّيَامَ. فَتَسَحَّرَ مَعَهُ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ.

‘আনাস (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সাহারীর সময় বললেন, হে আনাস! আমি ছিয়াম পালনের ইচ্ছা করছি, আমাকে কিছু খাওয়াও। আমি রাসূলের নিকটে খেজুর ও পানির পাত্র নিয়ে আসলাম। এটা বেলালের আযান দেওয়ার পরে ছিল। অতঃপর তিনি বলেন, হে আনাস! কোন লোককে খুঁজে দেখ, যে আমার সাথে আহার করবে। আমি যায়েদ বিন ছাবিতকে ডাকলে, তিনি এসে বললেন, আমি এইমাত্র ছাতুর শরবত পান করেছি এবং ছিয়াম পালনেরও ইচ্ছা করেছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আমিও ছিয়ামের ইচ্ছা পোষণ করেছি। তখন তিনি রাসূলের সাথে সাহারী করলেন। অতঃপর দাঁড়িয়ে দু’রাক‘আত ছালাত আদায় করে (ফজর) ছালাতের জন্য মসজিদ অভিমুখে গমন করলেন’।[২৮৩] এখানে রামাযান ও অন্যান্য মাসের কোন পার্থক্য করা হয়নি। বরং আনাস (রাঃ) বর্ণিত এ দীর্ঘ হাদীছে রামাযান ব্যতীত অন্য মাসের বিষয়টি সুস্পষ্ট রূপে প্রতিভাত হয়েছে।

রাত্রে প্রচারিত উপরোক্ত সময় আযান দিয়ে মুমিন অশেষ ছওয়াবের অধিকারী হ’তে পারেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

الْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدَّ صَوْتِهِ وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ وَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ صَلَّى وَشَاهِدُ الصَّلَاةِ يُكْتَبُ لَهُ خَمْسٌ وَّعِشْرُوْنَ صَلَاةً وَيُكَفَّرُ عَنْهُ مَا بَيْنَهُمَا-

‘মুয়াযযিনের কণ্ঠের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত তাকে ক্ষমা করা হবে এবং (ক্বিয়ামতের দিন) তার কল্যাণের জন্য প্রত্যেক সজীব ও নির্জীব বস্তু সাক্ষ্য দিবে এবং এই আযান শুনে যত লোক ছালাত আদায় করবে সবার

২৮৩. নাসাঈ হা/২১৬৭, সনদ ছহীহ।

সমপরিমাণ নেকী মুয়াযযিনের হবে। আর যে ব্যক্তি ছালাত আদায়ের জন্য উপস্থিত হবে, তার জন্য পঁচিশ ছালাতের নেকী লেখা হবে এবং তার দুই ছালাতের মধ্যকার গুনাহ ক্ষমা করা হবে'।[২৮৪]

রাতের ছালাত

রাত্রে দুই ধরনের ছালাত আদায় করা হয়। ১. ফরয ছালাত। যথা- মাগরিব ও এশার ছালাত। ২. নফল ছালাত তথা তারাবীহ বা তাহাজ্জুদ ও বিতর ছালাত।

মাগরিবের ছালাত :

সূর্যাস্তের পর মাগরিবের ছালাতের ওয়াক্ত হয়ে যায় এবং পশ্চিম আকাশে শাফাক্ব বা লাল আভা অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত এর ওয়াক্ত অবশিষ্ট থাকে।

মাগরিবের ফরয ছালাত : আল্লাহ বলেন, فَسُبْحَانَ اللهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ- 'অতএব তোমরা আল্লাহ্র পবিত্রতা ঘোষণা কর সন্ধ্যায় ও সকালে' *(রূম ৩০/১৭)*। তিনি আরো বলেন, وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ- 'আর তুমি ছালাত কায়েম কর দিনের দুই প্রান্তে ও রাত্রির কিছু অংশে' *(হূদ ১১/১১৪)*। অন্যত্র তিনি বলেন, أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا- 'সূর্য অপরাহ্নে ঢলে পড়ার পর থেকে রাত্রির অন্ধকার পর্যন্ত তুমি ছালাত কায়েম কর এবং ফজরের ছালাত আদায় কর। নিশ্চয়ই ফজরের ছালাত (রাত্রি ও দিবসের ফেরেশতাগণের মাধ্যমে) সাক্ষ্যপ্রাপ্ত হয়' *(ইসরা ১৭/৭৮)*।

অত্র আয়াতের প্রথমাংশ دُلُوك الشَّمْس দ্বারা যোহর-আছর এবং দ্বিতীয়াংশ غَسَق اللَّيْل দ্বারা মাগরিব, এশা বুঝানো হয়েছে। অতঃপর قُرْآن الْفَجْر দ্বারা ফজর ছালাতকে পৃথকভাবে বুঝানো হয়েছে। সফরে যোহর-আছর এবং মাগরিব-এশা জমা ও ক্বছর করা যায়। যেমন ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় সাত ও আট রাক'আত পড়তেন। মাগরিব ও

---

২৮৪. আহমাদ, আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ; নাসাঈ, হা/৬৬৭; মিশকাত হা/৬৬৭, সনদ ছহীহ।

এশা জমা করে সাত এবং যোহর ও আছর জমা করে আট।[২৮৫] যদিও এটি নিয়মিতভাবে পড়তেন না। বরং মাঝে-মধ্যে পড়তেন।

আল্লাহ আরো বলেন, وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى- 'এবং তোমার পালনকর্তার প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা কর সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে। আর পবিত্রতা ঘোষণা কর রাত্রিকালে ও দিবসের প্রান্তসমূহে। তাতে (অশেষ ছওয়াব প্রাপ্তিতে) তুমি সন্তুষ্ট হবে' *(ত্ব-হা ২০/১৩০)*।

অধিকাংশ ব্যাখ্যাকার বলেন, অত্র আয়াতে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। 'সূর্যোদয়ের পূর্বে' অর্থ ফজরের ছালাত, 'সূর্যাস্তের পূর্বে' অর্থ আছরের ছালাত, 'রাত্রিকালে' অর্থ এশার ছালাত এবং দিবসের প্রান্ত সমূহে' অর্থ যোহর ও মাগরিবের ছালাত। কেননা 'যোহর' হ'ল দিনের প্রথম ভাগের শেষ ও শেষ ভাগের শুরু এবং 'মাগরিব হ'ল দিনের শেষভাগের প্রান্তসীমা।[২৮৬] আর মাগরিবের ছালাত তিন রাক'আত ফরয।[২৮৭] সফরকালেও তিন রাক'আতই আদায় করতে হয়।[২৮৮]

মাগরিবের সুন্নাত ছালাত : মাগরিবের ফরয ছালাতের পরে দু'রাক'আত সুন্নাত ছালাত রয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

مَنْ ثَابَرَ عَلَى اثْنَتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِى الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ دَخَلَ الْجَنَّةَ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ-

'যে ব্যক্তি দিনে-রাতে বার রাক'আত (সুন্নাতে মুওয়াক্কাদা) আদায়ে অভ্যস্থ হয়ে যায় আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর বানিয়ে রাখেন। চার রাক'আত যোহরের ফরয ছালাতের পূর্বে এবং দু'রাক'আত যোহরের ফরয ছালাতের পরে, দু'রাক'আত মাগরিবের ফরয ছালাতের পরে,

---

২৮৫. বুখারী হা/৫১৮; মুসলিম হা/৭০৫; নাসাঈ হা/৭৬৮।
২৮৬. তাফসীরে কুরতুবী, সূরা ত্ব-হা ১৩০ আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রঃ।
২৮৭. আবুদাউদ হা/১৯৩৩, সনদ ছহীহ।
২৮৮. তিরমিযী হা/৫৫২, সনদ ছহীহ; ছহীহ ইবনে হিব্বান ৪/১৮০; ছহীহ ইবনে খুযাইমা ২/৭১।

দু'রাক'আত ইশার ফরয ছালাতের পরে এবং দু'রাক'আত ফজরের ফরয ছালাতের পূর্বে'।[২৮৯]

এশার ছালাত :

মুছল্লীরা দ্রুত চলে আসলে তাড়াতাড়ি এবং বিলম্বে আসলে এশার জামা'আত বিলম্বে করা যায়'।[২৯০] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এশার ছালাত অর্ধ রাত পর্যন্ত বিলম্ব করে আদায় করতেন।[২৯১] তবে যরূরী কারণ বশতঃ ফজরের পূর্ব পর্যন্ত এশার ছালাত আদায় করা জায়েয।[২৯২] এশার ছালাত জামা'আতের সাথে আদায় করলে অর্ধরাত্রি ছালাত আদায়ের ছওয়াব পাওয়া যায়।[২৯৩]

এশার ছালাত দেরী করে আদায় করা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পসন্দ করতেন। কষ্টকর না হ'লে এশার ছালাত রাতের এক-তৃতীয়াংশ অতিক্রান্ত হওয়ার পর আদায় করা উত্তম।[২৯৪] আর মুনাফিকদের জন্য এশা ও ফজরের ছালাত আদায় করা অত্যন্ত কঠিন।[২৯৫]

এশার ফরয ছালাত : এশার ছালাত আদায়ের ব্যাপারে মহান আল্লাহ সূরা ত্ব-হার ১৩০ আয়াতে নির্দেশ প্রদান করেছেন। যা ইতিপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে। এশার ছালাত চার রাক'আত ফরয।[২৯৬]

এশার সুন্নাত ছালাত : এশার ফরয ছালাতের পরে দু'রাক'আত সুন্নাত ছালাত আদায় করতে হয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

مَنْ صَلَّى فِى يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بُنِىَ لَهُ بَيْتٌ فِى الْجَنَّةِ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْفَجْرِ-

২৮৯. নাসাঈ হা/১৭৯৪-৯৫; ছহীহুল জামে' হা/৬১৮৩।
২৯০. বুখারী হা/৫৬০।
২৯১. বুখারী হা/৬৬১।
২৯২. মুসলিম হা/১৫৬।
২৯৩. মুসলিম, মিশকাত হা/৬৩০।
২৯৪. বুখারী, মিশকাত হা/৫৯০-৯১।
২৯৫. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬২৯।
২৯৬. আহমাদ ৬/২৭২, হা/২৬৮৬৯; সনদ হাসান।

'যে ব্যক্তি দিনে-রাতে বার রাক'আত সুন্নাত ছালাত আদায় করবে, তার জন্য আল্লাহ জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন। যোহরের পূর্বে চার রাক'আত, পরে দু'রাক'আত, মাগরিবের পরে দু'রাক'আত, এশার পরে দু'রাক'আত এবং ফজরের পূর্বে দু'রাক'আত'।[২৯৭]

মুসাফিরের জন্য মাগরিব ও এশার ছালাত জমা করা :

সফরে ছালাত ক্বছর ও জমা করা সুন্নাত। মু'আয (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন,

خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِىْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ فَكَانَ يُصَلِّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيْعًا وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيْعًا.

'আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে তাবূক যুদ্ধে বের হ'লাম। তিনি যোহর ও আছর ছালাত জমা (একত্রে) করে পড়তেন এবং মাগরিব ও এশা জমা করে আদায় করতেন।[২৯৮] মুকীম ব্যক্তিও বৃষ্টি, ভীতি ও বিশেষ কোন কারণে ছালাত জমা করতে পারেন।[২৯৯] ইবনু ওমর (রাঃ) বৃষ্টির সময় ছালাত জমা করে আদায় করতেন।[৩০০] উল্লেখ্য, মাগরিব ও এশার ছালাতের মাঝে কোন সুন্নাত ছালাত আদায় করতে হবে না।[৩০১]

মহিলারা রাতের আধারেও মসজিদে যেতে পারে

মহিলাদের জন্য বাড়ীতে ছালাত আদায় করা উত্তম। তবে তারা মসজিদে গিয়েও ছালাত আদায় করতে পারে। এক্ষেত্রে তাদের বাধা দেওয়া যাবে না। এমনকি রাস্তা নিরাপদ থাকলে তারা রাতেও মসজিদে গিয়ে ছালাত আদায় করতে পারে। ইবনু ওমর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন যে, إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَأْذَنُوا لَهُنَّ 'তোমাদের স্ত্রীরা যদি রাতে মসজিদে গিয়ে ছালাত আদায়ের অনুমতি চায়, তাহ'লে তোমরা তাদেরকে অনুমতি দিবে'।[৩০২]

---

২৯৭. তিরমিযী হা/৪১৫; ইবনু মাজাহ হা/১১৪১; মিশকাত হা/১১৫৯, সনদ ছহীহ।
২৯৮. মুসলিম হা/৭০৬।
২৯৯. মুসলিম হা/৭০৫, 'মুকীম অবস্থায় ছালাত জমা করা' অনুচ্ছেদ।
৩০০. মুওয়াত্ত্বা মালেক হা/৪৮১, ২/১৯৭।
৩০১. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৩৩৮।
৩০২. বুখারী হা/৮৬৫।

শয়নের আদব বা শিষ্টাচার

আল্লাহ তা'আলা মানুষের বিশ্রামের জন্য রাতকে সৃষ্টি করেছেন এবং নিদ্রাকে করেছেন ক্লান্তি দূরকারী। তিনি বলেন, وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا– 'আর আমরা তোমাদের জন্য নিদ্রাকে করেছি ক্লান্তি দূরকারী। আর রাত্রিকে করেছি আবরণ' *(নাবা ৭৮/৯-১০)*। অন্যত্র তিনি বলেন, وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَّالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُوْرًا– 'তিনিই সেই সত্তা, যিনি তোমাদের জন্য রাত্রিকে করেছেন আবরণ, নিদ্রাকে করেছেন ক্লান্তি দূরকারী এবং দিবসকে করেছেন উত্থান সময়' *(ফুরক্বান ২৫/৪৭)*। সুতরাং দিনের কর্মক্লান্তি দূর করতে মানুষকে রাত্রে শয্যা গ্রহণ করতে হয়, ঘুমিয়ে বিশ্রাম নিতে হয়। মুমিন বান্দা সুন্নাতী তরীকায় শয্যা গ্রহণ করবে এবং আল্লাহ্র যিকর করতে করতে ঘুমিয়ে যাবে। তাহ'লে এর মাধ্যমে সে ছওয়াব হাছিল করতে পারবে। নিম্নে শয্যা গ্রহণ ও ঘুমানোর কতিপয় আদব উল্লেখ করা হ'ল।-

১. ডান কাতে শয়ন : সাধারণভাবে এশার ছালাতের পূর্বে ঘুমানো ও এশার পরে (অপ্রয়োজনীয়) কথাবার্তা বলা উচিত নয়।[৩০৩] আর শয়নকালে ডান কাতে শয়ন করা সুন্নাত।[৩০৪]

২. দো'আ পাঠ : শয়নকালে দো'আ পাঠ করা যরূরী। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَمَنِ اضْطَجَعَ مَضْجَعًا لاَ يَذْكُرُ اللهَ فِيْهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ تِرَةً. 'যে ব্যক্তি কোথাও শয়ন করার পর আল্লাহ্র নাম নিলো না, তার জন্য আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বঞ্চনা নেমে আসবে'।[৩০৫] তাই শয্যা গ্রহণকালে মুমিন বলবে, بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ أَمُوْتُ وَأَحْيَا *'বিসমিকাল্লা-হুম্মা আমূতু ওয়া আহ্ইয়া'* (হে আল্লাহ! তোমার নামে আমি মরি ও বাঁচি)। অর্থাৎ তোমার নামে আমি শয়ন করছি এবং তোমারই দয়ায় আমি পুনরায় জাগ্রত হব। আর ঘুম থেকে ওঠার সময় বলবে, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ

---

৩০৩. আবুদাউদ হা/৪৮৪৯; ছহীহুল জামে' হা/৬৯১৫, সনদ ছহীহ।
৩০৪. বুখারী হা/২৪৭, ৬৩১১, ৬৩১৩; মুসলিম হা/২৭১০।
৩০৫. আবুদাউদ হা/৪৮৪৯; মিশকাত হা/২২৭২, সনদ ছহীহ।

‘আলহামদুলিল্লা-হিল্লাযী আহইয়া-না বা‘দা মা আমা-তানা ওয়া ইলাইহিন নুশূর’ (সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি আমাদেরকে মৃত্যু দানের পর জীবিত করলেন এবং ক্বিয়ামতের দিন তাঁর দিকেই হবে আমাদের পুনরুত্থান)।[৩০৬]

৩. সূরা ইখলাছ ও নাস-ফালাক্ব তেলাওয়াত : শয়নকালে সূরা ইখলাছ, নাস ও ফালাক্ব তেলাওয়াত করা সুন্নাত। রাসূল (ছাঃ) নিজে এই আমল করতেন এবং এ ব্যাপারে ছাহাবায়ে কেরামকে নির্দেশ দিতেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন,

أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ ثُمَّ نَفَثَ فِيْهِمَا فَقَرَأَ فِيْهِمَا (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) وَ(قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ) وَ(قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ) ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ.

‘আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) প্রতি রাতে যখন বিছানায় যেতেন, তখন দু’হাত একত্রিত করে তাতে সূরা ইখলাছ, ফালাক্ব ও নাস পড়ে ফুঁক দিতেন। অতঃপর মাথা ও চেহারা থেকে শুরু করে যতদূর সম্ভব দেহে তিনবার দু’হাত বুলাতেন’।[৩০৭]

অন্য হাদীছে এসেছে, ওক্ববা বিন আমের (রাঃ) বলেন, أَمَرَنِىْ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَقْرَأَ بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ فِىْ دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ، ‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে প্রতি ছালাতের শেষে সূরা ফালাক্ব ও নাস পাঠের নির্দেশ দিয়েছেন’।[৩০৮]

৪. আয়াতুল কুরসী তেলাওয়াত : কুরআনের সর্বাধিক মর্যাদা সম্পন্ন আয়াত হচ্ছে আয়াতুল কুরসী। শয্যা গ্রহণের সময় এটা তেলাওয়াত করলে সকাল পর্যন্ত শয়তান কোন ক্ষতি করতে পারে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

---

৩০৬. বুখারী হা/৬৩১৫, ৬৩২৪; মিশকাত হা/২৩৮২, ২৩৮৪, ‘দো‘আ সমূহ’ অধ্যায়।
৩০৭. বুখারী হা/৫০১৭, মুসলিম, মিশকাত হা/২১৩২।
৩০৮. তিরমিযী হা/২৯০৩; আহমাদ হা/১৭৪৫৩; আবুদাঊদ হা/১৫২৩; মিশকাত হা/৯৬৯।

إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ مِنْ أَوَّلِهَا {اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ} حَتَّى تَخْتِمَ الْآيَةَ فَإِنَّهُ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللهِ حَافِظٌ، وَلاَ يَقْرُبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ،

‘তুমি যখন শয্যা গ্রহণ করবে, তখন ‘আয়াতুল কুরসী’ পড়বে (আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহুয়া ওয়াল হাইয়্যুল কাইয়্যুম) আয়াতের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। তাহ’লে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সর্বদা তোমার জন্য একজন রক্ষক থাকবে এবং সকাল পর্যন্ত শয়তান তোমার নিকটে আসতে পারবে না’।[৩০৯]

৫. সূরা বাক্বারার শেষ দু’আয়াত তেলাওয়াত করা : রাতে সূরা বাক্বরার শেষ দু’আয়াত তেলাওয়াত করে শয়ন করা উত্তম। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, الآيَتَانِ مِنْ آخِرِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ، مَنْ قَرَأَهُمَا لَيْلَةً كَفَتَاهُ– ‘সূরা বাক্বারার শেষ দুই আয়াত যে রাতে পড়বে তার জন্য তা যথেষ্ট হবে’।[৩১০]

৬. সূরা মুলক তেলাওয়াত : শয়নকালে সূরা মুলক তেলাওয়াত করা সুন্নাত। জাবির (রাঃ) বলেন, كَانَ لاَ يَنَامُ حَتَّى يَقْرَأَ الم تَنْزِيْلُ وَتَبَارَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ– ‘রাসূল (ছাঃ) সূরা সাজদা ও সূরা মুলক না পড়ে ঘুমাতেন না’।[৩১১]

৭. তাসবীহ পাঠ করা :

শয়নকালে তাসবীহ পাঠ করা অশেষ ছওয়াব লাভের মাধ্যম। আলী (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, ফাতিমা (রাঃ) আটা পেষার কষ্টের কথা জানান। তখন তাঁর নিকটে সংবাদ পোঁছে যে, আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে কয়েকজন বন্দী আনা হয়েছে। ফাতিমা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে একজন খাদেম চাওয়ার জন্য আসলেন। তিনি রাসূল (ছাঃ)-কে পেলেন না। তখন তিনি আয়েশা (রাঃ)-এর নিকটে তা উল্লেখ করলেন। অতঃপর নবী করীম (ছাঃ) আসলে আয়েশা (রাঃ) তাঁর নিকটে বিষয়টি বললেন। (রাবী বলেন,) আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) আমাদের নিকটে আসলেন। তখন আমরা শুয়ে

৩০৯. বুখারী হা/৩২৭৫; মুসলিম হা/২৭২১; মিশকাত হা/২১১৩।
৩১০. বুখারী হা/৪০০৮, ৫০৪০; মুসলিম হা/৮০৭; মিশকাত হা/২১২৫।
৩১১. শারহুস সুন্নাহ, মিশকাত হা/২১৫৫, হাদীছ ছহীহ।

পড়েছিলাম। আমরা উঠতে চাইলাম। তিনি বললেন, তোমরা নিজ নিজ জায়গায় থাক। আমি তাঁর পায়ের শীতলতা আমার বুকে অনুভব করলাম। তখন তিনি বললেন,

أَلاَ أَدُلُّكُمَا عَلَى خَيْرٍ مِمَّا سَأَلْتُمَاهُ، إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا فَكَبِّرَا اللهَ أَرْبَعًا وَثَلاَثِينَ، وَاحْمَدَا ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، وَسَبِّحَا ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمَا مِمَّا سَأَلْتُمَاهُ.

'তোমরা যা চেয়েছ, আমি কি তোমাদের জন্য তার চেয়ে উত্তম জিনিসের সন্ধান দেব না? যখন তোমরা বিছানায় যাবে, তখন চৌত্রিশ বার 'আল্লাহু আকবার', তেত্রিশবার 'আল-হামদুলিল্লাহ' ও তেত্রিশবার 'সুবহানাল্লাহ' বলবে। এটাই তোমাদের জন্য তার চেয়ে উত্তম, যা তোমরা চেয়েছ'।[৩১২]

তারাবীহ বা তাহাজ্জুদ

তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ একই ছালাত। রামাযানে রাতের প্রথমাংশে এই নফল ছালাত আদায় করা হয়, এজন্য একে তারাবীহ বলা হয়। একে হাদীছের পরিভাষায় 'ছালাতুল লায়ল' ও 'ক্বিয়াতুল লায়ল' বলা হয়। আর অন্য ১১ মাসে রাতের এই ছালাতকে 'তাহাজ্জুদ' বলা হয়। সুতরাং তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ পৃথক দু'টি ছালাত নয়।[৩১৩] এ ছালাত আদায় করার জন্য প্রত্যেক মুমিনের সচেষ্ট হওয়া উচিত। আবু উমামা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ دَأَبُ الصَّالِحِيْنَ قَبْلَكُمْ وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَى رَبِّكُمْ وَمُكَفِّرَةٌ لِّلسَّيِّئَاتِ وَمَنْهَاةٌ عَنِ الْإِثْمِ–

'তোমাদের জন্য ক্বিয়ামুল লায়ল বা রাতের ছালাত আদায় করা উচিত। রাতে ইবাদত করা হচ্ছে তোমাদের পূর্ববর্তী নেক লোকদের রীতি। তোমাদের জন্য তোমাদের প্রতিপালকের নৈকট্য লাভের পন্থা, গোনাহ মাফের উপায় এবং অপরাধ, অশ্লীলতা হ'তে বিরত থাকার মাধ্যম'।[৩১৪]

---

৩১২. বুখারী হা/৩১১৩; মুসলিম হা/২৭২৭।
৩১৩. নায়লুল আওত্বার ২/২৯৫ পৃঃ; মির'আতুল মাফাতীহ ২/২২৪ পৃঃ।
৩১৪. তিরমিযী, মিশকাত হা/১২২৭, হাদীছ ছহীহ।

তিনি আরো বলেন,

رَحِمَ اللهُ رَجُلًا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى ثُمَّ أَيْقَظَ امْرَأَتَهُ فَصَلَّتْ فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِيْ وَجْهِهَا الْمَاءَ وَرَحِمَ اللهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ ثُمَّ أَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَصَلَّى فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ فِيْ وَجْهِهِ الْمَاءَ-

'আল্লাহ এমন ব্যক্তির প্রতি দয়া করেন যে ব্যক্তি রাতে উঠে ছালাত আদায় করে, স্বীয় স্ত্রীকেও জাগায় এবং সেও ছালাত আদায় করে। আর যদি সে উঠতে অস্বীকার করে তাহ'লে তার মুখের উপর পানি ছিটিয়ে দেয়। অনুরূপ আল্লাহ দয়া করেন সেই স্ত্রী লোকের প্রতি যে রাতে উঠে ছালাত আদায় করে। নিজের স্বামীকেও জাগায় এবং সেও ছালাত আদায় করে। আর যদি সে উঠতে অস্বীকার করে তাহ'লে তার মুখে পানি ছিটিয়ে দেয়'।[৩১৫]

তিনি আরো বলেন,

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرَفًا يُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا أَعَدَّهَا اللهُ لِمَنْ أَلَانَ الْكَلَامَ، وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، وَتَابَعَ الصِّيَامَ، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ-

'জান্নাতের মধ্যে এমন মসৃণ প্রাসাদ রয়েছে যার বাইরের জিনিস সমূহ ভিতর হ'তে এবং ভিতরের জিনিস সমূহ বাহির হ'তে দেখা যায়। সেসব প্রাসাদ আল্লাহ এমন ব্যক্তির জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন যে ব্যক্তি মানুষের সাথে নরম কথা বলে, ক্ষুধার্তকে খেতে দেয়, নিয়মিত ছিয়াম পালন করে এবং রাতে মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন ছালাত আদায় করে'।[৩১৬] অন্যত্র তিনি বলেন, إِذَا أَيْقَظَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّيَا أَوْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ جَمِيْعًا كُتِبَا فِي الذَّاكِرِيْنَ وَالذَّاكِرَاتِ- 'যখন কোন ব্যক্তি রাতে স্বীয় স্ত্রীকে জাগায়, অতঃপর উভয়ে পৃথকভাবে অথবা একসাথে দুই রাক'আত ছালাত আদায় করে তখন তারা আল্লাহকে স্মরণকারী ও স্মরণকারিণীদের অন্তর্ভুক্ত হয়'।[৩১৭] রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, وَاعْلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُهُ بِاللَّيْلِ،

৩১৫. নাসাঈ, মিশকাত হা/১২৩০।
৩১৬. বায়হাক্বী, মিশকাত হা/১২৩২, হাদীছ ছহীহ।
৩১৭. ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১২৩৮, হাদীছ ছহীহ।

‘আর জেনে রাখ যে, নিশ্চয়ই মুমিনের মর্যাদা হচ্ছে রাত্রি জাগরণ করা’ (রাতে ছালাত আদায় করা)।[৩১৮]

বিতর ছালাত

বিতর ছালাত সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ।[৩১৯] এশার ফরয ছালাতের পর হ’তে ফজর পর্যন্ত সুন্নাত ও নফল ছালাত সমূহ আদায়ের পরে বিতার আদায় করতে হয়।[৩২০] এ ছালাত অত্যন্ত ফযীলতপূর্ণ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বাড়ীতে বা সফরে কোন অবস্থায় বিতর ও ফজরের দু’রাক‘আত সুন্নাত ছালাত ছাড়তেন না।[৩২১]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى- ‘রাতের নফল ছালাত দুই দুই (রাক‘আত)। অতঃপর যখন তোমাদের কেউ ফজর হয়ে যাবার আশংকা করবে, তখন সে যেন এক রাক‘আত পড়ে নেয়। যা তার পূর্বেকার সকল নফল ছালাতকে বিতরে পরিণত করবে’।[৩২২] অন্য হাদীছে এসেছে, তিনি বলেন, اَلْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِّنْ آخِرِ اللَّيْلِ، ‘বিতর রাত্রির শেষে এক রাক‘আত মাত্র’।[৩২৩] আয়েশা (রাঃ) বলেন, وَكَانَ يُوْتِرُ بِوَاحِدَةٍ، ‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক রাক‘আত দ্বারা বিতর করতেন’।[৩২৪]

রাত্রিকালীন যিকর-আযকার

আল্লাহ্র যিকর করা ইবাদত। যা মুমিনের জন্য অতি উপকারী। আল্লাহ বলেন, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ ‘তুমি যিকর কর, কেননা যিকর মুমিনের উপকার করে’ *(যারিয়াত ৫১/৫৫)*। আল্লাহ আরো বলেন, اَلَّذِيْنَ

৩১৮. ছহীহুল জামে‘ হা/৭৩; ছহীহাহ হা/৮৩১।
৩১৯. ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৪৩; নাসাঈ হা/১৬৭৬; মির‘আত ২/২০৭; ঐ, ৪/২৭৩-৭৪।
৩২০. ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৪৪; ছহীহ আত-তারগীব হা/৫৯২-৯৩।
৩২১. ইবনুল ক্বাইয়িম, যা-দুল মা‘আ-দ (বৈরূত : মুওয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ২৯ সংস্করণ, ১৪১৬/১৯৯৬) ১/৪৫৬।
৩২২. বুখারী হা/৯৯০ ‘বিতর’ অধ্যায়; মিশকাত হা/১২৫৪ ‘ছালাত’ অধ্যায়, ‘বিতর’ অনুচ্ছেদ।
৩২৩. মুসলিম, মিশকাত হা/১২৫৫।
৩২৪. ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১২৮৫।

يَذْكُرُوْنَ اللهَ قِيَامًا وَقُعُوْدًا وَعَلَى جُنُوْبِهِمْ، '(জ্ঞানী হ'ল সে সমস্ত লোক) যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে সর্বাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে' *(আলে ইমরান ৩/১৯১)*। আর রাত্রিকালে যিকর করার বিশেষ ফযীলত হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। ওবাদা বিন ছামিত (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ وَسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ ثُمَّ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ أَوْ قَالَ ثُمَّ دَعَا اسْتُجِيْبَ لَهُ فَإِنْ تَوَضَّأَ وَصَلَّى قُبِلَتْ صَلَاتُهُ.

'যে ব্যক্তি রাত্রে জেগে বলে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই, তাঁরই রাজত্ব, তাঁরই জন্য প্রশংসা, তিনি সমস্ত বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান, আমি আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা করছি, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই, আল্লাহ অতি মহান, আল্লাহ্র সাহায্য ব্যতীত আমার কোন শক্তি ও সামর্থ্য নেই'। অতঃপর বলে, 'হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা কর। অতঃপর কোন প্রার্থনা করলে, আল্লাহ তার সে প্রার্থনা মঞ্জুর করেন এবং সে যদি ওযূ করে ছালাত আদায় করে, আল্লাহ তার সে ছালাত কবুল করেন'।[৩২৫]

উল্লেখ্য, আল্লাহ্র যিক্র করতে হবে নীরবে। আল্লাহ বলেন, وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِيْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيْفَةً وَدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ- 'তুমি তোমার প্রভুকে সকাল-সন্ধ্যায় আপন মনে অত্যন্ত বিনীত ও ভীত সন্ত্রস্তভাবে স্মরণ কর, উচ্চ শব্দে নয়' *(আ'রাফ ৭/২০৫)*। তিনি আরো বলেন, اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً- 'তোমাদের প্রভুকে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে এবং সংগোপনে ডাক' *(আ'রাফ ৭/৫৫)*। একদা এক সফরে ছাহাবীগণ আওয়াজ করে তাসবীহ পাঠ করলে রাসূল (ছাঃ) তাদের চুপে চুপে তাসবীহ পাঠের নির্দেশ দিয়ে বলেন 'তোমরা এমন সত্তাকে ডাকছ যিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা'।[৩২৬]

---

৩২৫. বুখারী হা/১১৫৪; মিশকাত হা/১১৪৫।
৩২৬. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৩০৩।

রাত্রিকালীন দো‘আ ও ইস্তেগফার

রাতে এমন কিছু মুহূর্ত রয়েছে, যখন আল্লাহ্র দরবারে দো‘আ করলে, তা কবুল হয়। এজন্য রাতে জেগে আল্লাহ্র নিকটে দো‘আ করা ও ক্ষমা প্রার্থনা করা যরূরী। আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ يَقُوْلُ مَنْ يَدْعُوْنِيْ فَأَسْتَجِيْبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِيْ فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَّسْتَغْفِرُنِيْ فَأَغْفِرَ لَهُ-

‘আমাদের প্রতিপালক প্রত্যেক রাতেই নিকটবর্তী আকাশে (১ম আকাশে) অবতীর্ণ হন, যখন রাতের শেষ তৃতীয় ভাগ অবশিষ্ট থাকে এবং বলতে থাকেন, কে আছে যে আমাকে ডাকবে আমি তার ডাকে সাড়া দিব। কে আছে যে আমার নিকট কিছু চাইবে, আমি তাকে তা দান করব এবং কে আছে যে আমার নিকট ক্ষমা চাইবে, আমি তাকে ক্ষমা করব’।[৩২৭]

অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ فِيْ اللَّيْلِ لَسَاعَةً، لاَ يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ تَعَالَى خَيْراً مِّنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ- ‘রাত্রের মধ্যে এমন একটি সময় আছে, যদি কোন মুসলমান সে সময় লাভ করতে পারে এবং আল্লাহ্র নিকট ইহকাল ও পরকালের কোন কল্যাণ চায় আল্লাহ তাকে তা দান করেন। আর এই সময়টি প্রত্যেক রাতেই রয়েছে’।[৩২৮]

রাত্রিকালীন আমলের পরিসমাপ্তি

ফজরের ছালাত আদায়ের মাধ্যমে রাতের আমলের পরিসমাপ্তি ঘটে। ফজর ছালাত আদায় না করলে মানুষ কলুষিত অন্তর নিয়ে জাগ্রত হয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ ثَلاَثَ عُقَدٍ، يَضْرِبُ كُلَّ عُقْدَةٍ عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَارْقُدْ، فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ

৩২৭. বুখারী হা/১১৪৫; মুসলিম হা/৭৫৮; মিশকাত হা/১২২৩।
৩২৮. মুসলিম হা/৭৫৭; মিশকাত হা/১২২৪।

تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، وَإِلاَّ أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلاَنَ-

'তোমাদের কেউ যখন ঘুমিয়ে পড়ে, তখন শয়তান তার ঘাড়ের পশ্চাদংশে তিনটি গিঁঠ দেয়। প্রতি গিঁঠে সে এ বলে চাপড়ায়, তোমার সামনে রয়েছে দীর্ঘ রাত। অতএব তুমি শুয়ে থাক। অতঃপর সে যদি জাগ্রত হয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে তাহ'লে তার একটি গিঁঠ খুলে যায়। পরে ওযূ করলে আরেকটি গিঁঠ খুলে যায়। অতঃপর ছালাত আদায় করলে আরেকটি গিঁঠ খুলে যায়। তখন তার প্রভাত হয় প্রফুল্ল মনে ও নির্মল চিত্তে। অন্যথা সে সকালে উঠে কলুষিত মনে ও অলসতা নিয়ে'।[৩২৯]

উপসংহার

মুমিন নারী-পুরুষকে তাদের প্রতিটি মুহূর্ত আল্লাহ্র স্মরণে, তাঁর বিধান মেনে ও রাসূলের দেখানো তরীকায় ব্যয় করার সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে। আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন ও জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণের আশায় বান্দার প্রতিটি কাজ সম্পাদিত হ'তে হবে। কারণ পার্থিব জীবন আল্লাহ্র দেওয়া নে'মত। এখানকার কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে পরকালে জান্নাত অথবা জাহান্নাম নির্ধারিত হবে। তাই আমাদের প্রত্যেকের করণীয় হবে এ জীবনে সাধ্যপক্ষে নেক আমলের মাধ্যমে পরকালীন জীবনে জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও জান্নাত লাভের চেষ্টা করা। জীবনের প্রতিটি দিন তাই যথাযথভাবে কাজে লাগানোর চেষ্টা করা যরূরী।

অপরদিকে দিনের কর্মব্যস্ততায় মানুষ আল্লাহ্র ইবাদতে সময় কাটানোর সুযোগ কম পায়। কিন্তু মানুষ রাতে সাধারণত অবসর থাকে। এ সময় সে একাগ্রচিত্তে মহান আল্লাহ্র ইবাদত করতে পারে এবং তাঁর কাছে নিজের সকল আবেদন-নিবেদন ও চাওয়া-পাওয়া ব্যক্ত করতে পারে। তাই এ সময় যথাযথভাবে অতিবাহিত করার চেষ্টা করা যরূরী। আল্লাহ আমাদের সবাইকে সঠিকভাবে দিন-রাত অতিবাহিত করার এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের পথে ব্যয় করার তাওফীক্ব দিন-আমীন!

---

৩২৯. বুখারী হা/১১৪২; মুসলিম হা/৭৭৬।

‘হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ’ প্রকাশিত বই ও প্রচারপত্র সমূহ

লেখক : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব ১. আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন? ৫ম সংস্করণ (২০/=) **২.** ঐ, ইংরেজী (৪০/=) **৩.** আহলেহাদীছ আন্দোলন: উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ; দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ (ডক্টরেট থিসিস) ২০০/= **৪.** ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), ৪র্থ সংস্করণ (১০০/=) **৫.** ঐ, ইংরেজী (২০০/=) **৬.** নবীদের কাহিনী-১, ২য় সংস্করণ (১২০/=) **৭.** নবীদের কাহিনী-২ (১০০/=) **৮.** নবীদের কাহিনী-৩ [সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ] ৪৫০/= **৯.** তাফসীরুল কুরআন ৩০তম পারা, ৩য় মুদ্রণ (৩০০/=) **১০.** ফিরক্বা নাজিয়াহ, ২য় সংস্করণ (২৫/=) **১১.** ইক্বামতে দ্বীন : পথ ও পদ্ধতি, ২য় সংস্করণ (২০/=) **১২.** সমাজ বিপ্লবের ধারা, ৩য় সংস্করণ (১২/=) **১৩.** তিনটি মতবাদ, ২য় সংস্করণ (২৫/=) **১৪.** জিহাদ ও ক্বিতাল, ২য় সংস্করণ (৩৫/=) **১৫.** হাদীছের প্রামাণিকতা, ২য় সংস্করণ (৩০/=) **১৬.** ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, ২য় সংস্করণ (২৫/=) **১৭.** জীবন দর্শন, ২য় সংস্করণ (২৫/=) **১৮.** দিগদর্শন-১ (৮০/=) **১৯.** দিগদর্শন-২ (১০০/=) **২০.** দাওয়াত ও জিহাদ, ৩য় সংস্করণ (১৫/=) **২১.** আরবী ক্বায়েদা (১৫/=) **২২.** আক্বীদা ইসলামিয়াহ (১০/=) **২৩.** মীলাদ প্রসঙ্গ, ৫ম সংস্করণ (১০/=) **২৪.** শবেবরাত, ৪র্থ সংস্করণ (১৫/=) **২৫.** আশূরায়ে মুহাররম ও আমাদের করণীয় (১০/=) **২৬.** উদাত্ত আহ্বান (১০/=) **২৭.** নৈতিক ভিত্তি ও প্রস্তাবনা, ২য় সংস্করণ (১০/=) **২৮.** মাসায়েলে কুরবানী ও আক্বীক্বা, ৫ম সংস্করণ (২০/=) **২৯.** তালাক ও তাহলীল, ৩য় সংস্করণ (২৫/=) **৩০.** হজ্জ ও ওমরাহ (৩০/=) **৩১.** ইনসানে কামেল, ২য় সংস্করণ (২০/=) **৩২.** ছবি ও মূর্তি, ২য় সংস্করণ (৩০/=) **৩৩.** হিংসা ও অহংকার (৩০/=) **৩৪.** বিদ‘আত হ’তে সাবধান, অনু: (আরবী) -শায়খ বিন বায (২০/=) **৩৫.** নয়টি প্রশ্নের উত্তর, অনু: (আরবী) -শায়খ আলবানী (১৫/=) **৩৬.** সালাফী দাওয়াতের মূলনীতি অনু: (আরবী) -আব্দুর রহমান আব্দুল খালেক (৩৫/=)। **৩৭.** জঙ্গীবাদ প্রতিরোধে কিছু পরামর্শ এবং চরমপন্থীদের বিশ্বাসগত বিভ্রান্তির জবাব (১৫/=)। **৩৮.** ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’ কি চায়, কেন চায় ও কিভাবে চায়? (১৫/=)। ৩৯. মাল ও মর্যাদার লোভ (১৫/=)।

লেখক : মাওলানা আহমাদ আলী ১. আক্বীদায়ে মোহাম্মাদী বা মাযহাবে আহলেহাদীছ, ৫ম প্রকাশ (১০/=) **২.** কোরআন ও কলেমাখানী সমস্যা সমাধান, ২য় প্রকাশ (৩০/=)।

লেখক : শেখ আখতার হোসেন ১. সাহিত্যিক মাওলানা আহমাদ আলী, ২য় সংস্করণ (১৮/=)।

লেখক : শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান ১. সূদ (২৫/=) **২.** ঐ, ইংরেজী (৫০/=)।

লেখক : আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী ১. একটি পত্রের জওয়াব, ৩য় প্রকাশ (১২/=)।

লেখক : মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম ১. ছহীহ কিতাবুদ দো'আ, ৩য় সংস্করণ (৩৫/=) **২.** সাড়ে ১৬ মাসের কারাস্মৃতি (৪০/=)।

লেখক : ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ১. ধৈর্য : গুরুত্ব ও তাৎপর্য (৩০/=) **২.** মধ্যপন্থা : গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা (৩০/=) **৩.** ধর্মে বাড়াবাড়ি, অনুঃ (উর্দূ) - আব্দুল গাফফার হাসান (১৮/=) **৪.** ইসলামী পরিবার গঠনের উপায় (৪০/=) **৫.** মুমিন কিভাবে দিন-রাত অতিবাহিত করবে (৩৫/=)।

লেখক : শামসুল আলম ১. শিশুর বাংলা শিক্ষা (৩০/=)।

অনুবাদক : আব্দুল মালেক ১. ইসলামী আন্দোলনে বিজয়ের স্বরূপ, অনুঃ (আরবী) -ড. নাছের বিন সোলায়মান (৩০/=) **২.** যে সকল হারাম থেকে বেঁচে থাকা উচিত, অনুঃ (আরবী) -মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ (৩৫/=) **৩.** নেতৃত্বের মোহ, অনুঃ -ঐ (২৫/=) **৪.** মুনাফিকী, অনুঃ - ঐ (২৫/=) **৫.** প্রবৃত্তির অনুসরণ, অনুঃ - ঐ (২০/=) **৬.** আল্লাহ্‌র উপর ভরসা, অনুঃ - ঐ (২৫/=) **৭.** ভুল সংশোধনে নববী পদ্ধতি, অনুঃ - ঐ (২৫/=) **৮.** ইখলাছ, অনুঃ -ঐ (২৫/=)।

লেখক : নূরুল ইসলাম ১. ইহসান ইলাহী যহীর (৩০/=) **২.** শারঈ ইমারত, অনুঃ (উর্দূ) ২০/=।

লেখক : রফীক আহমাদ ১. অসীম সত্তার আহ্বান (৮০/=) **২.** আল্লাহ ক্ষমাশীল (৩০/=)।

লেখিকা : শরীফা খাতুন ১. বর্ষবরণ (১৫/=)।

অনুবাদক : আহমাদুল্লাহ ১. আহলেহাদীছ একটি বৈশিষ্ট্যগত নাম, অনুঃ (উর্দূ) - যুবায়ের আলী যাঈ (৫০/=)। **২.** যুবকদের কিছু সমস্যা, অনুঃ (আরবী) -মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন (২০/=)। **৩.** ইসলামে তাক্বলীদের বিধান অনুঃ (উর্দূ) -যুবায়ের আলী যাঈ (৩০/=)।

অনুবাদক : মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম ১. বিদ'আত ও তার অনিষ্টকারিতা, অনুঃ (আরবী) - মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন (২০/=) **২.** জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপনের অপরিহার্যতা, অনুঃ ড. হাফেয বিন মুহাম্মাদ আল-হাকামী (৩০/=)। **আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠী ১.** জাগরণী (২৫/=)।

গবেষণা বিভাগ হা.ফা.বা. ১. হাদীছের গল্প (২৫/=) **২.** গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান (৫০/=) **৩.** জীবনের সফরসূচী (দেওয়ালপত্র) ১৫/= **৪.** ছালাতের পর পঠিতব্য দো'আ সমূহ (দেওয়ালপত্র) ৫০/=। **৫.** ফৎওয়া সংকলন, মাসিক আত-তাহরীক (১৯তম বর্ষ) ৮০/=। **৬.** ঐ, ১৮তম বর্ষ, ৮০/=।

প্রচার বিভাগ : আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ ১. জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর ভূমিকা (২৫/=)। **এছাড়াও রয়েছে প্রচারপত্র সমূহ।**